সুপ্রভাত সিডনি™

সত্যের সাথে সব সময়

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, March 2019, Volume-3, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

লেবার পার্টির নেতাদের প্রেস ব্রিফিং ● পৃষ্ঠা-১২

Randwick Raiders Champion ● পৃষ্ঠা-১১

বাংলাদেশ এম্বেসী জাপানে দুর্নীতির অভিযোগ ● পৃষ্ঠা-৯

এইটস নোটস ব্যান্ডের মহতী উদ্যোগ ● পৃষ্ঠা-৩০

হিরো হারকিউলিস এখন বাংলাদেশে ● পৃষ্ঠা-১৩

প্রবাসের বিয়ে ও সংস্কৃতি

অস্ট্রেলিয়া বনাম ব্রুনাই

এম এ ইউসুফ শামীম ●

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমনি বাংলাদেশী প্রবাসীদের সংখ্যা বেড়ে চলছে, একই সাথে প্রবাসে বেড়ে উঠা বাংলাদেশী ছেলে মেয়েদের বিয়ে-শাদীর বিষয়টিও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশী বাবা মায়ের ঘরে যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা শৈশবকাল থেকেই প্রবাসে বেড়ে উঠে এবং যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা কিছুটা বড় হয়ে তারপর কৈশোরে বাংলাদেশ থেকে প্রবাসে আসে তাদের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সাংস্কৃতিক পার্থক্য দেখা যায়। প্রবাসে জন্ম নেয়া অধিকাংশ ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশে গিয়ে বাংলাদেশী বিয়ে করার বিপরীতে মত দেয়। *(১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দরবেশের দেশে!

বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, জার্মানি থেকে ●

প্রায় দশ বছর ধরে বাংলাদেশীদের জীবন এক ঠক, বাটপার, সরকারী তহবিল তছরুপকারী, দেশের ব্যাংকের অর্থ মেরে দেওয়া বিষয়টি একজনের নির্দেশনায় নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসবে।

যার নাম বলতে চাচ্ছি তা সবার কাছে সহজেই অনুমেয়। তিনি হলেন সালমান ফজলুর রহমান, যাকে সবাই চিনে সালমান এফ রহমান(৬৭) বা দরবেশ নামে। তাঁর জন্ম ২৩ মে ১৯৫১ সালে দোহার, ঢাকায়, ১৯৭১ এ করাচি (পাকিস্তান) পড়াশুনা করেছেন। বর্তমানে বেসরকারি খাতের উন্নয়নের বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের হয়ে কাজ করছেন।বেইজিং ভিত্তিক হুরুন গবাল ২০১৭ সালের হিসেবে বিশ্বের বিলিয়নিয়ার রেঙ্কে ১৬৮৫ নাম্বারে আছেন তিনি।

এই দরবেশ তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট দুইটি সরকারী ব্যাংকের গত ১০ বছরে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়েছে প্রায় ৩৫ বার । এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের পুনঃ তফসিলিকরণ হয়েছে ১৮ বার আর অগ্রণী ব্যাংকের পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়েছে ১৭ বার। এ ভাবে চলতে থাকলে সরকারপন্থী লোকজন ব্যাংকিং সেক্টরকে টাকা শূণ্য করে দেবে। সুতরাং দেশের এক সাধারণ নাগরিকের জীবন কেমন হতে পারে সেটা নিয়েও অনেকেরই *(৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দেশ বরেণ্য কবি আল মাহমুদের মৃত্যুতে
মাসিক সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে
জানাই গভীল শ্রদ্ধাঞ্জলী
সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি
জানাই আন্তরিক সহমর্মিতা

সম্পাদক ও প্রকাশক
মাসিক সুপ্রভাত সিডনি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে
সেইসব শহীদদের প্রতি জানাই গভীর
শ্রদ্ধাঞ্জলী, যাদের মহান ত্যাগের
বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলা
ভাষায় কথা বলছি-

সম্পাদক ও প্রকাশক
মাসিক সুপ্রভাত সিডনি

YOUR FAMILY CHEMIST
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
At your family chemist we endeavor to give you and your family the best advice, the best service and best price
LET'S TALK PRICES!
We BEAT & MATCH most advertised prescription prices In Sha Allah
TRY US OUT!
Agent for Diabetes Australia
Health care Monitoring machinery
Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine
Huge collection of perfumes and other cosmetics
We have experienced and professional pharmacists
"WE HAVE YOUR HEALTH INTEREST AT HEART"
We Open 6 Days
90 years of Chemist Experience
প্রতি দিনের মূল্য হ্রাস
New Branch in Punchbowl
Open now. Address: 757 Punchbowl Road,Punchbowl,NSW 2196, Tel: 02 9790 2377
62 Haldon Street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 02 9759 1013

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বিগত মাসটি ছিলো অনেক ঘটনাবহুল। অস্ট্রেলিয়ায় স্থানীয়ভাবে কুইনসল্যান্ডের ভয়াবহ বন্যা এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের খরা সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছে। আমরা আশা করি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে এই চমৎকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটির অর্থনীতি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। একটি দেশের যথার্থ উন্নয়নের জন্য সুশাসন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা জরুরী। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে আগামীর মাসগুলোতে। স্থানীয় এসব নির্বাচনে সর্বস্তরের সব মানুষের জন্য সমান অধিকারের বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন আরো সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

এদিকে ফেব্রুয়ারী মাসের একদম শেষপ্রান্তে এসে বাংলাদেশে ঘটে গেলো বিশাল এক দুর্ঘটনা। পুরনো ঢাকার চুরিহাট্টিতে বিশ তারিখ দিবাগত রাতে ভয়াবহ আগুনের ধ্বংসলীলায় মর্মান্তিকভাবে পুড়ে গিয়ে নিহত হয়েছে একশ জনেরও বেশি মানুষ। পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন সময় দুর্ঘটনা ঘটে, কিন্তু সভ্য দেশে প্রতিটি দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়, একই সাথে কোন ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিসমগ্র দোষী হলে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে এধরণের মানবসৃষ্ট বিপর্যয়গুলোতে সাধারণ বাংলাদেশীদের অকাতরে প্রাণ হারানো ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার হয়না। পুরনো ঢাকাতেই একইরকম বিধ্বংসী আগুনে নয় বছর আগে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলো, কিন্তু কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থার চিহ্নমাত্রও নেই। এবারও জোরদার সম্ভাবনা আছে খুব বেশি কিছু না হওয়ার, কেবলমাত্র সরকারী নেতাকর্মী ও কর্মকর্তাদের পকেট ভর্তি হওয়ার নতুন কিছু খাত ও খরচ ব্যতীত।

এবারের অগ্নিকান্ডে সবচেয়ে আরেকটি ন্যাক্কারজনক বিষয় হলো এদিন রাতে একুশে ফ্রেব্রুয়ারীর মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নিকটবর্তী শহীদ মিনারে প্রধানমন্ত্রীর ফুল দিতে আসা উপলক্ষে নিরাপত্তার বাড়াবাড়ির কারণে সৃষ্ট যানজট। এ নিরাপত্তার কারণেই আগুন নেভাতেও বিলম্ব হয়েছে বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অন্য কোন দেশ কি আছে যেখানে মানুষের জীবন এতোটাই সস্তা? বরং, বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জীবনকে পুরোপুরি মূল্যহীন বললেই মনে হয় অত্যুক্তি করা হবে না। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার যেখানে ভূলুণ্ঠিত, সেই দেশে এধরণের অনিয়ম ও যথেচ্ছাচার স্বাভাবিক বিষয় হলেও তা আমাদেরকে ব্যথিত করে তুলে। মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনা মানবাধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এবং বর্তমান ফ্যাসিবাদের কবল থেকে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তি পেয়ে তাদের নাগরিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা ফিরে পাবে, আমরা এই প্রত্যাশা করি।

অগ্নিকান্ডের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বাংলাদেশে ঘটলো বিমান ছিনতাই এর ঘটনা। পুরো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে জনগণের মনে সংগত কারণেই প্রশ্ন জেগেছে এটি কি প্রকৃতপক্ষে কোন বিমান ছিনতাই ছিলো, না কি সরকারের ভাবমূর্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে বা অন্য কোন গোপন কারণে সাজানো কোন ঘটনা ছিলো? পুরনো ঢাকার আগুনে ৬৭ জন মারা যাওয়ার খবর বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রকাশ করে আসছে সরকারের চাপে, এরপরে বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে যখন ১০০ এরও বেশি মানুষ মারা যাওয়ার কথা প্রকাশ হয়েছে তখন সবাই বুঝতে পেরেছে বাংলাদেশে সরকারের ইশারাতেই এমন হচ্ছে। বিমান ছিনতাই এর ঘটনার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনা ঘটছে। সরকারের মিথ্যা বলার অভ্যাস ও নাটক সাজানোর নিয়মিত চর্চার কারণে কেউ এখন আর সরকারী ভাষ্যে আস্থা রাখতে পারছে না। বরং তারা প্রশ্ন করছে, এটা কি আসলেই বিমান ছিনতাই এর ঘটনা ছিলো? না কি অন্য কোন নাটক ছিলো? এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর হীরক রাজার নাটকের দেশ বাংলাদেশে সম্ভবত খুব শীঘ্রই জানার সুযোগ নেই।

গত ৩০ ডিসেম্বরের কলংকিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এখনো বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতিতে তাজা। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের মাঝ থেকে কিছু সংখ্যক মানুষ এ নির্বাচনে অংশ নিতে বাংলাদেশে গিয়েছে এবং নির্বাচন নামের প্রহসনের ভোট ডাকাতিতে তারা সগর্বে অংশ নিয়েছে। যে নির্বাচনের বিপক্ষের নেতাকর্মী নির্বিশেষে সবাইকে শক্তির জোরে নিগৃহীত করে রাজনীতির ময়দান থেকে এবং এলাকা থেকে বিতাড়িত করা হয়, যে নির্বাচনে আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে রাখা হয়, যে নির্বাচনের নিজেদের চিহ্নিত সমর্থক ছাড়া অন্য কাউকে ভোট দিতে দেয়া হয় না, যে নির্বাচনে সরকারী দলকে ভোট না দেয়ার অপরাধে গণধর্ষণের শিকার হতে হয়, এমন এক নির্বাচনে মহাসমারোহে অংশ নেয়ার জন্য যে কোন সভ্য এবং বিবেকমান মানুষের লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হওয়া উচিত। আমরা মনে করি, যারা বাংলাদেশের সরকারী এই সাজানো নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে, তারা মূলত একটি অপরাধমূলক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। একটি সভ্য দেশের আইন অনুযায়ী তারা অপরাধী এবং দুস্কৃতিকারী।

অস্ট্রেলিয়াতে ফেডারেল এবং স্টেট পর্যায়ে নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। এদেশের প্রতিটি নির্বাচনেই আমরা দেখার সুযোগ পাই একটি সভ্য দেশে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেসব নির্বাচনে কিভাবে নাগরিকরা তাদের মুক্ত মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সরাসরি চোখের সামনেও এমন উদাহরণ দেখার পর যেসব মানুষরা ভোটডাকাতি করার মানসিকতা ধারণ করে তারা দেশে ও প্রবাসে, উভয় স্থানেই বাংলাদেশীদের জন্য কখনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে না এটা পরিস্কার। আমরা প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশেও কোন একদিন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং আমাদের সমাজ এ ধরণের দুস্কৃতিকারীদের পরাক্রম থেকে মুক্ত হবে।

এ প্রত্যাশিত আগামীর দিকে যেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলাদেশের নেতৃত্বের গুণগত মান উন্নয়ন। বিগত মাসগুলোতে বাংলাদেশের মন্ত্রীদের আজগুবি কথাবার্তা সর্বমহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সেই বহু বছর আগে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার সময় সরকারী মন্ত্রীর মুখে বিল্ডিং নাড়াচাড়া করার ষড়যন্ত্র তত্ত্বের মতো উদ্ভট এবং আজগুবি কথাবার্তার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় এখনো মন্ত্রীরা বলে যাচ্ছে ঢাকা না কি আমেরিকার শহর লস এঞ্জেলস কিংবা হাতিরঝিল ফ্রান্সের প্যারিসের মতো হয়ে গেছে। পুরনো ঢাকার এ ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পরও মন্ত্রীদের মুখে শোনা যায় এর সাথে বিএনপির সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে!! যে দেশের মানুষ দারিদ্রতা, বেকারত্ব এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগে জর্জরিত এবং অতিষ্ঠ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্তদের মুখে এসব কথা যেন একেকটি নির্মম রসিকতা। এ ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন, অর্বাচীন ও নির্বোধ নেতৃবৃন্দের কবল থেকে আমরা বাংলাদেশের মুক্তি কামনা করি।

সম্প্রতি বাংলাদেশে উড়োজাহাজ ছিনতাইচেষ্টা ও এর ভাষ্য নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিমানের উড়োজাহাজ ছিনতাইচেষ্টা ও এর ভাষ্য নিয়ে এক জটিল সমস্যায় পড়েছে বাংলাদেশ। আমাদের মনে আছে, নিরাপত্তাব্যবস্থায় ত্রুটির কারণে ২০১৬ সালের মার্চ থেকে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই বছর বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি কোনো কার্গো ফ্লাইট যেতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়াও একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা ওঠাতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। এই উড়োজাহাজ ছিনতাইচেষ্টা আমাদের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনতে পারে। বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থায় কোথায় ঘাটতি আছে, তা চিহ্নিত করে সমাধানে সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে বা নিতে যাচ্ছে সেটিই এখন দেখার বিষয়।

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

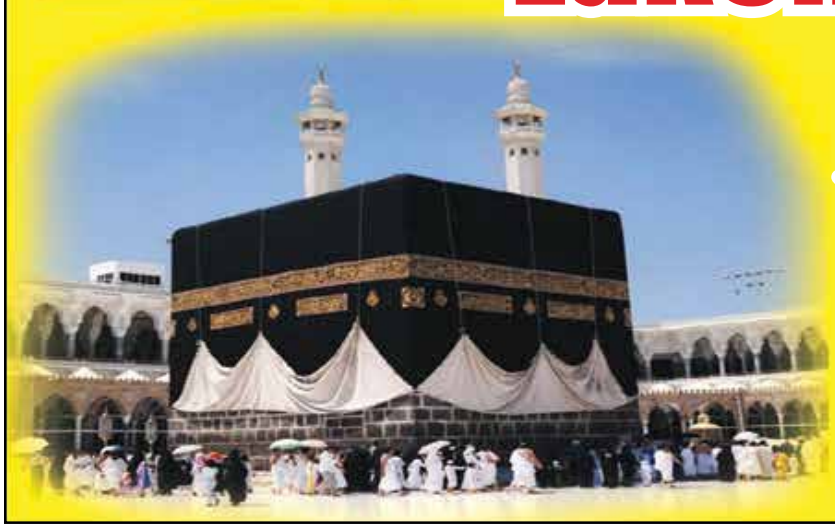

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

দরবেশের দেশে!

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রশ্ন থাকতে পারে! এ ক্ষয়ে যাওয়া জীবন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ আগামী দিনে বেঁচে থাকতে পারবে কি না তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে ! কারণ, ন্যূনতম সম্বলে বেঁচে থাকতে গেলেও সীমিত আয়ের টাকার প্রয়োজন পরে। আমাদের আয়ের উৎসগুলো দিন দিন কমে আসছে, ব্যবসা কমে যাওয়া, শেয়ার বাজারে ধস,অযথা চাকুরী থেকে ছাঁটাই, চাকুরীর সুযোগ কমে যাওয়া আর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া কোনভাবেই দেশের মূল্যস্ফিতি ইন্ডেক্সে দেখা যায় না। সেখানেও চলেছে আমলা -মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ। আমরা দিন দিন দ্ররিদ থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছি। এই দুর্বিষ্য অবস্থায় সেই ঠক আর বাটপার লোকটাকে এ সরকারের রাষ্ট্র যন্ত্র থেকে কি আমরা কোন ভাবেই সরাতে পারবো না! কারণ তার একটা রাজনৈতিক দল আছে -সেই দলটা আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকবে। বর্তমান রাষ্ট্রের যে প্রধানমন্ত্রী ও তার দল নানাভাবে সেই দরবেশ মানে সালমান এফ রহমানের ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের ব্যবসা আওয়ামী লীগের হাতে রাখতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে দরবেশের ওপরই একশত ভাগ নির্ভরশীল হতে হবে।

এভাবে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সেক্টরের ও প্রশাসনে হাত করে প্রধানমন্ত্রী মহা ফুর্তিতে রয়েছে বা না হলে বর্তমান এ বিশাল ভোট জালিয়াতি জায়েজ করতে কিভাবে ব্যবস্থা নেবে তা নিয়েও চিন্তায় থাকতো। আবার এ দীর্ঘ দশ বছরে এমন কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কাল থেকে আমরা মানে সাধারণ জনগণ একটা ঘোরের মধ্যে আছি, জানি না এ ঘোর কখন কাটবে, কবে আমাদের মুক্তি মিলবে। কোন ধরনের ঘোর মধ্যে থাকা অবস্থায় কিভাবে আস্তে আস্তে জনগনের ক্রয় ক্ষমতাটা একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে এ সরকার। যারা দুর্নীতি করে তাদের আঁড়াল করার বিষয়ে ব্যবস্থাপক হিসেবে দাঁড়িয়েছে দেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের কাপড় ধোলাই প্রকল্প। এ কমিশন দলীয় স্বার্থ দেখে যাচ্ছে। এ ধোলাই প্রক্রিয়ায় প্রায় প্রতিটা আওয়ামী লীগ নেতা শুদ্ব হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে ।

প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধ ডজন বাড়ি আছে । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্ণাঢ্য এলাকায় রয়েছে আলিশান প্যালেস সমতুল্য বিলাস বহুল বাড়ী। দেশের প্রত্যেকটি বড় উন্নয়ণ প্রকল্পে কমিশন পায় জয় ও আর তার খালা রেহানা। তাদের প্রত্যেক্ষ মদদে আমলা -মন্ত্রী বা ব্যাংকের পরিচালকরা নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে কুক্ষিগত করে রেখেছে এ প্রশাসনকে। প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে রাখার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে দরবেশের । অন্য কেউ এ প্রভাব খাটাতে পারে না ।কারো কথা বলার হিম্মত নাই কারন বাংলাদেশের নিরীহ মানুষ এখন দরবেশের দেশে বসবাস করছে । দেশের শেয়ার বাজারের প্রত্যেকটি কেলেঙ্কারি সাথে এই দরবেশের নাম উঠে এসেছে। এ সব বিরাট কেলেঙ্কারীর আজ অবধি কোন বিচার হয়নি। আর এ সরকার থাকতে কোনদিন সেই বিচারটা হবে না- এটা সবারই জানা আছে । ইলেকশনের পর আওয়ামী লীগ সরকার দেশের শেয়ার বাজারে আবারো বুঁদবুদ তৈরি করে রেখেছে। সেই বুঁদবুদ কখন ফেটে যায় তা কেউ বলতে পারবে না। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বই হয়ে যাবে।

গত ৩০ শে ডিসেম্বর জালিয়াতি ভোটের পর সরকারের ক্যাবিনেট গঠন করতে দরবেশ সালমান এফ রহমানের অবদান আছে । খোদ অর্থ মন্ত্রী দরবেশের সাথে সক্ষতা রয়েছে ,তাই মন্ত্রীত্ব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে অর্থ মন্ত্রী সারা দিন দরবেশের বাসায় বসে ছিল। অর্থ মন্ত্রী নিজেও অবশ্য দেশের শেয়ার বাজারের যত কেলেঙ্কারি আছে তারও কুশিলব । ইব্রাহিম খালেদের শেয়ার বাজারের রিপোর্টে তার নামটা উঠে এসেছে ।অর্থাৎ আমরা এক বাক্যে বলতে পারি : শেয়ার বাজারের চোর হচ্ছে এখন মন্ত্রী । পরিকল্পনা মন্ত্রী থেকে এখন অর্থ মন্ত্রী হয়েছে । দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চোর মন্ত্রীর অবস্থান আমাদের আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে আরো দুর্বল করে দিয়েছে । আর অন্যদিকে এ মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের একটা ভঙ্গুর উন্নয়নকে চোখে দেখাতে বাংলাদেশের ডাটা ম্যানুপুলেশন করে গেছে । বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারা যদি একটু ড্যাটা গুলো বিশ্লেষন করেন তাহলে বুঝতে বাকি থাকবে না আসলে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ডাটা দিয়ে কি হচ্ছে আর কি দেখানো হচ্ছে বিশ্ববাসীকে । বাংলাদেশ মধ্যম আয়ে যাবার ক্ষেত্রে সেই ম্যানুপুলেশন করা ড্যাটার অবদানটাও কি মিথ্যা ? পৃথিবীর কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

দরবেশের যত ঋণ

দরবেশের বেক্সিমকো গ্রুপের সাথে সরকারের সম্পর্কের কারণে সরকারী ও বেসরকারী ব্যাংক গুলো কেউ কোন কিছু করতে পারে না । দরবেশের এ গ্রুপের অর্থশক্তি দিয়ে রাজনৈতিক শক্তি মোকাবিলা করে যাচ্ছে । আর এখন আওয়ামী সরকারের এমপি হওয়ায় দরবেশের বেক্সিমকো একটি দানবে রূপ নিয়েছে ,কে ঠেকাবে এ দানবকে ? সরকারের সাথে একটা সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে -কেউ কোন কিছু বলার নাই - দরবেশের দেশে আছি বলে কথা !

দরবেশের বেক্সিমকো গ্রুপের মোট ঋণ প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা । ৯টি ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এসব ঋণ নিয়েছে। এ ঋণগুলোর পুনঃ তফসিলিকরণের সময়কাল গত বছর জুন মাসে । কিছু বেনামি ঋণের দায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। আরও কিছু বেনামি ঋণ রয়েছে সেগুলো এখনও চূড়ান্ত ভাবে শনাক্ত হয়নি।

সোনালী ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের তিন কোম্পানির মোট ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেডের ১ হাজার ২৭০ কোটি টাকা, বেক্সিমকো সিনথেটিকের ১৩১ কোটি টাকা এবং জিএমজি এয়ারলাইন্সের ১৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেড ও বেক্সিমকো সিনথেটিকের ঋণ খেলাপি হয়ে পড়েছিল। গত মার্চে সেগুলো নবায়ন করা হয়েছে। ২৫ কোটি টাকা ডাউন পেমেন্ট বাবদ জমা দেয়া হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে কিস্তির টাকা জমা দেয়ার কথা। ওই সময়ের মধ্যে আরো ১১ কোটি টাকা কিস্তি বাবদ জমা দিয়েছে। এর আগে একাধিকবার খেলাপি হয়েছিল। এবার নিয়ে ১৮ দফা গ্রুপের ঋণ নবায়ন করা হয়েছে। প্রতি দফা নবায়নের ক্ষেত্রে নিয়েছে বিশেষ মওকুফ বা ছাড়। এসব ঋণের উৎপত্তি ১৯৯৬ সালে। প্রথমে মাত্র ২৫ কোটি টাকার সিসি ও এলসি ঋণ ছিল। জিএমজি এয়ারলাইন্স খেলাপি প্রতিষ্ঠান। এটি বেক্সিমকো গ্রুপের হলেও ব্যাংকে এটিকে গ্রুপভুক্ত কোম্পানি হিসাবে দেখানো হয়নি।

দীর্ঘ এ সময়ে মূল ঋণ পরিশোধ না করে বিভিন্ন সময় কিছু ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বারবার ঋণ নবায়ন এবং ঋণসীমা বাড়ানো ও নতুন ঋণ দেয়ার কারণে এ অংক বেড়েছে। এর মধ্যে বেক্সিমকো সিনথেটিক লোকসানি প্রতিষ্ঠান। শেয়ারবাজারে তালিকাভূক্ত এ কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগকারীদেরকে কোন লভ্যাংশ দেয়নি। জিএমজি এলারলাইন্সের কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।

জনতা ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ ২৯৬৪ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধ না করে শুধু ঋণ সীমা বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে গত আগস্টে বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো এলপিজি কোম্পানির নামে ৪৭৫ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ৭ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।

গ্রুপের আবেদনের ভিত্তিতে জনতা ব্যাংকের পর্ষদ প্রথমে বেক্সিমকো গ্রুপের ওই কোম্পানির নামে ৪৫০ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করে। পরে বিষয়টি জেনে বেক্সিমকো গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি করা হয়। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, গ্রুপের জন্য ৪৭৫ কোটি টাকারই ঋণ লাগবে। পরের পর্ষদ সভায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান লুনা সামসুদ্দোহা কোন আলোচনা না করেই ঋণটি পাশ করে দেন। এ বিষয়ে কয়েকজন পরিচালক আপত্তি করলেও সেগুলো আমলে নেয়া হয়নি। বরং চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে বলা হয়, এ বিষয়ে পর্ষদ সভায় আর কোন আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এদিকে সামলান এফ রহমানের ছেলের নামে রয়েছে এই এলএনজি কোম্পানিটি। এর বিপরীতে বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানাধীন ৬০ বিঘা জমি ও বেক্সিমকো গ্রুপের একটি কোম্পানির ৯০ শতাংশ শেয়ার ব্যাংকে জামানত হিসাবে বন্ধক রাখা হয়েছে। তারপরও এটাকে বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ হিসাবে দেখানো হয়নি। দেখানো হয়েছে একটি স্বাধীন কোম্পানি হিসাবে। এ কোম্পানির ঋণ বেক্সিমকো গ্রুপের হিসাবে দেখানো হলে একক ঋণ হিসাবে তাদের ঋণের অংক বেড়ে যাবে। এতে জনতা ব্যাংক আইনগত জটিলতার মুখোমুখি হবে। সেটা এড়াতে তারা বেক্সিমকো এলএনজিকে বেক্সিমকোর গ্রুপভুক্ত কোম্পানি করেনি।

অগ্রণী ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ ১ হাজার ৭২ কোটি টাকা। তাদের মূল ঋণ ছিল ৮০১ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত এক টাকাও পরিশোধ করেনি। ইতিমধ্যে তাদের ঋণ ১৭ দফা নবায়ন করা হয়েছে। প্রতি দফায় দেয়া হয়েছে বিশেষ ছাড়। বেক্সিমকো হোল্ডিংসের ৫৩০ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে ২৩০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়েছে। বাকি ৩০০ কোটি টাকা গ্রুপের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের বিপরীতে সমন্বয় করা হয়েছে।

রুপালী ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ ৮৭১ কোটি টাকা। মূল ঋণ ছিল ৬৩১ কোটি ৬২ লাখ টাকা। সময় মতো টাকা পরিশোধ না করায় ধীরে ধীরে তা বেড়েই চলেছে। গত সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।

এবি ব্যাংক

এবি ব্যাংকে বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণের পরিমাণ ৮২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেডের ৬৫০ কোটি টাকা, নিউ ঢাকা জুট লিমিটেডের ৯২ কোটি টাকা, ইন্টারন্যাশনাল নিটওয়্যার লিমিটেডের ৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে নিউ ঢাকা জুট লিমিটেড গিরিধারী লাল মোদীর মালিকানাধীন একটি কোম্পানি। ওই কোম্পানির নামে ঋণ নিয়ে তা বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইন্ডিপেন্ডেড টিভির একাউন্টে স্থানান্তর হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে এটি ধরা পড়ার পর এই ঋণের দায় বেক্সিমকো গ্রুপ স্বীকার করে নিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়্যার লিমিটেডের নামে নেয়া ঋণও বেক্সিমকো গ্রুপ ব্যবহার করে। পরে এই ঋণের দায়ও বেক্সিমকো গ্রুপ স্বীকার করে নিয়েছে।

ন্যাশনাল ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ ৮৩৯ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে মূল ঋণ ছিল ৪৭৭ কোটি টাকা। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর শেষে তা গিয়ে ঠেকে প্রায় ৭৩৯ কোটি টাকায়। কোনো টাকা সময় মতো পরিশোধ না করায় বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৮৩৯ কোটি টাকায়। এর মধ্যে জিএমজি এয়ারলাইন্সের ঋণ রয়েছে ৩৪৩ কোটি টাকা। কোম্পানির কার্যক্রম ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।

এক্সিম ব্যাংক

বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেডের নামে ৩৩৩ কোটি টাকা। বাকি ২৬৭ কোটি টাকা বেক্সিমকো গ্রুপের বেনামি ঋণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে এ ঘটনা প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হয়েছে। পরবর্তী তদন্ত চলছে। গ্রুপের মূল ঋণ ছিল ২৩৩ কোটি টাকা। এক্সিম ব্যাংকে বেক্সিমকোর প্রায় হাজার কোটি টাকার ঋণ আছে।

ব্যাংক এশিয়া

বেক্সিমকো গ্রুপের মূল ঋণ ছিল ৩০ কোটি টাকা। কিস্তি পরিশোধের সময় শেষ হলেও বকেয়া ২৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। এর বাইরে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বেক্সিমকো গ্রুপের নামে ছোট আকারের ঋণ রয়েছে। ইষ্টার্ণ ব্যাংকেও বেক্সিমকো গ্রুপের ঋণ রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংসের মিসাইল হচ্ছে এ দরবেশ ! স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের অর্থয়ানে এ ধরনের আরো বেশ কিছু দরবেশ আছে ,যাদের কাছে দেশ ,জাতি বা দেশপ্রেম বলতে কোনো কিছু নাই। তারা দেশকে রক্ত চোষা ড্রাকুলার মতো তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাদের কাছে গোটা দেশ ও জাতি জিম্মি হয়ে পড়েছে। সাংবাদিকদের নূন্যতম বাক স্বাধীনতা নাই। কে কথা বলবে ? কে সত্য কথা তুলে ধরবে ? দরবেশের দেশে কার এতো বড় হিম্মত ?

মেলবোর্নে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মেলবোর্ন বাংলা স্কুল ও মেলবোর্ন বাংলাদেশি কম্যুনিটি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শোক দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পালিত হয়েছে।

মেলবোর্নে বাংলা স্কুলে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের সাবেক শিক্ষার্থী, চিত্রশিল্পী হাসিনা চৌধুরী মিতার সার্বিক সহযোগিতায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা অংশ নেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে শিক্ষার্থী সুমাইয়া হকের কোরআন তেলওয়াত করেন। এরপর ভাষা শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দো,য়া করা হয়।

স্কুলের অধ্যক্ষ ও মেলবোর্ন বাংলাদেশি কম্যুনিটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোল্যা মো. রাশিদুল হক স্বাগত বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি হিসেবে মোরল্যান্ড সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলার স্যু বোল্টন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্রোডমেডোস ডিস্ট্রিক্টের লেবার পার্টির এম পির বিশেষ দূত ফিলিপ দ্য বাইস বক্তব্য রাখেন।

এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ড. মাহবুব মোল্যা, অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশ ইসলামিক কাউন্সিলের সভাপতি আবু জাফর মোহাম্মদ আলী,মেলবোর্ন বাংলাদেশি কম্যুনিটি ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা ড. মাহবুব আলম।

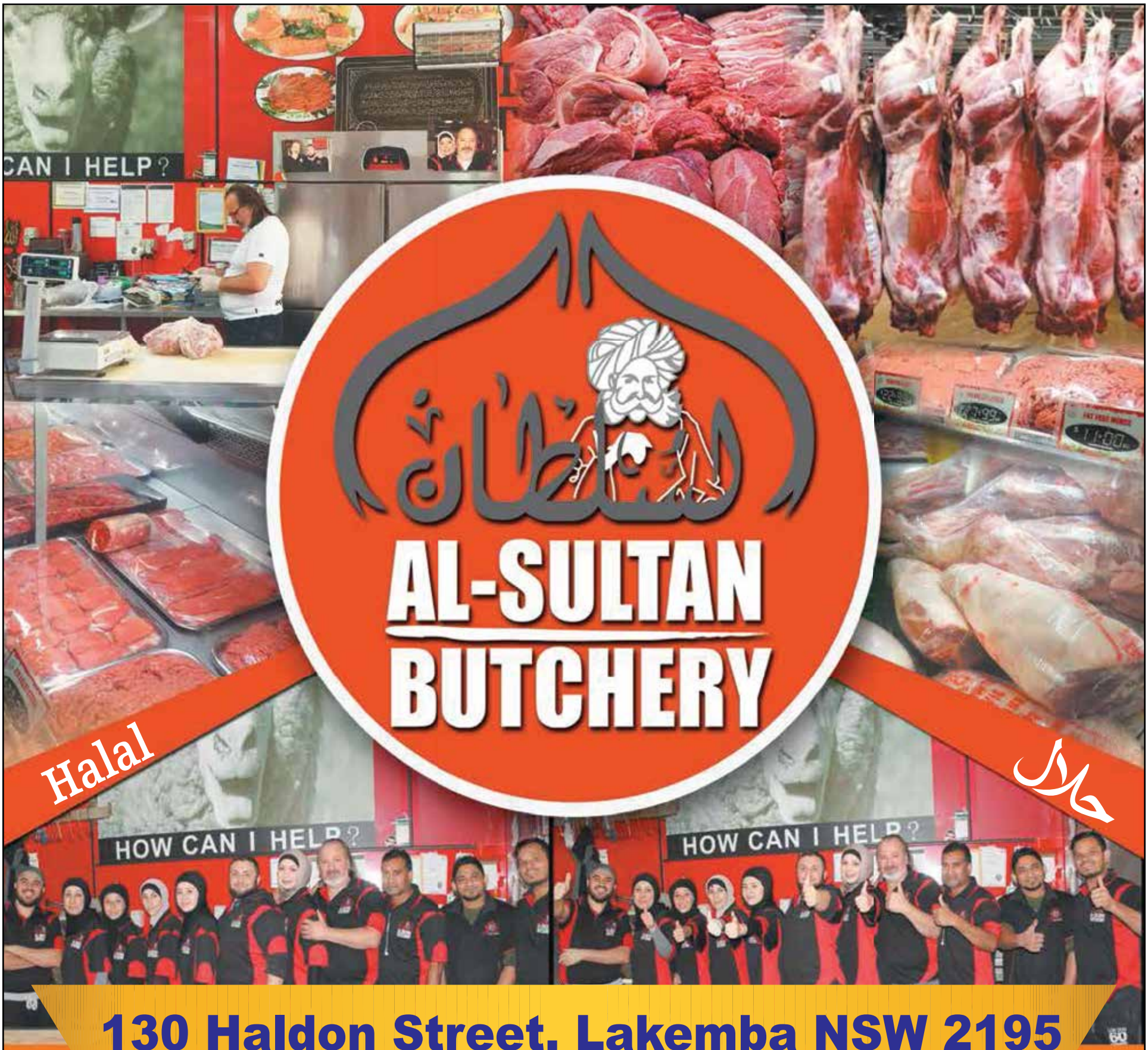

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

CRESCENT TOURS
Australia's Favourite Hajj & Umrah Company

CALL: 1300 66 20 34
Email: Enquiry@crescenttours.com.au
Website: www.crescenttours.com.au

GUIDED BY SHAIKH TAWFIQUE CHOWDHURY

UMRAH WITH TURKEY

PACKAGE INCLUSIONS:
- RETURN FLIGHTS
- TAXES & FUEL SURCHARGES
- 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MAKKAH WITH BREAKFAST OPPOSITE TO HARAM
- 5 STAR HOTEL 4 NIGHTS IN MADINAH WITH BREAKFAST 2 BLOCKS FROM HARAM
- 6 NIGHTS IN TURKEY INCLUDING NIGHTS IN ISTANBUL, BURSA & KONYA
- VISIT BLUE MOSQUE, HAGIA SOFIA, TOPKAPI MUSEUM, SULEYMANIYE MOSQUE, BOSPHORUS CRUISE, SAHABA AYUB AL-ANSARI'S TOMB AND MOSQUE IN BURSA,MEVLANA RUMI'S TOMB AND MOSQUE IN KONYA
- BREAKFAST INCLUDED IN MAKKAH & MADINAH
- BREAKFAST & DINNER INCLUDED IN TURKEY

Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah

Enquiry@crescenttours.com.au
www.crescenttours.com.au
Call Now, Australia Wide Tel No
1300 66 20 34

Accompanied by
A TOUR DIRECTOR

PACKAGE INCLUSIONS
- Flights with Etihad Airways
- Taxes & fuel surcharges
- Bonus free stopover in Abu Dhabi in a 4 Star Hotel with Return transfers & breakfast
- 4 Nights in Makkah in a 5 Star Hotel opposite to Haram
- 5 Nights in Madinah in a 5 Star Hotel, 2 blocks from Haram
- Ziarah tours in Makkah & Madinah
- Daily buffet breakfast

Book now and get a free upgrade to Hilton Hotel Madinah

ETIHAD FLIGHT FROM $500/-

SPECIAL SIDETRIPS
KARACHI, LAHORE, ISLAMABAD, HYDERABAD, DELHI ,DHAKA, JAKARTA, COLOMBO, KUALA LUMPUR,CAIRO, ISTANBUL, LONDON & LOTS MORE

শেখ তৌফিক চৌধুরী দ্বারা পরিচালিত

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

বাকশালী সরকার মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে!

মিজানুর রহমান

বাকশালের জনক শেখ মুজিবর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনাও বাবার দেখানো পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন। সেই লক্ষ্যে তিনি তার পথের প্রধান কাঁটা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আজীবন কারাগারে রাখার নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৩২টি মামলা দায়ের করেছে, যার সবকটিই ভিত্তিহীন। গত বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে বেগম খালেদা জিয়াকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সেই থেকে তিনি বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন। পুরানো ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডের পুরানো কেন্দ্রীয় কারাগারের একমাত্র কয়েদী খালেদা জিয়া।

এ ব্যাপারে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেন, খালেদা জিয়ার বয়স ৭৩ বছর, প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ অসুস্থ শরীর। একা চলতে পারেন না। আদালতে বা হাসপাতালে আনতে গেলে হুইল চেয়ারই ভরসা। তারপরও টেনে হিঁচড়ে জবরদস্তি করে আনা হচ্ছে শেখ হাসিনার নির্দেশিত ক্যাঙ্গারু কোর্টে।

রিজভী অভিযোগ করেন, প্রতিবার তাঁকে আদালত নামের কারাগারের আলো-বাতাসহীন ছোট্ট একটি রুমে এনে এক/দুই ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়। তাঁর অসুস্থতা দিনে দিনে বাড়লেও চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে না। পুরনো রোগগুলো বেড়ে গেছে। চোখেও প্রচণ্ড ব্যথা, পা ফুলে গেছে। নির্যাতন সহ্য করতে গিয়ে তাঁর পূর্বের অসুস্থতা এখন আরো গুরুতর রূপ ধারণ করেছে।

চিকিৎসক ও দলের নেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী থেকেও তার মনোবল এতটুকুও টলেনি। তবে শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন

প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রিজভী বলেন, আপনি দেয়ালের ভাষা পড়ুন। চারদিকের মানুষ চোখে মুখে কি বলছে বোঝার চেষ্টা করুন। পৃথিবীটা ক্ষণিকের। কিন্তু কর্মফল অনন্তকালের। এখনো সময় আছে। এক বছরে বহু নির্যাতন বহু কষ্ট দিয়েছেন বেগম জিয়াকে। চিকিৎসার সুযোগটুকুও দেননি। এবার বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিন।

খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন, কারামুক্ত হতে চারটি মামলায় জামিন পেতে হবে। জিয়া অরফানেজ মামলায় হাইকোর্টের ১০ বছরের সাজার রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করা হলে জামিন আবেদন করবেন তার আইনজীবীরা। চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলায় হাইকোর্টে করা আপিলের জামিন আবেদন করা হয়েছে। এ ছাড়া কুমিল্লার হত্যা মামলা ও মানহানির একটি মামলায় তার জামিন হয়নি এখনো। এসব মামলার ১৬টি অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে রয়েছে। উচ্চ আদালতে ১১টির বিচার স্থগিত আছে। আর বাকি ২০টি মামলার কোনোটিতে অভিযোগপত্র জমা পড়েছে, কোনোটি তদন্তের পর্যায়ে আছে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন বলেন, আইনের সাধারণ প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা কঠিন হবে। খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় রাজপথ উত্তপ্ত করা। যতদিন পর্যন্ত রাজপথ উত্তপ্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত খালেদা জিয়াকে আইনি প্রক্রিয়ায় জেল থেকে বের করা যাবে না। এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, আইনী প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা এইজন্য কঠিন যে, বর্তমান সরকার সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া তাকে মুক্ত করা যাবে না। রাজনৈতিক কারণেই তার বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়েছে। এই মামলাগুলোর যতটা না আইনী ভিত্তি রয়েছে, তার চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

এদিকে পরিবার, চিকিৎসক ও দলের নেতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী থেকেও তার মনোবল এতটুকুও টলেনি। তবে শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৪টি এবং আওয়ামী লীগ সরকারের গত দশ বছরে ৩২টি মামলা দায়ের হয়েছে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে। এর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) দায়ের করা ৫টি, নাশকতার ১৬টি, মানহানির ৪টি, ৩টি হত্যা, মানহানিকর বক্তব্য দেওয়ার ২টি, রাষ্ট্রদ্রোহের একটি, ভুয়া জন্মদিন পালনের একটি, সাবেক নৌমন্ত্রীর ওপর বোমা হামলার একটি, জাতীয় পতাকার অবমাননার একটি, ড্যান্ডি ডাইংয়ের অর্থঋণ আদালতে বিচারাধীন একটি এবং বিএনপির নয়াপল্টন কার্যালয়ের মালিকানা নিয়ে একটি দেওয়ানী মামলা রয়েছে সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

৭৩ বছর বয়স্ক একজন অসুস্থ মহিলাকে বিনা অপরাধে কারাগারে রেখে `বাকশালের ডিজিটাল সংস্করণ` এই ফ্যাসিস্ট সরকার ধীরে ধীরে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিএনপি এখনই যদি ঘুরে দাঁড়াতে না পারে তবে অনেক ক্ষতি হবার আশঙ্কা করছেন প্রবীণ রাজনীতিবীদগন। এখনই আন্দোলন দেয়া দরকার। একটি মাত্র আন্দোলন দরকার, সেটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন। দেশে -বিদেশে একমাত্র আন্দোলন হওয়া উচিত খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন। এ মুহূর্তে বাকি সব আন্দোলন স্তগিত রেখে তুমুল আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সেটা হবে একমাত্র বেগম জিয়ার মুক্তির আন্দোলন। দুঃখের বিষয়, দেশে ও প্রবাসে খালেদা জিয়ার মুক্তির তেমন জোরালো কোনো বক্তব্য নেই, আন্দোলন ও নেই। নেত্রীর মুক্তির আন্দোল প্রবল না হলে বিএনপিকে তার মাসুল দিতে হতে পারে।

শুনা যাচ্ছে, বিএনপির ভিতর আওয়ামী রাজাকার ঢুকে গিয়েছে। বিএনপির পিঠে নাকি আওয়ামী ভুত। কিছু সংখ্যাক তথাকথিত আওয়ামী নেতারা বিএনপির নিম্ন শ্রেণীর সুবিধাবাদী পাতি নেতাদেরকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে পকেটস্থ করে ফেলেছে। ওই সুবিধাবাদীরা তথাকথিত আওয়ামী নেতাদের সাথে চলা ফেরা -উঠা বসা, দাওয়াত খাওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এক সাথে যাওয়া অর্থাৎ সকল কার্য কলাপ এক সাথে করেন। তথাকথিত আওয়ামী নেতারা এমনভাবে তাদের ব্রেইন ওয়াশ করেছে যে তারা অসময়ের কাজ এখন করে তো আগের কাজ পরে করে। উদাহরণ সরুপ বলা যেতে পারে ,খালেদা জিয়া এখন বন্দী, তারেক রহমান নির্বাসিত। বিএনপি এখন এ মুহূর্তে বিশেষ করে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার আন্দোলন না করে তারা করে আনন্দ উচ্ছাস।

বিএনপির মুখোশে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের সুবিধাবাদীরা খালেদা জিয়ার এ দুর্দিনে মেলার আয়োজন করে, নাচ গানের ব্যবস্থা করে, ফুর্তি করে, মনে হয় যেন- বেগম জিয়াকে স্বৈরাচারী সরকার বন্দী করে রাখায় তারা আনন্দ উৎসব করছে। এ ধরনের কুচক্রীরা আর যা ই হোক বিএনপির শুভাকাঙ্খী হতে পারে না। তাই এদেরকে সনাক্ত করে রাখা প্রতিটি জাতীয়তাবাদী প্রেমীর দায়িত্ব। কারণ, এরা বিএনপির সুদিনে বিভিন্ন ধান্দা করে অর্থ কামিয়েছে, আগামীতে বিএনপির সুদিন আসলে এরাই আবার যাবে সবার আগে, বিএনপির অগ্রজ নেতাদেরকে চাটুকারিতা করে পদ ও অর্থ কমানোর ধান্দা করবে। যতদিন পর্যন্ত দলের ভিতর এ ধরনের রিজেক্ট মালগুলো থেকে যাবে, ততদিন পর্যন্ত দল সামনে এগুতে বার বার হোঁচট খাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বলছি, অনেক তো হলো এবার থামেন, একটা জায়গায় গিয়ে তো সবাইকে থামতে হয়। ইতিহাস ভুলে যাবেন না, বরং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন। ক্ষমতায় টিকে থাকতে আর কত রক্তের হলি খেলবেন? মানুষের অভিষাপ আর কত নিবেন? ইতিহাসের আস্তাকুড়ে না যেতে চাইলে এখনই সময়, খালেদা জিয়ার বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে না দেখে মানবিক দিক বিবেচনা করে তার দ্রুত উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ দ্রুত মুক্তি দিন। না হয় দেশ-জনতা আপনাকে ক্ষমা করবে না।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

CS education Bankstown

THE RIGHT TUTORING AT THE RIGHT LEVEL

OC, Selective, HSC Specialist

Sydney Best Coaching School

WEMG Course
- Writing
- English
- Mathematics
- General Ability

Supplementary Course
- Essay Writing
- Mastering General Ability
- Reading Comprehension Strategy

Trial Test Course
- Selective Trial
- OC Trial
- NAPLAN

Holiday Course

Enrol Now!!!

Ph. 02 8710 6342 M. 0477 053 053

Free Assesment Test: Monday to Saturday. Starts: 04:30pm(Booking Essencial)

Liberty Plaza, 1st Floor, Shop No 40-41
256 Chapel Rd, Bankstown NSW 2200
Email: bankstown@cseducation.com.au
www.csonlineschool.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

জালিয়াতিতে ধৃত অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের উর্ধ্বতন নেতার চাকরিচ্যুতি : কমিউনিটিতে তোলপাড়

এম এ ইউসুফ শামীম

অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশনের ভিসা জালিয়াতি প্রসঙ্গে আলোচনার রেশ যখন টাটকা, তখনই অস্ট্রেলিয়ায় আরেকজন সুপরিচিত বাংলাদেশীর আর্থিক কেলেংকারী এবং অসদাচরণজনিত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি হারানোর খবর আলোচনায় উঠে এসেছে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে। একের পর এক প্রতারণা এবং দুই নম্বারী কাজের ফলে মুষ্টিমেয় এবং চিহ্নিত কিছু মানুষের মাধ্যমে পুরো জাতিই যেন সামষ্টিকভাবে একটি প্রতারক পরিচয়ে উপস্থাপিত হতে যাচ্ছে অন্যদের কাছে।

এ দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য ঘটনায় এবার মূল নায়ক হিসেবে আছেন অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের একজন উর্ধ্বতন নেতা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পরিচয়ের বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব।

অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে তিনি সবসময় নিজেকে একজন বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুউচ্চে তুলে ধরে এসেছেন। বিভিন্ন কমিউনিটি পত্রপত্রিকাতে, এমনকি বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাতেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের বয়ান দিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করেন। এর পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অস্ট্রেলিয়া শাখার একটি ভাঙ্গা গ্রুপের অন্যতম প্রধান নেতা। সুতরাং তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও প্রবাসীরা সবসময় দেখেছে। অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন নেতা পরিচয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রী এবং সুপরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সাথে তার অন্তরঙ্গ ছবি নিয়মিতই কিছু আওয়ামী পত্রিকায় প্রকাশ হয়। বাংলাদেশের সে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের মাঝেও বেশ সদম্ভে চলাচল করে থাকেন। যদিও বেশিরভাগ আওয়ামী নেতারা তাকে গোনায় ধরেন না। অস্ট্রেলিয়ায় তার আগমন খুব বেশি দিনের নয়,উড়ে এসে জুড়ে বসা এ ধরণের ধান্দাবাজ নেতাদের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়।

কিন্তু তিনিই যে চুরি করতে গিয়ে ধরা খেয়ে গত এক বছর আগে নিজ কর্মস্থল থেকে চাকরি খুঁইয়ে অপমানজনকভাবে বিদায় হয়েছেন এবং একই সাথে পুরো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী কমিউনিটিকে কলংকিত করেছেন তা বেশিরভাগ প্রবাসীরই অজানা ছিলো। অতিসম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেটারহেডে লেখা পরিচালকের একটি চিঠি সুপ্রভাত সিডনির হস্তগত হলে তখন সুপ্রভাত সিডনি এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান করে। এতে করে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের চূড়ান্ত জালিয়াতির নথিপত্র জোগাড় হলে এ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়। উক্ত চিহ্নিত চোর ব্যক্তিটির সাথে আরো বেশ কিছু সাধু-বেশধারী চোরও জড়িত আছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের সম্পর্কেও অনুসন্ধান অব্যাহত আছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য নিয়মিতই এসে থাকে। তাদের মাঝে অনেকেই বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন পরিমাণ টাকার বৃত্তিও পেয়ে থাকে, আবার অনেকে নিজ অর্থায়নেও পড়ালেখা করে। নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটের একটি স্বনামধান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এরকম একজন পিএইচডি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই বাংলাদেশী-বংশোদ্ভুত একজন শিক্ষক বেশ বড় পরিমাণের টাকা গ্রহণ করেছিলো বলে এবার অভিযোগ উঠেছে। সূত্রমতে, ঐ শিক্ষক তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো এই টাকার বিনিময়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি মনজুর করিয়ে দেয়া হবে। এছাড়া অন্য সূত্রের কাছ থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে আর্থিক চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিদের পিএইচডি থিসিস লিখে দেয়ার এবং ডিগ্রি পেতে সহায়তা করার অভিযোগও শোনা গেছে।

সরল অর্থে,অস্ট্রেলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি অনুমোদন করিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে কমিশন বা ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন, সে অভিযোগের ঘটনা প্রকাশ পেয়ে যায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ তদন্তে ঐ আওয়ামী নেতা ঘুষ খাওয়ার ঘটনা স্বীকার করেন। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার চাকরিটি চলে যায়। অস্ট্রেলিয়ার যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠানে আর কাজ করার কোন সুযোগ না থাকাতে তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছেন এবং এই ঘটনাকে দেশের সেবা করার প্রচেষ্টা হিসেবে তুলে ধরে সবার বাহবা আদায় করছেন।

> বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে চাকরি খোয়ানো এ ব্যক্তি নিয়মিতই পত্র পত্রিকায় নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে এবং বাঙালি জাতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে কলাম লিখেন। কিন্তু এবার তার কৃতকর্ম এভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়াতে প্রবাসীদের মাঝে বিপুল আলোচনার সৃষ্টি হয়

উক্ত অসৎ এবং বিশিষ্ট আওয়ামী নেতা সম্ভবত মনে করেছিলেন অস্ট্রেলিয়াতেও বাংলাদেশের মতো যথেচ্ছা অপকর্ম করে পার পেয়ে যাওয়া যাবে। এই ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর এখন প্রশ্ন উঠেছে, তিনি আর কতো ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এভাবে কমিশন গ্রহণ করে উপরি উপার্জন চালিয়ে আসছিলেন? নিজ কর্মস্থলের এ দুই নাম্বারি ছাড়াও বাইরের আর কি কি প্রতারণা ও জালিয়াতির সাথে এসব নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতা আছে তা জানার জন্যও প্রবাসীদের অনেকে কৌতুহল প্রকাশ করছে। ইতিমধ্যেই রিয়েল এস্টেট ব্যবসা, ছাত্র ভিসা, ইমিগ্রেশন, মেলা আয়োজন ইত্যাদির আড়ালে হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধ মুদ্রা পাচারের সাথে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কিছু পরিচিত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার অভিযোগ সামনে এসেছে। সুতরাং সচেতন প্রবাসীরা প্রত্যাশা করছেন, অস্ট্রেলিয়ান আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের নজরে আসলেই কেবলমাত্র সমাজে বিশিষ্ট সেজে থাকা এসব মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা শাস্তি পেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করে চাকরি খোয়ানো এ ব্যক্তি নিয়মিতই পত্র পত্রিকায় নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে এবং বাঙালি জাতির বিভিন্ন প্রসঙ্গে কলাম লিখেন। কিন্তু এবার তার কৃতকর্ম এভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়াতে প্রবাসীদের মাঝে বিপুল আলোচনার সৃষ্টি হয়। তবে লেজকাটা শেয়াল যেরকম নির্লজ্জভাবেই তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়, সেভাবেই অপকর্মে ধৃত এই ব্যক্তি ন্যুনতম অনুতপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তার নিয়মিত কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় তিনি বর্তমানে তার অনুগত সাগরেদদের মাধ্যমে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা এবং এ প্রসঙ্গে কথা বলা মানুষদেরকে বাংলাদেশ থেকে নিবর্তনমূলক সাইবার সিকিউরিটি আইনে এবং অস্ট্রেলিয়ায় মানহানি মামলার হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অনেকেই হাস্যকৌতুকের ছলে বলছেন, অস্ট্রেলিয়ায় দাপ্তরিকভাবে বিষয়টি প্রমাণিত হওয়াতে এখানে আইনের শাসনের অধীনে তিনি সুবিধা করতে পারবেন না। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু সরকারী দলের জোর তার আছে তাই ওখানেই তাকে লম্ফঝম্ফ চালিয়ে যেতে হবে। তার অধ্যাপনার প্রসঙ্গে একজন বলেন, কোন ধরণের যোগ্যতা ছাড়াই এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের অসততা করেও যেহেতু বাংলাদেশে দলীয় পরিচয় দিয়ে অনেক কিছুই সম্ভব সেহেতু ওখানে তার বেগ পেতে হবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো রাস্তার কোণায় কোণায় গজিয়ে উঠা এ ধরণের মানহীন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোন একটিতে শিক্ষকতা করা এবং রাস্তায় চানাচুর বিক্রি করার মাঝেও কার্যত কোন তফাৎ নেই বলে কমিউনিটির অনেক সদস্য কৌতুক প্রকাশ করেন।

এদিকে সদ্য সমাপ্ত হওয়া দখলদারির নির্বাচনেও তিনি বাংলাদেশে গিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মহাসমারোহে অংশ নিয়েছেন। তাদের নিজেদের পক্ষের বর্ণনা অনুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ায় চৌর্যবৃত্তিতে ধৃত এই শিক্ষক ব্যক্তিটি বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার কাজে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি মাঠ পর্যায়ের কাজে এবং সাইবার ক্যাম্পেইনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্যমন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। যদিও তিনি খণ্ডিত এক অংশের নেতা, তথাপি নিজেকে অস্ট্রেলিয়া আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে দাবী করে এসব কর্মকাণ্ডের প্রচুর ছবিও তিনি তাদের দলীয় মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন বলে শোনা যায়।

এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ প্রবাসী নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করে বলেন, চোর এবং প্রতারক হিসেবে অস্ট্রেলিয়াতে ধরা খেয়ে মানসম্মান খোয়ালেও ঠিক একই গুণাবলীর কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ভবিষ্যতে তিনি প্রচুর সফলতা অর্জন করতে পারবেন। যদিও তার ব্যক্তিগত সাফল্যের সমস্যা না হলেও সার্বিকভাবে এ বিষয়টি প্রবাসী এবং বাংলাদেশী সকল সচেতন ও বিবেকবান মানুষের জন্যই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাংলাদেশের একটি অন্যতম রাজনৈতিক দলের উচ্চপর্যায়ের নেতার এমন কাজে জড়িত হওয়ায় সে দলটির নৈতিক মানও প্রশ্নের সম্মুখীন। অস্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে কিংবা বাইরে এ ধরণের যে কোন অপকর্ম এবং অপরাধের সাথে কোন অস্ট্রেলিয়ান নাগরিকের জড়িত থাকার বিষয়টি অবগত হলে তার যথাযথ প্রতিকারের জন্য সবাইকে অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের সাথে (Australian Federal Police: 131 444 or 1800 333 000) যোগাযোগের মাধ্যমে অবহিত করার অনুরোধ করা হলো। এছাড়াও আপনি যে কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আপনার নিজ স্টেট পুলিশ বিভাগের ক্রাইম স্টপার সার্ভিসেও রিপোর্ট করতে পারেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশ এম্বেসী জাপানে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ!

শামসুল ইসলাম খান, নাগাতাকেন, জাপান থেকে ●

আমার এ লেখা বাংলাদেশে হয়তবা কেউ প্রকাশ করবে না, তবে প্রবাসী ভুক্তভোগিদেরকে সাবধান করার জন্য কিছুটা সাহায্য করতে পারে বলে বিশ্বাস!

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোর পিছনে লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় করছে সরকার। প্রবাসে অবস্থিত প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের সেবা প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক, ব্যবসায়িক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বজায় রেখে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যই মূলত এদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও পুঁথিগতভাবে অনেক দায়িত্ব বা নীতিবাক্য লেখা থাকে, বাস্তবে তার ৪০ ভাগও যদি তারা সঠিকভাবে পালন করে থাকে তবে প্রবাসে আমাদের ভাবমূর্তি আর চোরের মতো থাকবে না বরং আরো উজ্জ্বল হবে।

একেতো দেশের পুরো ব্যবস্থাপনাই দুর্নীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, অন্যদিকে বেছে বেছে দলীয় লোকদেরকে বিভিন্ন দেশের মিশনগুলোতে পাঠাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে অযোগ্য-দুর্নীতিবাজ দলীয় লোকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এম্বেসিগুলোতে চাকরি দিয়ে পাঠাচ্ছে। জাপানেও এ ধরণের দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী আমরা।

আমার এ লেখা বাংলাদেশে হয়তোবা কেউ প্রকাশ করবে না, তবে প্রবাসী ভুক্তোভোগীদেরকে সাবধান করার জন্য হয়তো আমার এ লেখা কিছুটা সাহায্য করবে।

জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসকে ঘিরে বিভিন্ন রকম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বর্তমান রাষ্টদূত রাবাব ফাতিমা এবং কমার্শিয়াল সচিব আরিফ দূতাবাসকে অচল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এব্যাপারে বাংলাদেশ কমিউনিটি জাপানে তোলপাড় চলছে।

কমার্শিয়াল সচিবের কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং জাপানে বিজনেস কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ করে দুই দেশের বানিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করা। অভিযোগে প্রকাশ, কমার্শিয়াল সচিব আরিফ টোকিওতে বিভিন্ন দুর্নীতির কাজে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি একজন কুখ্যাত ঘড়ি চোরের সাথে সক্ষতা গড়ে তুলে প্রকাশ্যে বিভিন্ন রকম দুর্নীতিতে জড়িয়ে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করেন। অভিযোগ আছে আজ পর্যন্ত আরিফ জাপানের কোন বিজনেস কমিউনিটির সাথে মিটিং না করে মিথ্যা ভুয়া ইনভয়েস(পর্চা) বানিয়ে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, বিসনেস কমিউনিটিকে খাবারের ভুয়া বিল করে রাষ্টদূত রাবাব ফাতিমার সহযোগিতায় হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

নিরীহ বাংলাদেশী জনসাধারণ কোনো সেবার জন্য হাই কমিশনের দ্বারস্থ হলে হাই কমিশন কর্মচারীরা জনগনের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করে। কোনো জরুরি কাজের জন্য তাদের কাছে গেলেও তার কোনো গুরুত্ব দেন না। আওয়ামীলীগের অনেক নেতাকর্মীর সাথেও খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

রাবাব ফাতিমা বিভিন্ন সময় প্রবাসীদের হুমকি দেয় যে, উনি নাকি শেখ রেহেনার খুব কাছের লোক, এমনকি অনেক পুরাতন আওয়ামীলীগের নেতাদেরকে কথায় কথায় নাজেহাল করতেও ছাড়েননি তিনি। কোনো এক অলৌকিক ক্ষমতায় ওনার চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ারা পরেও দিব্যি এম্বেসিতে বসে আছেন। এ যেন মঘের মুল্লুক। দেশে আইন শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগ নিয়ে প্রবাসেও সরকারি ক্যাডাররা দেশীয় কায়দায় নিরীহ মানুষকে হয়রানি করে যাচ্ছে। এ ধরণের নাজুক পরিস্থিতি কে দেখবে? জনগণ কার কাছে বিচার দেবে?

সময় থাকতে বাংলাদেশ সরকার এ ধরনের অসৎ-অযোগ্য লোকদের লাগাম টেনে না ধরলে প্রবাসীরা একদিন হয়তো মাঠে নেমে আসবে। জাপানের জাতীয় মিডিয়াগুলোর সাথে প্রেস কনফারেন্স, জাপানের মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে অবহিত, হিউম্যান ওয়াচসহ সকল সংস্থাগুলোকে অবহিত করা, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বিস্তারিত জানানো, বিশ্বের নামি দামি মিডিয়া (আল জাজিরা, সিএনএন, বিবিসি) ইত্যাদিতে বিস্তারিত তুলে ধরতে পারে প্রবাসীরা। সেক্ষেত্রে হয়তো বিভিন্ন দেশে আমাদের মিশনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মতো হবে। কিন্তু এছাড়া আর কি করার আছে এই পরিস্থিতিতে? দেশের পঁচা সংস্কৃতি প্রবাসে কেউ চর্চা করতে চাইলে তাকে অবশ্যই বাঁধা দিতে হবে দেশের স্বার্থেই।

বাংলাদেশ সরকারের পরাষ্টো মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুরোধ অতি শ্রীঘ্রই এই আজাব থেকে জাপান প্রবাসীদের রক্ষা করুন। পাশাপাশি প্রবাসের প্রতিটি এম্বেসীকে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করুন। বাংলাদেশী ও প্রবাসীদেরকে গুনগত সেবা দেয়ার চেষ্টা করুন। হয়রানি বন্ধ করুন। অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে এম্বেসিগুলোতে আপনাদের কাজ বন্ধ করুন। প্রবাসে বেড়ে ওঠা বা প্রবাসে পড়াশুনা করা বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকে আছে, তাদেরকে কাজ দিন। দেখবেন সেবার মান নিশ্চিতভাবেই বেড়ে যাবে। দুর্নীতিও কমে যাবে।

Japanese Style

Crispy chick en	$11.90
Teriyaki chick en	$11.90
Tempura prawn	$11.90
Teriyaki Beef	$11.90
K atsu chick en	$11.90
Teriyaki Salmon	$14.00

Free miso soup or hot green tea.
Come with rice, carrot, cabbage, ginger , seaweed salad and meat of your choice

Bento Box

Teriyaki chick en Bento	$14.00
Teriyaki prawn Bento	$14.00
Teriyaki beef Bento	$14.00
K atsu chick en Bento	$14.00
Crispy chick en Bento	$14.00
Grilled salmon Bento	$15.00
Teriyaki salmon Bento	$16.00

Come with rice, meat of your choice, mix ed salad, salmon nigiri, prawn nigiri, seaweed salad, and Free miso soup or hot green tea.

Thai Chili Basil

Chick en	$15.00
Beef	$15.00

Stir -fry meat of your choice with basil, mushroom and chilli in spicy basil sauce. Come with rice and fry egg.

Thai sweet and sour chicken

$15.00 (Come with rice)

Stir -fry chick en with capsicum, mushroom, tomato, cucumber, onion and shallot.

Udon Noodle

Prawn T empura Udon	$13.00
Chick en Udon	$12.00
Beef Udon	$12.00
K atsu chick en Udon	$13.00
Kimchi Udon	$12.00

Thai Tomyum Noodle

Chick en	$13.00
Prawn	$13.00
Seafood	$15.00

Thai traditional spicy and sour soup assorted with mushroom and traditional healthy Thai herbs

Thai Tomyum Prawn $15.00 (Come with rice)

Thai Beef Noodle

$14.00

Pad Thai

Prawn	$15.00
Chick en	$12.00
Beef	$12.00

Stir -fry of rice noodles with ground peanuts, egg, garlic, bean, sprouts, carrot, shallot and mushroom.

Seafood Ramen

$14.00

Japanese Ramen with mussel meat, prawn and shrimp.

SUNSHINE SUSHI

ADDRESS
99 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Call : 02 9759 5653

HALAL FOOD

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

HWPL এর উদ্যোগে অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন

এম এ ইউসুফ শামীম

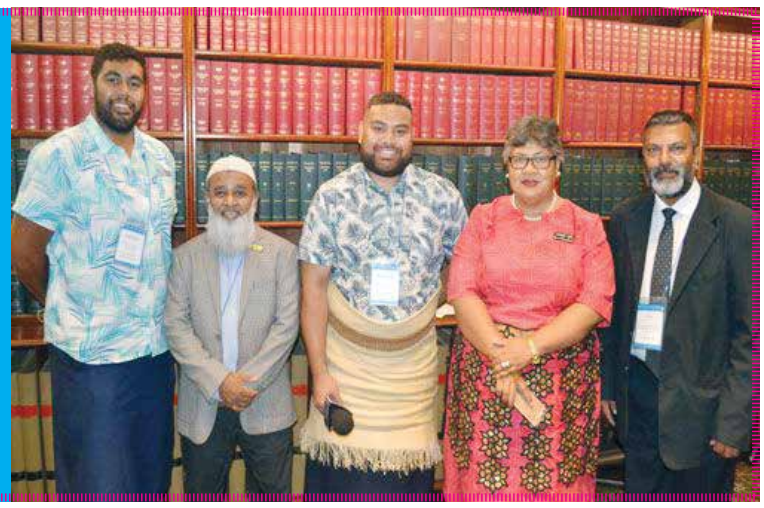

দক্ষিণ কোরিয়া ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), এ সংগঠনের নামটির বাংলা অর্থ দাঁড়ায় 'স্বর্গীয় সংস্কৃতি, বিশ্ব শান্তি এবং আলোকের পুনরুদ্ধার,। এইচডব্লিউপিএল (HWPL) বিশ্বের নানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, সামাজিক উদ্যোক্তা, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক কর্মীদেরকে নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একত্রিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে নানা দেশে শান্তির পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা Mr Lee Man-hee (৮৭)। বিশ্বব্যাপী এ সংগঠনের ১৭০ টি শাখায় এ পর্যন্ত মোট ৭০৫,০০০ জন মানুষ (২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত) এই পিস ক্যাম্পেইনে সহমত পোষন করে স্বাক্ষর করেছেন।

সংগঠনটির আন্তর্জাতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৮ -১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে তারা অস্ট্রেলিয়ায় দুদিন ব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। প্রথম দিন ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার এ সেমিনারটি ডার্লিং হারবারে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এবং দ্বিতীয় দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সিডনিতে অবস্থিত নিউ সাউথ ওয়েলস পার্লামেন্ট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। দু,দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ও আলোচনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সাবেক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, ও মন্ত্রীরা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আরো উপস্থিত ছিলেন Dr Jan Ali (Lecturer in Islamic Studies and Modernity, School of Humanities and Communication arts, Western Sydney University), Dr Rateb Jneid (President AFIC, Australian Federation of Islamic Councils), Abraham Quadan (University of Sydney, Attorney General Dept - CJC, Options Mediation Services).

Ms. Hyun Sook Yoon (IWPG Chairwoman) বলেছেন, "২১ শতকের জগতে বিশ্বের নানা মহাদেশ জুড়ে মানুষ এখন মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীর অন্য দিকের বা অন্য মহাদেশের মানুষের সাথে দেখা করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া তথ্য ও যোগাযোগের উন্নয়নের মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে রিয়েল টাইমে বিপুল পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে।

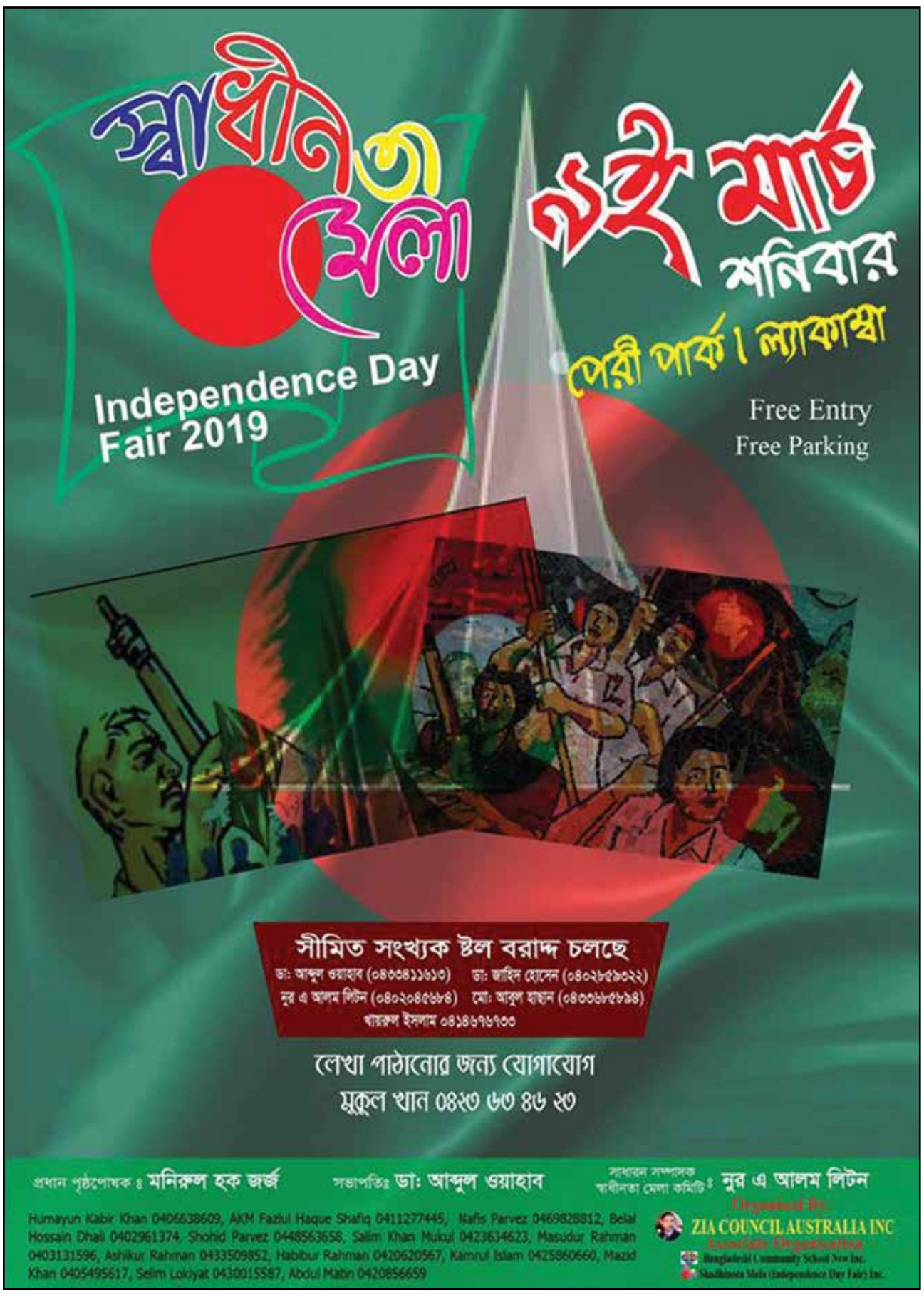

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশ গোল্ডকাপ এ Randwick Raiders Champion

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট ●

বাংলাদেশ গোল্ডকাপের ২৩তম ফাইনাল গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ কিলারা রিজার্ভ, পেনানিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১৩০ মি: থেকে শুরু করে বিকেল প্রায় ৪ টা পর্যন্ত চলে এ খেলা। খেলার পাশাপাশি ছিল বারবিকিউ,বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরণের এক্টিভিটিস। ক্রিকেট প্রেমীদেরকে সকাল থেকে সপরিবারে উপস্থিত হতে দেখা যায়।

ফাইনালে সিডনি বেঙ্গল টাইগারকে (SBT) ৮ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় Randwick Raiders। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান সংগ্রহ করে সিডনি বেঙ্গল টাইগার (SBT)। জবাবে Randwick Raiders ২১.৫ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৬৩ রান করে জয়ী হয়। সিডনি বেঙ্গল টাইগারের পক্ষে সামনুন চৌধুরী ৩৮ এবং মাহমুদুর রহমান রবিন ৩৯ রান করেন। Randwick Raiders এর পক্ষে রিফাত হোসেন ১৯ রানে ৩ উইকেট এবং আদনান কবির ১৭ রানে ২ উইকেট দখল করেন। Randwick Raiders এর অধিনায়ক জামিল হোসেন ৫২ রান করেন। এছাড়া নাইমুল ইসলাম ৪০ এবং তানজিলুর ৫৬ রান সংগ্রহ করেন। সিডনি বেঙ্গল টাইগার (SBT) এর পক্ষে ইলিয়াস বুলবুল ১টি মাত্র উইকেট দখল করেন। Randwick Raiders এর অধিনায়ক জামিল হোসেন ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য এবারও বিডি গোল্ডকাপে ২০টি দল অংশগ্রহণ করে। Cricket NSW এর Umpire সাইদ সামাদ ও তানভীর জাকারিয়া ফাইনাল ম্যাচ পরিচালনা করেনএবং ওয়ারেস কুরুনি রনি ম্যাচ অফিসিয়ালের দায়িত্ব পালন করেন। ম্যাচ শেষে বিজয়ীদের ট্রফি প্রদান করা হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে BD Cup T20 শুরু, এতে ১৬টি দল অংশগ্রহণ করবে। এবস্কার(ABSCA)'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম,বিশিষ্ট খেলোয়াড় ও প্রতিষ্টাতা সিদ্দিক চৌধুরী বাবলু ,সভাপতি মাসরুর আহসান সিয়ামের পরিচালনায় সেদিন অত্যান্ত আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় বাংলাদেশ গোল্ডকাপের ২৩তম ফাইনাল।

Perfect Furniture Removal

TRUCK

Special Service:

- Rubbish Removal eg. furniture, cupboard, bed etc.
- Short-term & long-term storagefor those going
- Interstate

* specialist in removal for house, apartment & office
* move all furniture including cupboard, bed, table, chair
* including washing machine, fridge, tv, computer, everthing
* look after all your things very well, can trust us
* stander service, friendly price
* no jobs is too big or small for us
* call for free quotation, no obligation VAN

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Delivery

Tel : 9211 4989

Mob : 0404 611 279, 0430 242 463

E-mail : artil@hotmaill.com

Brisbane Sydney Melbourne

Friendly Moving out - In
Cleaning Services

Carpet Shampoo Cleaning

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Call:
0477 064 999

STEAM CARPET SPECIALIST

* Steam Carpet and
* Shampoo Cleaning
* Moving Out Steam Carpet Cleaning

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Call :
JACKSON
0431109074

steamcarpetshampoo@gmail.com

অস্ট্রেলিয়া লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতাদের প্রেস ব্রিফিং

ফুয়াদ কবির, সুপ্রভাত সিডনি

১৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ১০ টায় স্ট্রেথফিল্ড টাউন হলে অস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টির জনপ্রিয় নেতা Hon Tony Burke, Shayne Neumann, Jason Clare, Michelle Rowland, Ed Husic MP দের এক প্রেস কনফারেন্স সম্পন্ন হয়। আসন্ন নির্বাচনে লেবার পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

লেবার পার্টির বিভিন্ন দিক তুলে বক্তব্য রাখেন hon tanya plibersek mp deputy leader of the opposition-shadow minister for education and training, তারপর বক্তব্য রাখেন hon tony burke mp shadow minister for citizenship and multicultural australia, তারপর বক্তব্য রাখেন একে একে hon shayne neumann mp shadow minister for immigration and border protection, hon michelle rowland mp shadow minister for communications, hon jason clare mp shadow minister for trade and investment, hon ed husic mp shadow minister for human services.

কমিউনিটির বিভিন্ন ভাষাভাষীর স্কুলগুলোর উপর আলোকপাত করে অনেকে বক্তব্য রাখেন। ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এ কমিউনিটি স্কুলগুলো কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ৭০০ কমিউনিটি লেঙ্গুয়েজ স্কুল, ৮০ টি ভাষায় ১০০,০০০জন ছাত্র ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের মানচিত্রে তাইতো অস্ট্রেলিয়া জায়গা করে নিয়েছে বহুজাতিক জাতি হিসেবে। সরকারি উদ্যেগে মাতৃভাষা শিখানোর তৎপরতা ও আবেগ বা প্রচেষ্টা বিশ্বের খুব কম দেশেই দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ কমিনিটির একমাত্র পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি বিগত ১০ বছর যাবৎ অস্ট্রেলিয়ার মূল ধারার রাজনৈতিক নেতাদের খুব কাছাকাছি যাবার সুযোগে এ যাবৎ বিভিন্ন ধরনের অনুষ্টান প্রচার করেছে, এ জন্য সুপ্রভাত সিডনিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

গ্রীক কল্প কাহিনীর হিরো হারকিউলিস এখন বাংলাদেশে!

এম এ ইউসুফ শামীম ●

যে দেশে আইন নেই, যে দেশে কোন আইনের শাসন নেই সে দেশে এখন হারকিউলিসের আবির্ভাব! প্রায় প্রতি দিন বাংলাদেশের কোথাও না কোথাও শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা গণ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে! সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই! নেই সঠিক প্রতিকারের কোন প্রচেষ্টা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চরম ব্যর্থতা, এ অবস্থায় কতটুকু ভূমিকা রাখছে? অন্যদিকে নির্লজ্জ ভোট চোর সরকার এ নপুংসক আইন শৃংখলা বাহিনীকে নাকি তাদের কৃত কর্মের জন্য পুরস্কৃত করছে! ছি ---ছি ----ছি ! লজ্জা-শরম বলতেও যেন কিছু নেই।

আইন হাতে তুলে নিয়ে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড কোনো সুস্থ মানুষের কাম্য নয়। হয়তো শীঘ্রই এ হারকিউলিস পাকড়াও হবে! অথবা হয়তো হবে না, যদি সর্ষের মাঝেই ভুত থাকে। কিন্তু তাতে কি বাংলাদেশে ধর্ষণের এ মহামারী বন্ধ হবে? হারকিউলিস যাবে হয়তোবা এরপরে মাসুদ রানা আসবে। মাসুদ রানা গেলে রবিন হুড আসবে। এ ভাবে হয়তোবা একের পর এক আসবে যাবে। সরকার যদি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় তবে আরো কত অসহায় প্রাণ ঝরে যাবে কে জানে ?

আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কতো কিছু পারে!! আইনের হাত অনেক বড়! ইত্যাদি শুনে একসময় মনে হয়েছিল আসলে সত্যি! কিন্তু এখন দেখছি পুরো মিথ্যার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। যেমন সরকার -তেমনি তার প্রশাসন! এ যেন হবু চন্দ্র রাজা তার গবু চন্দ্র মন্ত্রী এবং উদ্ভট প্রজাদের দেশ! সরকার কেন বার বার আইনের শাসন প্রণয়নে শত ভাগ ব্যর্থ হচ্ছে? কারা বা কোন শক্তি দেশের ভিতর এ ধরণের অপকর্ম করে যাচ্ছে? সরকারের মদদে এ ধরণের অপকর্ম হচ্ছে, তা এখনি বলতে চাইনা। তবে কারা জড়িত? কেন ধর্ষকের সাজা মৃত্যু দন্ড হবে না?

একদিকে সরকার গণধর্ষণ দমন করতে চরমভাবে ব্যর্থ অন্যদিকে তার মন্ত্রী দিপু মনি নবম/দশম শ্রেণীর গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বইয়ে মেয়েদের শরীরের আকর্ষণীয় অঙ্গ নিয়ে আলোচনায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করছে যৌন নিপীড়নে! সরকারের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী, প্রশাসন, উপদেষ্টা এরা যদি সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত এবং অপ্রকৃতিস্থ না থাকে তবে আমরা আশা করবো তারা এ সমস্যাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করে অচিরেই গণধর্ষণ সহ এসব অপরাধের মহামারী বন্ধ করে জনগণকে অন্তত নিরাপদে ঘুমানোর নিশ্চয়তাটুকু দেবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের শহীদ দিবস পালন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট ●

ভাষা শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে ১৭ ফেব্রুয়ারি সিডনির অ্যাশফিল্ড পার্কে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তার আগে প্রভাতফেরি বের হয়।

একুশের আয়োজনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সদস্য শাহাদাত রিয়াদ,আশিকুর রহমান ও মোস্তাফিজুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সদস্য অভিজিৎ বড়ুয়া ও আলী আসগর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালমনাই এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শাহাদত রিয়াদ স্বাক্ষরিত এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

FOR SALE

THAI RESTURANT FOR SALE IN INGLEBURN CBD

First time in the Market

Including 457 VISA Approval until 2022

10 Years in same Brand

Only Halal Thai Restaurant in this region

Low Rent (Direct from owner)

Very good location and plenty of parking with backdoor access

Open kitchen with 50 seating capacity

Genuine buyer, Please call: 0433 213 566

Copy Right Protected
SUPROVAT SYDNEY

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

প্রবাসের বিয়ে ও সংস্কৃতিঃ অস্ট্রেলিয়া বনাম ব্রুনাই

১ম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে লালন পালন আর প্রবাসে লালন পালনের ভিতর অনেক তফাৎ এটা আমরা সবাই বুঝি। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধনীর আদুরে ছেলে মেয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ধারীকেও প্রবাসে খুব সাধারণ ভাবে বেড়ে উঠা ছেলে মেয়েরা স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। এর পেছনে অনেক অনেক যুক্তি আছে। বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা যদি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডায় জন্ম নেয়। তবে তার যে ব্যতিক্রম নেই, তা নয়। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডার মতো দেশগুলোতে জন্ম নেয়া বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত ছেলে মেয়েরা যে সবসময় নিজেদের মতো বিয়ে করে তা ও নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা বাবা মায়ের পছন্দ মতোই বিয়ে করে থাকে। তবে কেন ছেলে মেয়েরা দেশে গিয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়না, এ কথার উত্তর খুঁজতে অনেক ছেলে মেয়েদেরকে প্রশ্ন করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে অনেকে অনেক ভাবে উত্তর দিয়েছে যার সারাংশ দাঁড়ায়, বাংলাদেশের পশ্চাদপদ রীতিনীতি, সামাজিকতার বাহুল্য, পারিপার্শিকতা ও শঠতা তাদেরকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশে অল্প সময়ের জন্য বেড়াতে যেতে পছন্দ করে তবে বিয়ে করতে নয়। অনেক বাবা মা এ নিয়ে হতাশ। অনেক বাবা মা ছেলে মেয়েদেরকে কিছু না বলে অবকাশ যাপনের কথা বলে নিয়ে যায় এবং তারপর বিয়ে করার জন্য চাপ দেয়। সন্তানদের জন্য তখন এটা ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ছেলে মেয়ে বাংলাদেশ থেকে এ অবস্থায় পালিয়ে পর্যন্ত এসেছে।

প্রবাসে জন্ম নেয়া বাংলাদেশী ছেলে মেয়েরা অনেকেই বাংলা ঠিক মতো গুছিয়ে বলতে পারে না। আবার অল্প টুকটাক বাংলা হয়তো অনেকে বলতে পারে, কিন্তু তারা বাংলা পড়তে পারেনা মোটেও। আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করিনা কিন্তু বাস্তবতা হলো দৈনন্দিন জীবনের যোগাযোগে এবং সম্পর্কে ভাষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান।

অনেক ছেলে মেয়েরা অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ঘুষ খায়। পুরো দেশ ও সমাজ যেন দুর্নীতিতে মোহাবিষ্ট। এ ধরণের ঘুষখোর বা দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সমাজে বিয়ে করতে তারা নারাজ। প্রবাসে বেশির ভাগ মানুষ কর্ম জীবনে কষ্ট করেই উপার্জন করছে যা নাকি বাংলাদেশের তথাকথিত সহজ উপায়ে উপার্জন থেকে অনেক কম। কিন্তু তারপরও প্রবাসের মূল্য বেশি যার কারণ হলো প্রবাসে প্রায় প্রতিটি মানুষ সৎ ভাবে কাজ করে। তার পাশাপাশি তারা যে কাজই করুক না কেন সবসময়েই সামাজিক মানসম্মান ও মানবিক মর্যাদার সাথেই উপার্জন করে শান্তিতে ঘুমুতে পারে। কথায় কথায় মিথ্যা, বানোয়াট, ভুয়া কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে হয়না। এ ধরনের নানাবিধ কারনে আমাদেরই ছেলে মেয়েরা আমাদের সোনার বাংলায় গিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত নয়।

দেশের পরিস্থিতি কোনো একদিন ভালো হলে হয়তো বিষয়টা অন্যরকম হবে। কারণ

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ধনীর আদুরে ছেলে মেয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ধারীকেও প্রবাসে খুব সাধারণ ভাবে বেড়ে উঠা ছেলে মেয়েরা স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি নয়। এর পেছনে অনেক অনেক যুক্তি আছে। বিশেষ করে ছেলে মেয়েরা যদি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডায় জন্ম নেয়

প্রবাসে জন্ম নেয়া প্রতিটি ছেলে মেয়ে খুব সচেতন, প্রতিনিয়ত তারা বাংলাদেশসহ বিশ্বের লেটেস্ট খবর রাখে। তাছাড়া স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মক্ষত্রে গিয়েও অনেক সময় তাদেরকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় দেশের কুকর্মের সংবাদে। বিভিন্ন মিডিয়ায় বাংলাদেশের রকমারি কুকর্ম দেখে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মক্ষেত্রের সহপাঠীরা তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকে যা নাকি আমাদের ছেলে মেয়েদের কাছে কোনো ভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। দেশের জন্য যে লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে মাঝে মাঝে পড়তে হয় তাতে করে আমাদের মতো প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরাই মুখ দেখাতে পারিনা, সেখানে মানসিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের উপর যে চাপ পড়ার কথা তার ভার আরো অনেক বেশি।

যা হোক, আমাদের ছেলে মেয়েদের ভবিষৎ আমাদেরকেই দেখতে হবে, দেশে বা প্রবাসে। প্রতিটি মা বাবার কাছে তাদের সন্তান অতি মূল্যবান সম্পদ। ছেলে মেয়ে যত বড়ই হোক না কেন, মা বাবার কাছে তারা খোকা-খুকুই থেকে যায়। প্রতিটি বাবা মা আশা করেন তাদের ছেলে মেয়েরা প্রকৃত মানুষ হবে,সময়মতো বিয়ে করবে, সংসার করবে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ছেলে মেয়ে বিয়ে দেয়াটা বরং অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ সেখানে হাজারো পছন্দ থাকে। আত্মীয় স্বজন থাকে, আরো অনেক বাড়তি সুযোগ-সুবিধা থাকে যা নাকি প্রবাসে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়না।

এর ফলে অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট এবং অনেক প্রচেষ্টায় প্রবাসে একেকটি সেটেল্ড মেরিজ সম্পন্ন হয়। ছেলে মেয়ে দু,পক্ষকেই সমান মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। ত্যাগ, কষ্ট এবং অনেক প্রচেষ্টার পরে যা মিলে তার আনন্দ আর সহজে কোনো কিছু পাবার আনন্দের মাঝে তফাৎ থাকেই। প্রবাসেও বিয়ে থেমে নেই। সারা বিশ্বে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিয়ে হচ্ছে।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটিতে এরকমই একটি অনন্যসাধারণ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। বরের নাম একরাম হোসেন আলভী, তার বাবা শাহাদাত হোসেন রতন। ছেলে মালয়েশিয়ার কাটিন ইউনিভার্সিটি থেকে বিবিএ পাশ করে অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলার পাশ করে সিডনির ডুন সাইডে বসবাস করেন। ছেলের বাবা মা স্থায়ীভাবে থাকেন ব্রুনাই। বাবা প্রকৌশলী ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহাদাত হোসেন রতন ব্রুনাইতে দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন ধরনের হাই প্রোফাইল বিজনেসের সাথে জড়িত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে তিনি এক নামে সকলের খুব পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব।

কনে জেরিন হোসেন খান, সিডনির ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি থেকে হিউম্যান রিসোর্স বিষয়ে ব্যাচেলার করে ব্ল্যাকটাউনে চার ভাই বোন এবং বাবা মায়ের সাথে তার বসবাস।

মেয়ের বাবা অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে স্থায়ী ভাবে প্রায় তিন যুগ সময় ধরে বসবাসরত একজন সমাজ সেবক ও কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত ও প্রবীণ একজন নেতা দেলোয়ার হোসেন খান। তার স্নেহের ছোট মেয়ে জেরিনের বিয়েতে তিনি আয়োজন করেছিলেন আন্তর্জাতিক মানের এক রিসিপশন অনুষ্ঠানের। কনের বাবা-মা দেলোয়ার হোসেন খান ও লুবনা খান এ বিয়ের প্রথম রিসিপশনের আয়োজন করেছিলেন ওলংগনের অত্যন্ত নয়নাভিরাম এক পরিবেশে। সমুদ্র ও পাহাড় বেষ্টিত রিসিপশন হলরুমটি ছিল খুবই আকর্ষনীয়। পরবর্তীতে বরের বাবা শাহাদাত হোসেন রতন ব্রুনাইতে আয়োজন করেন আরেকটি রিসিপশন অনুষ্ঠানের। সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আনন্দময় এক পরিবেশের এ অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়া থেকে সামাজিক সংগঠন 'বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া,র(BSCA) সম্মানিত নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই থেকে হাই প্রোফাইল ব্যবসায়ী, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, সমাজ সেবক এবং স্থানীয় নাগরিকরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাই এর একজন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এবং আরো অনেক মান্যগণ্য সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরাও।

অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া,র সম্মানিত নেতৃবৃন্দদের মাঝে ব্রুনাই সফরে গিয়ে এ রিসিপেশনে উপস্থিত ছিলেন শামসুদ্দোহা খান নান্টু, দেলোয়ার খান, হোসেইন আরজু, আরিফ রহমান, জামিল হোসেন ও মিসেস জামিল হোসেন এবং এম এ ইউসুফ শামীম। বাংলাদেশ থেকে উপস্থিত ছিলেন শেখ রাসেল ক্লাবের বিশিষ্ট নেতা রুমেল শেখ ইকবাল খোকন ও নুসরাত ইকবাল। এছাড়াও মালয়েশিয়া থেকে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক অতি পরিচিত মুখ শহিদুল ইসলাম ও নীলিমা ইসলাম।

বাংলাদেশ কমিউনিটির ব্রুনাই এর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী জসিম ও তার পরিবারের আতিথেয়তা বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়া,র সকল নেতৃবৃন্দদের মনে থাকবে অনেক দিন।

ব্রুনাইতে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করে বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অব অস্ট্রেলিয়ার নেতৃবৃন্দ মালয়েশিয়া বাংলাদেশ কমিউনিটির আমন্ত্রণে মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়ায় থাকাকালীন সময়ে তারা স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময় করেন। এছাড়াও তাদেরকে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শহীদুল ইসলাম ও নীলিমা ইসলাম। তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা দেশের বাইরে আবারও যেন দেশের হৃদ্যতার স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

মৃত্যু

চিত্ত রঞ্জন গিরি

অন্তলীন এক ছায়া- ধীরে ধীরে বয়ে যায়
গোপন শুন্যতায়- বংশ পরম্পরায়।
এরই ফাঁকে বেঁধেনেয়- যখন তখন ঘুনধরা বাসা।
শস্যের ক্ষেত জরাজীর্ণ হয়!
হেমন্তে নিঃশব্দে খসে পড়ে পাতা
শুন্যতার সকরুণ চোখে-মরমে গুমরী জলাশয়।
ঝরাপাতা অশ্রুঝরিয়ে- কখনো কি রুখতে পেরেছে
চিরন্তন- গোগ্রাসী বলিরেখা?
খেলাঘরেই জাগে, এভাবেই- হঠাৎ হঠাৎ, শুন্যতারই হতাশা!
ধূ-ধূ কৃষ্ণগহ্বরের উজানীটান- চিরকাল আঁকে
বিদীর্ণ শুন্যতার অশ্রুমোচঢ়িয় অন্তরাগ।
এ এক নিঃশব্দ বায়ু- ধূপের আগুনের মত
ধীরে ধীরে হয় ক্ষয়।
ভীনদেশী রাজকন্যার-এক সময় উড়ন্ত ওড়না
খাঁ-খাঁ মরুভূমির উপত্যকায় নেয়
ধূ -ধূ বালুচরের আশ্রয়!
বিবর্তনের সন্ধিক্ষণে ইতিহাসই লেখে তার জয় পরাজয়।
পথ কখনো, পথ থেকে- যায় সরে
দুরন্ত চিল- মাংসপিণ্ড নেয় কেটে
রক্তের স্বাদ যে পেয়েছে একবার
শিরা উপশিরায় ঢেউ- ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
মনোবীনারটানে অধিক সহস্রবার!
পাখি যেতে চায়, দূরে-বহুদূরে
নীল আকাশ- জ্যোৎস্নার পথ ধরে
অলিখ সুখের বীজ- শাখাপ্রশাখার মায়াজাল
তারায় তারায় নৈসর্গিক মায়ায়
সব মুছে একদিন অমৃত বার্তা শোনায়।
ক্যাকটাস কি পেরেছে- পর্ণমোচি হয়েও
দিগন্ত সমুদ্রে সাঁতরে সাঁতরে
দাঁড়ি কমা ছেদ এড়াতে?
বৈশল্যকরনি আজ অ্যাপেনডিক্স
বিবর্তনের চেনা অচেনায়
ডুব দিতে চায়- নিঃসঙ্গতায় হারাতে।
গোধূলি কি দেখেছে রাত্রির নিঃসঙ্গতা
নাকি শুধুই কল্পনা
সাঁকো নড়বড়ে হলে- জ্যোৎস্নার রঙ মুছে যায়
তখন তুমি আমি সবাই- পৃথিবীর হা পিত্যেশ
জীর্ণ নদীর আলপনা!
অতৃপ্তির বদ হজম- তবুও খাদ্যের মধ্যে
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে- শস্যের দীর্ঘশ্বাস
বর্ণদ্যুতির শৃঙ্খল যায় ভেঙে
ইহলোক পরলোক ডাকে আয় আয়
ষড়রিপুতে জাগে ঝঞ্ঝাট উদ্ভট নাভিশ্বাস!
গাঙচিলের সোনালী অতৃপ্তি স্বপ্ন
মেঘভাঙা রোদ্দুরে আঁকে- বিষম অভিসম্পাত
ধীরে ধীরে বিলিন হয়, এই ভাবেই- জন্ম জন্মান্তর
কাব্যলালিত্যের ধারাপাত!

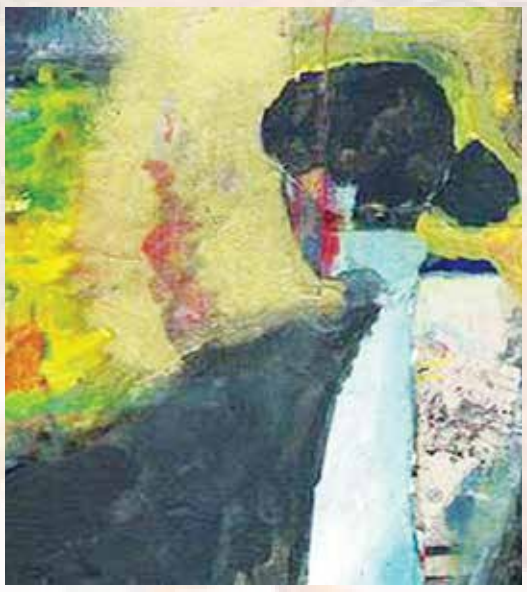

জোট প্রতিবিম্ব

সুজান মিঠি

ধুলো কেটে বসানো প্রতিবিম্ব
কাটারির মত চোখ নাক মুখ,
লম্ব উষ্ণতায় ঠোঁট শিহরিত
দুরু দুরু কাঁপে জোলো বুক।{{more}}
একরাশ সমুদ্র ঢুকে পরে আচমকা
গায়ে গায়ে ধুলোরা ভিজে,
গলে যাওয়া স্রোত ভারী হয়
স্তূপ এঁকে বয়ে যায় নিজে।
একফালি ধুলো হয় পথ
প্রতিবিম্ব এরপর জোট,
ধুলোরা হয় শক্ত প্রজার স্তূপ
দৃঢ়তায় দাঁত চেপা ঠোঁট।

ফিরিস্তি

অর্ণব গরাই

শীতের সকালে ঘুম ভাঙা চোখে কম্বল ছেড়েছুড়ে দিয়ে,
গিন্নি আমার আদেশ দিলেন, আসতে হবে বাজার নিয়ে।
ব্যাজার মুখে ভাবছি তখন, ধুৎ তেরি এই জীবন,
কি কুক্ষণে করতে গেলাম বিয়ে, না করলেই বৃন্দাবন!
নাচতো রাধা সকাল সন্ধ্যে, সাত মন তেল পুড়িয়ে,
বিরিয়ানী কাবাব খেতাম, আমি হৃদয়খানা জুড়িয়ে।
কষ্ট যতই হোক না কেন, যেতেই হবে বাজার যখন
ফিরিস্তিখানা ধরিয়ে হাতে আদেশ হয়- আনতে হবে মার্টন।
ফিরিস্তির লিষ্টি দেখে বলবো কি দাদা, জল এসে যায় চোখে;
(বিশ্বাস করুন এ লিষ্টি দেখলে পরে, আপনিও জড়াবেন আমাকে বুকে)
মাস মাইনেই কেরাণীর চাকরি, গিন্নি ভাবেন অফিসার
টমেটো কেজি দেড়েক, ফুলকপি গোটা চার দরকার।
পমফ্রেট ইলিশে যদি হতেন ক্ষান্ত, বুঝতাম ঠিক আছে তাও,
চিকেনও নাকি লাগবে, কিলো দুই আনতে হবে সেটাও।
ইন্ডিয়া গেটে হবে না কো, লালকেলা চাল চাই প্যাকেট দুই,
ভালো মতো মাছ পেলে নিতে হবে পাকা দেখে রুই।
এতো কিছু সহ্য করেও বাজারের দিকে যেই পা বাড়ালাম
গিন্নি বলেন চেঁচিয়ে- নিয়ে এসো মটরশুটি আর ক্যাপসিকাম।
মৃদু হেসে আমি বলি আছে যদি আরো কিছু বলে ফেলো তাড়াতাড়ি,
মুচকি হেসে গিন্নি বলেন- মধুর দোকান থেকে নিয়ে এসো রাবড়ী।
পকেটে মাত্র তখন হাজার খানেক, এ টাকা নয় যথেষ্ট,
(লিষ্টির চোটে ঘুরছে মাথা, কাটেনি তখনও তার রেশতো)
এটিএম থেকে টাকা তুলে বাজারে দিলাম হানা,
বেজে ওঠে মুঠোফোন, ভালো দেখে নিয়ে এসো জল ছাড়া ছানা।
ছানা নয় ছানাবড়া, চোখে জল আসে একলা একান্তে,
তখনও না জানি আরও কত কিছু বাকী আনতে?
ভয়ে ভয়ে বাজার সারি তড়িঘড়ি, বেজে ওঠে যদি ফোন,
বুকের বামদিকে চলেছে বেজে দেড়হাজারী ইলিশের রিংটোন।
কিনে ফেলি চটপট আলু পটল ভালো দেখে দেশী সিম,
ওপার থেকে ভেসে আসে গিন্নির গলা, এনো বাপু হাসের ডিম।
ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি- গিন্নি শ্রাদ্ধ তো নয় আমার কেন তবে এত ব্যঞ্জন?
আহ মলো যা! জানো না কি আসবে বাপের বাড়ীর সব লোকজন।
দেখো যেন আয়োজনে হয়না কোন খামতি, তাহলে দেবো গলায় দড়ি,
আমি বলি আহা বাছা! তুমি থাকো আমি যায়, এবার তোমার পায়ে পড়ি।।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

একুশে ফেব্রুয়ারি

রেজাউল করিম রোমেল

একুশে ফেব্রুয়ারি...
আমরা ভুলিনি, ভুলতে পারিনি
ভুলতে পারবো না।
কি করে ভুলি বলো?
এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে
নেমেছিল বাঙালি জনতা।
শহীদ হলেন রফিক, জব্বার,
ছালাম,বরকতসহ আরো অনেকে।
কি করে ভুলি বলো?

মায়ের চোখ

নাসির উদ্দিন

আমি সে চোখের কথা বলছি-
যে চোখে আছে কেবল স্নেহ, দয়া, মায়া আর মমতা।
শতকসুর করেও পাতকী যেথা সহজে ছাড় পায়।
চাতকপাখির ন্যায় যে চোখ সদা চেয়ে থাকে –
স্নেহের অপত্যের দিকে।
খেয়াল রাখে অতন্দ্র প্রহরীর মতো,
কোনো বিপদ ধেয়ে আসছে কি না-
কলিজাসম আদরের সেই অপত্যের দিকে।
আমি এমন চোখের কথা বলছি-
যে চোখে নেই কোনো হিংসা,দ্বেষ আর খলতা।
যে চোখে নেই নিষ্ঠুরতা আর কপটতা,
আছে কেবল পাহাড়সম ভালোবাসা।
আর তা হলো সেই চোখ,
যেই চোখ মাকে দান করেছেন বিশ্ব বিধাতা।

উঠান

অশেষ কমল গোস্বামী

খুঁজে বেড়াই-
কাজে ও অকাজে।
কচিকাঁচাদের খিলখিল হাসির সাথে
মা-মাসিদের রোদে চাল শুকানো" ভেজা চুল ও

এখনো কি কেউ বিউলির বড়ি দেয় রোদে?

কাঁচা মাটির ঘর দিয়ে ঘেরা
গোবরের সোঁদা গন্ধ মাখা সেই উঠান।

বাবা কাকার তুমুল তর্কে" টান টান উত্তেজনায়
জল ঢেলে দিত-
বড় পিসির খেতে বসার ডাক।
মা বলতেন হেসে-
আগে কে প্রধানমন্ত্রী হবে ঠিক হোক
তারপর তো খাওয়া!

বুঝতাম না কিছুই। তবু কেন জানিনা
বড় ভালো লাগত সে সব
ভয় বলে কোন শব্দই
ছিল না কোথাও"
কিম্বা ছিল হয়তো" ঢাকা দেওয়া
ঠাকুমার পানের কৌটায়!

একদিন বড় হয়ে গেলাম সবাই
অমনোযোগের সুযোগ নিয়ে
উঠান টাও গেল উবে।

এখনো কি ভোরে লাল হয়
পুরনো তেঁতুল গাছের মাথা?

বড়পিসি আর জল ঢালে না সব তর্কে।

সকাল আর সন্ধ্যাগুলো
কেমন যেন চুপচাপ" শুনশান সব
টিভিতে কারা যেন বসে রোজ-
সেই তুমুল তর্ক" টানটান উত্তেজনা
কিন্তু তেমন আর ভালো লাগে কই!

মন কেবল খুঁজে বেড়ায়
কাজে ও অকাজে
স্বপ্নে ও বাস্তবে
সেই পুরনো উঠান টা
যেখানে মা মাসিরা ভেজা চুলে
চাল শুকোতেন রোদে...।

বই পড়ো

মুহাম্মদ জাবেদ আলী

খোকনের মাতামাতি
পাখি হবে রাতারাতি,
মেলবে সে ডানা
কোথায় পেলো পাখা?
প্রজাপতির রঙ মাখা
উড়তে নেই মানা।
ঐ যায় উড়ে উড়ে
তারাদের দেশ ঘুরে
চাঁদের কাছে,
উড়ে যায় দূরে যায়
সাত সমুদ্দুরে যায়
বকেদের পাছে।
মা বলেন, যেতে পারো
যেথা খুশি আরো আরো
যদি পড় বই,
বই পড়ে ঘোরা যায়
যেথা খুশি ওড়া যায়
খোকা পড়ে ওই।

জেগে উঠি আমি

শুভজিৎ বোস

সভ্যতা উলঙ্গ হয়েছে
নগ্নতা বাসা বেঁধেছে জনৈক শরীরে,
কামরাঙা সমাজ ঈশান কোনে উড়িয়েছে কালো পতাকা,
উদ্ধত যৌবন ক্রোধের বারুদ মাখছে পৃথিবীর গায়ে।
পৃথিবীর পথ ধরে নামাঙ্কিত হচ্ছে হত্যার পাঠশালা,
গর্ভবতী মায়ের কোলে এলিয়ান শিশু কাঁদছে,
বুকটা হু হু করে ওঠে!
কিশোর বেলার কাঠামোজুড়ে বিষাক্ত তরলের ফোয়ারা,
লজ্জা দিয়ে বসনহীনা নারীর যৌবন ঢাকা যায় না!
ছেঁড়াফাঁটা চেতনায় খতম হয় ভঙ্গুর মানবিকতা,
আগুন সংস্কৃতি মাড়িয়ে চলে পলাশি ফুটপাত,
চিতার কাঠামোয় আগুন জ্বালে সভ্য রাজপথ।
অমৃত বসন্তের মাঝে অস্ত্র ফেলে রাখে কালোপুরুষ,
উড়ে যায় স্নেহ, পুড়ে যায় স্নেহ, ক্ষুব্ধ বাতাস খুন করে বিস্তৃত শপথ,
নিলাম হয় পিতৃ-পুরুষের পরিচয়,
জেগে উঠি আমি, জেগে ওঠে মুষ্টিযুদ্ধের হাত।

দাদন

সৌগত চ্যাটার্জি

নীলকর দেখিনি তবে এখনো দাদন নি।
বিনিময়ে ফুসফুসে অশ্লীল হাওয়া
শ্বাস নিচ্ছে নামতা গুনে গুনে।
এসবে আর কি আসে যায়।
পঙ্গু হয়েছে সকাল, স্টেশন বসে থাকে
রাম বা রসুলের নামে।
মস্তিষ্ক বদ নথি গন্ধে ভরপুর।
দেরি নেই দুপুর নামতে।
শরীরের কব্জা সব মরচে পড়লেও
পেয়াদা তৈরী সঙ্গে ঘোড়া।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

বাঁধনপুরের বাকি ইতিহাস

আহমদ রাজু

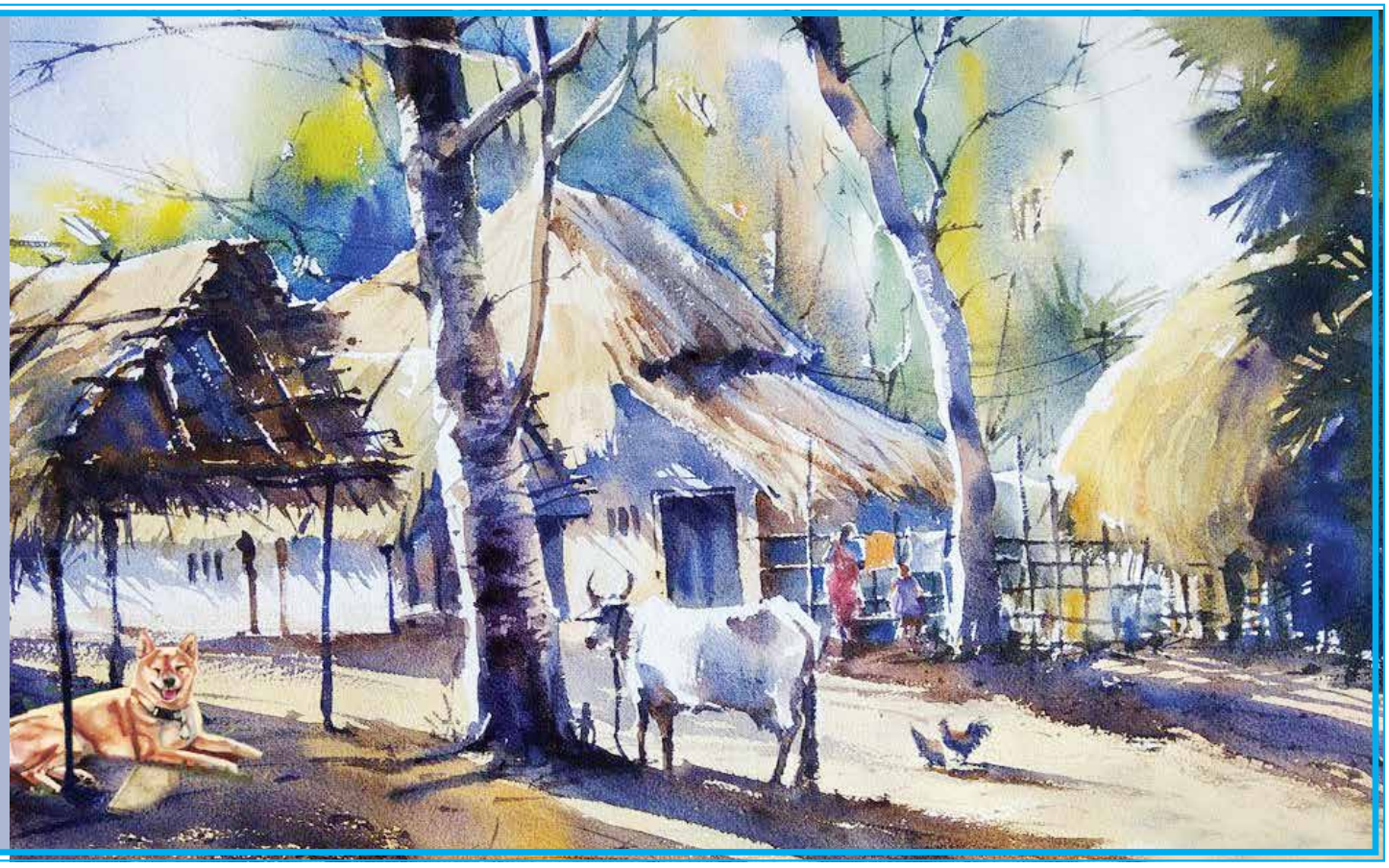

`কি যে করিসনা ভাই; আমি আর পারিনা। কত করে বললাম, বলটা ওদিকে মারিস না; তারপরও মারলি। এখন যা, বলটা তুই নিয়ে আয়।, শাড়ীর আঁচল দিয়ে চশমার গ্লাস মুছতে মুছতে কথাটি বলল বৃদ্ধা তনুশ্রী।

দাদীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল শুভ্র। বলল, `আমি পারবো না; তুমি আনো।,

`আমি আনবো কেন? ফেললিতো তুই।, শুভ্র দাদীর পিঠ ধরে ঠেলা দিয়ে বলল, `আনোনা দাদী, ওখানে তেলাপোকা আছেযে।,

`বা রে শালা, নিজে তেলাপোকার ভয়ে যেতে ভয় পাচ্ছিস, তাহলে আমাকে বলছিস কেন?,

`তুমি না বড়।,

`আমি পারবো না যা।,

`না আনলে কিন্তু আব্বুকে বলে দেবো।,

`আচ্ছা ঠিক আছে, আব্বুকে আর বলতে হবে না; আনছি।, বৃদ্ধা তনুশ্রী যায় বাড়ির পেছনের পরিত্যক্ত ঘরের দিকে; যেখানে শুভ্র,র বল পড়েছে। ঘরের সামনে যেয়ে চারিদিকে চোখ বোলায় সে।

তিনতলা ভবনের পেছনের এই ছোট্ট ঘরটা অনেক বছর এভাবে পড়ে আছে। পারতো পক্ষে কেউ আসে না এখানে। সাপ, ব্যাঙ আর আরশোলাদের নিরাপদ আস্তানা। অথচ বাঁধনপুরে একসময় এই ঘরটাই সবচেয়ে সুন্দর আর আকর্ষণীয় ছিল। মাত্র ক,বছর হলো ঘরটাকে পেছনে ফেলে সামনে নতুন ভবন তৈরী করা হয়েছে। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার এই ঘরের সাথে, যা এখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে। যৌবনের অনেকটা দিন কেটেছে স্বামীর সাথে এই ঘরে, এই বারান্দায়। সে অন্তত পঞ্চান্ন/ষাট বছরতো হবেই। দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘরের প্রশস্ত বারান্দা অনেক শখ করে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে তার স্বামী বানিয়েছিল। যাতে তার সন্তান অভয় ছুটে বেড়াতে পারে বারান্দা জুড়ে।

জ্যৈষ্ঠের এক আমপাকা দুপুরে জীবনের মোড় ঘুরে যায়। যেদিন জানতে পারে তার স্বামী বিভাস অন্য একজনের স্বামী-অন্য একজনের জীবন পুরুষ। দাম্পত্য কলহ-বিবাদে তছনছ হয়ে যায় সব। বিভাস একদিন চলে যায় বাড়ি থেকে। তারপর আর ফিরে আসেনি। তনুশ্রী তখন ভেবেছিল বিভাস তার বিদেশী স্ত্রীর কাছে চলে গেছে। তার ধারণায় চীড় ধরে, বছর দশেক আগে; যেদিন সংবাদপত্রের পাতায় দেখেছিল `বটের ছায়ায় স্বভাব কবি বিভাসের জীবনাবসান, শিরোনামের সংবাদটি। সংবাদটি পড়ে তনুশ্রীর মন ডুকরে কেঁদে উঠলেও তাকে একনজর দেখার ইচ্ছা মনে জাগেনি পুরোনো ঘৃণা-পুরোনো ব্যথায়।

সংবাদপত্রে অবশ্য লিখেছিল, "জীবনের অনেকটা সময় এই বুড়ো বটের সাথে অতিবাহিত করেছে কবি। বটগাছ যেভাবে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু কবি নেই। কে এই কবি, কোথা থেকে এসেছে কেউ জানে না। এলাকাবাসী বেওয়ারিশ হিসাবে সৎকার করে কবির মৃতদেহ।„

সংবাদপত্রে ছবি দেখেই তনুশ্রী চিনতে পারে স্বামীকে। তাহলে কী সে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছিল দেশে? শেষ বয়সে তার বিদেশী স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিল না? যেখানে মারা যায় সেখানেই নাকি অনেক বছর কাটিয়েছে। তাহলে.....! বেশি কিছু আর ভাবতে চেষ্টা করেনি সেদিন। আর ভেবেইবা কি হবে? এমন একটা খারাপ মানুষের কথা না ভেবে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকাও লাভ। মনে মনে ভেবেছিল তনুশ্রী।

ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে গেছে অনেক আগেই। মাকড়সার জালে তৈরী হয়েছে নতুন পর্দা। তনুশ্রী হাতের লাঠি দিয়ে মাকড়সার জাল সরিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করে। সকালের উজ্জ্বল আলো ভাঙা জানালা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ঘর। ঘরের কোনায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা বইয়ের আলমারি। উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে তার অনেকটা। পাশেই উঁইপোকার ডিবি। ভাঙা মেঝের ধুলার ভেতর একটা কুকুর ঘুমিয়ে ছিল। তনুশ্রীর পায়ের শব্দে সে জেগে উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাকি দেয়। ক্ষণেক অপলক তাকিয়ে থেকে ধীর পায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। তনুশ্রীর চোখ যায় সেদিকে। দেখেই বোঝা যায় বেশিদিন হয়নি কুকুরটা মাটি খুঁড়েছে। অগ্রহায়ণের শেষ; সম্ভবত বাচ্চা দেবে এখানে। খালি চোখে ভাল না দেখা গেলেও চশমা পরা থাকলে নিকটের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়না তার। মাটির ভেতর একটা ছাঁইরঙের কাগজ উঁকি মারতে দেখে এগিয়ে যায় সেদিকে। হাতের লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে উঠাবার চেষ্টা করে। উঠে না। সে উৎসুক চোখ নিয়ে উবুড় হয়ে বসে হাত দিয়ে মাটি সরিয়ে বের করে আনে একটা বই। তার বইয়ের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আজ কেন জানি সে আগ্রহের সাথে বইটা হাতে তুলে নেয়। দক্ষিণ কোনায় পড়ে থাকা শুভ্র,র বল আর বইটি নিয়ে ফিরে আসে শুভ্র,র কাছে।

শুভ্র এবার ক্লাস এইটে পড়ে। পড়াশুনায় বেশ ভাল। হোষ্টেলে থেকে লেখাপড়া করলেও ফাইনাল পরীক্ষার পর বাড়ি এসেছে। সে দাদীর হাতে ধুলোমাখা বই দেখে প্রশ্ন করে, `তুমি বল আনতে যেয়ে বই নিয়ে চলে এসেছো?,

শুভ্র,র দিকে বইটা বাড়িয়ে দিয়ে তনুশ্রী বলল, `দেখতো ভাই কি বই এটা।, শুভ্র বইটা হাতে নিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে বলল, `এটাতো বই না দাদী।,

`তাহলে?, প্রশ্ন তনুশ্রীর।

`একটা ডায়েরী মনে হচ্ছে।,

`কার ডায়েরী? নাম লেখা নেই?,

`আছে। কিন্তু নামটা পড়া যাচ্ছে না। কালিটা লেপ্টে গেছে। কোন রকম প্রথম অক্ষরটাই বোঝা যাচ্ছে।,

`কি অক্ষর সেটা?,

`বি না সি; কি যেন...,

বিভাস ডায়েরী লিখতো সেটা তনুশ্রী জানতো। তার বুঝতে বাকি থাকে না। এতদিন সে ভেবে এসেছে, হয়তো বিভাস যাবার সময় ডায়েরিটা নিয়েই গেছে। তনুশ্রী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে শুভ্রকে বলল, `দেখতো ভিতরে সব লেখা ঠিক আছে কি না?,

শুভ্র ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখে বলল, `হ্যাঁ ভেতরেতো সবই ঠিক আছে। প্রথম পাতায় লেখা, `আঠারোই আগষ্ঠ উনিশ,শ বত্রিশ। আমি তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি.....,

বুকের মাঝে ঝনাৎ করে ওঠে তনুশ্রীর। এযে বিভাসের ডায়েরী! এতদিন-এতবছর পর বিভাসের ডায়েরী তার হাতে! নিজের অজান্তে চোখে জল এসে যায় তার।

শুভ্র তনুশ্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, `দাদী তোমার চোখে জল?,

চশমা খুলে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, `নাতো দাদুভাই। মনে হয় ভাঙা ঘর থেকে কিছু একটা চোখে পড়েছে। তুই এখন একা একা খেলা কর। আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম। দে ডায়েরীটা দে।,

শুভ্রর হাত থেকে ডায়েরীটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায় তনুশ্রী। সে দরজা বন্ধ করে চেয়ারে যেয়ে বসে। অজানা আশায় ডায়েরীটা মেলে ধরে সামনে। প্রথম পাতায় লেখা-

`আঠারোই আগষ্ঠ উনিশ,শ বত্রিশ।

ছুটির দিন। সকালে বাজারের জগা মাধবের চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলাম। পাশের টেবিলে এসে বসে পণ্ডিত মুকুন্দ বিহারী। আমাকে দেখে সে বলল, "আরে বিভাসযে, কি খবর; লেখালেখি কেমন চলছে?„

আমার চোখ যায় পণ্ডিত মুকুন্দ বিহারীর দিকে। আমি পণ্ডিতকে প্রশ্ন করি, "কেমন আছেন পণ্ডিত মশায়?„

"ভাল। তোমার লেখালেখি কেমন চলছে? নতুন কোন লেখা শেষ হয়েছে নাকি?„

"গত অক্টোবরে একটা গল্প শেষ করলাম। একটা কাগজে ছাপাও হয়েছে।„

-"তাই নাকি? নতুন কোন লেখায় হাত দাওনি?„

"আসলে চাকুরীর ঝামেলায় ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছু সম্ভব হয় না।„

"চাকুরীর দোহাই দিয়ে লাভ নেই কবি। আসলে তুমিতো পৃথিবীর অনেক কিছুই জানো না। বাইরের জগৎটা সরাসরি উপলব্ধি করতে শেখো। শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কি লিখবে তুমি? আর তাতে বাস্তবতা-ইবা তুলে আনবে কেমন করে?„

"আপনি ঠিকই বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমার আসলে অনেক কিছু দেখা হয়নি।„

"শোন; গল্প জীবনের একটা অংশ। সংসারের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনাকে তোমার কলমের আঁচড়ে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই দেখবে সুন্দর একটা গল্প হয়ে গেছে। একটা জীবনের গল্প লেখ। কে জানে, হয়তো সেই একটা গল্পই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে যুগ যুগ।„

পণ্ডিত মশায়ের কথাগুলো মনের কোনে দাগ কাটে আমার। আমি পরিকল্পনা করি একটা বিশেষ চরিত্র তৈরী করার। যে চরিত্র আমার সংসারে এনে দেবে অশান্তি। সেই অশান্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবো আমি নিজেই। একটা সার্থক গল্প লিখতে হলে সংসারের অশান্তির আগুনে জ্বলে পোড়ার চেয়ে আর ভাল পন্থা আমি খুঁজে পাইনি। কারণ বিখ্যাত লেখক তলস্তয়ের পারিবারিক সুখহীনতা অবশ্য কোন গোপন ব্যাপার নয়। তিনি নিজেই এ নিয়ে বিস্তর লিখে গেছেন। তলস্তয় ভক্তদের ধারণা, বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ ও অপরিচিত এক রেলষ্টেশনে প্রবল রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁর স্ত্রী। টাকা টাকা করে তিনি তলস্তয়ের মাথা খেয়ে ফেলেছিলেন। সে কারণেই সব ছেড়েছুড়ে বৃদ্ধ তাপস অবশেষে গৃহ ত্যাগ করেন।

একুশে আগষ্ঠ উনিশ,শ বত্রিশ।

চরিত্র তৈরী করবো বললেতো আর হবে না। তার জন্যে চাই তথ্য-প্রমাণ। এ ব্যাপারে আমার অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু রিয়াজের কাছে চিঠি লিখি। সে বর্তমানে দিনাজপুরে একটা কারখানার হিসাব রক্ষক। রিয়াজ বরাবরই আমার গল্পের ভক্ত। আর প্রিয় লেখককে তার লেখায় সহযোগিতা করাকে ভাগ্যবান বলে মনে করে সে। রিয়াজ আমাকে লেখে, তার ওখানে যাবার জন্যে। সেখানে দু,জনে বসে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করলেও অফিস চলে সরকারী নিয়মে। সম্পর্ক ভাল হবার কারণে ছুটি নিতেও অসুবিধা হয়না।

পনেরই সেপ্টেম্বর উনিশ,শ বত্রিশ।

দিনাজপুর যাবার জন্যে রাত আটটায় ছেলের কপালে চুমু দিয়ে তনুর কাছ থেকে বিদায় নিই। ট্রেন নয়টায়। ঘর থেকে বের হবার সময় তনু আমাকে বার বার বলে, "ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করো, বন্ধুর ওখানে যেয়ে যেন বেশি রাত জেগে লেখালেখি করোনা। আর পৌঁছে আমাকে টেলিগ্রাম করো ইত্যাদি ইত্যাদি।„

সতেরই সেপ্টেম্বর উনিশ,শ বত্রিশ।

রিয়াজ আমার টেলিগ্রাম পেয়ে ষ্টেশনে এসে বসে ছিল আরো দুই ঘন্টা আগে। নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘন্টা পর ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছালেও রিয়াজের চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়নি। সে আমাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। আমরা দু,জনে অন্তরঙ্গ বন্ধু অথচ আপনা আপনি সম্বোধন করি বরাবরই।

রিয়াজ বলল, "আপনি আসার আগেই আমি খানিকটা কাজ এগিয়ে রেখেছি।„

আমি চোখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি কাজ?„

"এক ষ্টুডিওর মালিকের সাথে আমার বেশ ভাল সম্পর্ক। তাকে বলেছি একটা মেয়ের বেশ কিছু ছবি দেবার জন্যে। সে রাজি হয়েছে।„

"সত্যি বলছেন?„ বিস্ময়বোধক প্রশ্ন আমার।

"সত্যি মানে! অবশ্যই সত্যি। কোন ছবি দেবে তাও আমাকে দেখিয়েছে। বিভিন্ন লোকেশানে তোলা অনেকগুলি ছবি। মেয়েটা দেখতে ভাল। একসময় যেয়ে ছবিগুলো আনা যাবে।„

আমি বললাম, "আজ আনলে হয় না?„

"আরে না। পরে যাওয়া যাবে। চলেন; আপনার ভাবী আবার খাবার নিয়ে বসে আছে।„

আঠারোই সেপ্টেম্বর উনিশ,শ বত্রিশ।

আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই; ছবিগুলো নিয়ে দু,দিন পরে ফিরবো। ছবিগুলি আমার দুই-তিনজন বন্ধুকে দেখালেই হবে। বলবো, মেয়েটার নাম নৈনিতা। লণ্ডনে থাকে। সেখানেই বড় হয়েছে। লেখালেখির মাধ্যমে পরিচয়। সে দেশে এসেছিল, আমি গিয়েছিলাম তার সাথে দেখা করতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

একুশে সেপ্টেম্বর উনিশ,শ বত্রিশ।

বাড়িতে এসে বন্ধু রূপক আর কৈলাসকে নৈনিতার কথা বলি। বলি ভাললাগার কথা, ঘুরে বেড়াবার কথা, স্বপ্নের জাল বোনার কথা। তারা আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করে আমার এই প্রেম-ভাললাগাকে। প্রথম প্রথম তাদের বিশ্বাস হয় না। কিন্তু যখন দেখে দু,তিনদিন পরপর নৈনিতার কাছে চিঠি লিখছি তখন আর বিশ্বাস না করার কিছু থাকে না।

(১৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

(১৮ পৃষ্ঠার পর)

ছাব্বিশে জুন উনিশ,শ তেত্রিশ।
দিন যতই পার হয় ততই নৈনিতাকে নিয়ে বন্ধু মহলে আগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর তা হবেইবা না কেন? আমি ইদানিং তিন মাসে অন্তত একবার দিনাজপুরে যাই। রূপক আর কৈলাষকে বলি- নৈনিতা দেশে আসায় আমাকে যেতে হচ্ছে। রূপক আর কৈলাষের সাথে যে কথাই হোকনা কেন তনুর কান পর্যন্ত সেকথা পৌঁছায়নি এখনও।

বাইশে সেপ্টেম্বর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
এমনি করে দুই বছর পার হয়ে যায়। শীতের শেষ প্রায়। হয়তো আর দশ-পনের দিন থাকতে পারে। তারপর প্রচণ্ড গরমে হাঁফিয়ে উঠবে বাংলার প্রকৃতি।
সকালে চায়ের দোকানে বসেছিলাম আমি আর রূপক। বিস্কুটে একটা কামড় বসিয়ে রূপক প্রশ্ন করে, "অনেকদিনতো হলো, নৈনিতা বিয়ে সাদির কথা কিছু বলছে কিনা?„
আমি উত্তর দিই। "বিয়েতো কবেই হয়ে গেছে। সেতো দেড় বছর গত হলো।„
আমার এমন কথায় রূপক যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলল, "কি বলিস! আমার বিশ্বাস হয় না।„
বললাম, "অনেক সময় অনেককিছু বিশ্বাস করতে হয় না।„
"সে ঠিক আছে। কিন্তু.....?„
রূপককে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, "কোন কিন্তু নেই। আমি আগে ফিরে আসি তারপর সব জানতে পারবি।„

দশই অক্টোবর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
আমি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। যাবার সময় বন্ধুদের যথা নিয়মে বলে যাই, "নৈনিতা হঠাৎ দেশে আসায় আমাকে বাধ্য হয়েই যেতে হচ্ছে।„
রিয়াজ ষ্টেশনে এসে আমাকে নিয়ে যায় তার বাসায়। সে গত সপ্তায় নতুন বাসায় উঠেছে।
রিয়াজের এক ছেলে; দেখতে মিষ্টি। বয়স দেড় বছর। শেষবার যখন আমি গিয়েছিলাম তখন রিয়াজের স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে বাবার বাড়িতে ছিল। তখন তাদের সাথে দেখা হয়নি। আমি দ্বিতীয়বার আসার মাত্র ক,দিন আগে তারা বাসায় ফিরেছে।
অফিসে কাজ থাকায় রিয়াজের কোথাও বের হবার সুযোগ হয় না। আমি তার অফিসে সারাদিন বসে বসে চা পান করি আর পত্রিকা পড়ি। কি করবো; কিছুই করার নেই।

তেরই অক্টোবর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
ভাবীর হাতের ডালপুরির লোভ আমার বরাবরই। বিকেলে সেই লোভনীয় ডালপুরি আর চা খাবার সময় রিয়াজ বলল, "আপনার কাছেতো ক্যামেরা আছে। আমার আর ছেলের একটা ছবি তুলে দেন। পরে আসার সময় ওয়াশ করে নিয়ে আসবেন।„
আমি ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে ছবি তুলি। রিয়াজ বলল, "আপনি দাঁড়ান আমি আপনার একটা ছবি তুলবো।„ আমি আর আপত্তি করি না। বললাম, "ঠিক আছে ভাইপো আর আমি একসাথে তুলবো।„ আমি খাটের ওপর বসে রিয়াজের ছেলেকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরি। রিয়াজ ক্যামেরায় ক্লিক করে, এক দুই তিন।
তেইশে নভেম্বর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
কোলে বাচ্চাসহ আমার ছবি দেখে বন্ধু মহলে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। রূপক আর কৈলাসের মুখ দেখে বুঝতে পারি তারা হয়তো মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে যেভাবে হোক এ পথ থেকে ফেরাবে। হয়তো তনুকে আমার অজান্তে সব কথা খুলে বলবে এবং বলেও তাই। আমার কাছের বন্ধুদের মুখে এই কথাগুলো শুনে প্রথমে তনুর অবিশ্বাস হলেও কিছু কিছু কথায় বিশ্বাস করতেই হয় তাকে।
নিজেকে প্রথমে পৃথিবীর একজন অসহায় মানুষ বলে মনে হয় তনুর। এতকাল যাকে বিশ্বাস করে মাথার মুকুট করে রেখেছিল সেই আমি তলে তলে অন্য একজন মেয়েকে.....। কিছুই ভাবতে পারে না সে। তাহলে বাড়ির পাশের জষ্টি জগার বউদের সাথে তার তফাৎ কোথায়? মনে মনে ভাবে তনু। ঘরের ভেতর অনেকক্ষণ একলা বসে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে সে। যা তাকে একনজর দেখেই বোঝা যায়।
নয়ই ডিসেম্বর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
আমি তখন সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই কানে আসে, "নৈনিতাকে যদি তুমি সত্যিই বিয়ে করে থাকো তাহলে বলো, আমি তোমাকে কিছুই বলবো না। শুধু আমার ছেলেকে নিয়ে যেদিকে দু,চোখ যায় চলে যাবো।„ অঝোর ধারায় কাঁদতে কাঁদতে কথাটি বলল তনু।
ঘরে ঢুকতেই স্ত্রীর মুখে এমন অনাকাঙ্খিত কথা আশা করিনি। বিস্ময় বোধ চোখে এঁকে বললাম, "তার মানে!„
তনু কান্না থামিয়ে কিঞ্চিৎ হেসে বলল, "কিছুই বুঝতে পারছোনা না? আমার কাছে লুকালে কি হবে, আমি সবকিছু জেনে গেছি। আমি তোমাকে কি দিতে পারিনি? আমার কীসের কম আছে বলো?„ দু,হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আবারো কেঁদে ওঠে সে।, লেখাগুলো পড়ে তনুশ্রী ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার চোখ জলে ভরে যায়। এতো তাকে নিয়েই লেখা! সে ফিরে যায় পুরোনো দিনের স্মৃতির বন্দরে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবারো পড়তে শুরু করে।
"কী হচ্ছে এসব? আমি কি করেছি?„ প্রশ্ন আমার।
"তুমি কি করো নি সেটা বলো? নৈনিতার সাথে তোমার কিসের সম্পর্ক?„ প্রশ্ন তনুর।
"আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।„ ছাটখাট উত্তর আমার।
"সম্পর্ক নেই বললেই হলো; যদি সম্পর্ক না-ই থাকবে তাহলে তার কাছে নিয়মিত চিঠি লেখ কেন? কেন তার সাথে একসাথে ছবি তোলো। কেন সে দেশে আসলে ছুটে যাও দিনাজপুরে।„ কথা শেষ করতে পারে না। বাতাসে জানালার পর্দা ওড়ার কারণে তনুর চোখ যায় সেদিকে। সে খাট থেকে নেমে জানালা- দরজা বন্ধ করে দেয়। যাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথা পাশের বাড়ির কেউ শুনতে না পারে। হয়তো সে মনে মনে ভেবে রেখেছিল; আমি বাড়ি ফিরলে ঘরের দরজা বন্ধ করে আমার কাছে জিজ্ঞেস করবে কথাগুলো। কিন্তু তার সে কথা রাখতে পারেনি। আমাকে দেখে দরজা বন্ধ করার কথা ভুলে যায়।
আমি নিশ্চুপ থাকি। তনুর এসব প্রশ্নের কোন উত্তর আমার জানা নেই। তনুর মনের অবস্থা দেখে আমি মনে মনে খুশি হলেও নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়। কী দরকার এমন একটা পাগলামো করার? একটা গল্প লিখতে যেয়ে আর একটা গল্পের জন্ম নেবে তা আমি কল্পনাও করিনি।

পনেরই ডিসেম্বর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
দিনে দিনে বিশ্রি একটা পরিবেশ সৃষ্টি হতে চলেছে; তাতে আমার লেখালেখি-ই বন্ধ হয়ে গেছে।
আমার বিশ্বাস বন্ধুদের আমি যা বলবো তাই তারা বিশ্বাস করবে। সেই বিশ্বাসের মাত্রা যে এত ভয়ংঙ্কর হবে তা মনে আসেনি। তবে যাই হোক, শরৎচন্দ্রের দেবদাস চরিত্রের মতো আমার নৈনিতা যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এর জন্যে নিজেকে সার্থক মানুষ বলে মনে হয়। আমি যা মনে মনে কামনা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটতে চলেছে।

উঠতে বসতে নৈনিতার কথা তনুর মুখে। টেলিগ্রাম করেছিল কিনা? তাকে চিঠি লিখেছো কিনা? কবে আসছে দেশে? তুমি কবে যাচ্ছো ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি নিজেকে আর সামলাতে পারি না। কি করবো বুঝে উঠতে পারি না।

উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশ,শ পঁয়ত্রিশ।
সকাল ন,টায় অফিস। বাড়ি থেকে বের হবো এমন সময় তনু বলল, "এত সকালে বের হচ্ছো, নৈনিতা এসেছে বুঝি?„
তনুর মুখে এমন কথায় আমার কি বলা উচিৎ তা জানি না। আমি কোন কথা বলি না; নিশ্চুপ বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে।
আমি জানি তনু আমাকে ভিষণ ভালবাসে। নয়তো কেন সে এত ভাববে আমাকে নিয়ে। আসলে তার জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে চায় না। হয়তো প্রতিমুহূর্ত তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমি অন্য এক মেয়েকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি বিভিন্ন পার্কে- কফি হাউজে।
ক,দিনের মধ্যেই সংসারের প্রতি সকল মায়া মমতা উবে যায় তনুর। তার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এই সংসার? সংসারের কর্তাই যদি এমন করতে পারে; তাহলে ছেলে নিয়ে কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে সে?

পহেলা জানুয়ারি উনিশ,শ ছত্রিশ।
দিন যতই বাড়তে থাকে ততই ঘটনাটা ফুঁলে ফেঁপে মোটা হতে থাকে। একেবারে আঙুল ফুলে বটগাছ। আমাদের সংসারে অশান্তি বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয়ে গেছে বেশ আগেই। এখন সে অশান্তি নিয়মমাফিক চলছে। আমি মনে মনে ভাবি, কি চেয়েছিলাম, আর কি হলো! চাওয়ার চেয়ে পাওয়াটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছে করলেও আমার কিছু করার নেই। যদি বলি ঘটনাটা মিথ্যা; তাহলে কেউই বিশ্বাস করবে না। নৈনিতা বলে যে আসলে কেউ নেই একথা বলার ইচ্ছা হয় না আমার। সংসারে অশান্তি যতই বাড়–ক; নিজে যতই অপমানিত- ধিক্কারের সম্মুখিন হই; তবুও নৈনিতা বেঁচে থাকুক।

দশই জানুয়ারি উনিশ,শ ছত্রিশ।
আমি যখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরি তখন রাত দশটা। ঘরে ঢুকতেই তনুর প্রশ্ন, "এত রাত হলো কেন বাড়ি ফিরতে?„
আমি কোন কথা বলি না। নিশ্চুপ কাপড় ছাড়তে থাকি।
তনু রাগান্বিত স্বরে বলে ওঠে, "কই বললেনাতো দেরি হলো কেন?„
অভয় বসেছিল খাটের ওপর। আমি অভয়কে কোলে নিতে নিতে বললাম, "অফিসে কাজ থাকলেতো দেরি হবেই।„
তনু মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল, "নিশ্চয় নৈনিতার সাথে টেলিফোনে কথা বলছিলে?„
আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, "তোমার ঐ বিষয় ছাড়া আর কোন কথা নেই?„
"সারাদিন যে কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়, সেই কথা ছাড়া আর কোনো কথা কি তোমাকে বলতে পারি?„
আমি হাত জোড় করে বলি, "অনেক হয়েছে, দয়া করে এখন বাদ দাও। আমি শান্তি চাই।„
"ও; এই শান্তির জন্যেই বুঝি এক বিদেশীকে বিয়ে করেছো?„
"এসব কথা বাদ দেওয়া যায় না?„
"বাদ দেবো না তাতো বলছি না। তবে সত্যি কথাটা বলতে অসুবিধা কোথায়?„
"কোন কথা?„
"ঐ যে, নৈনিতাকে বিয়ে করেছো কি না?„
"তোমাকে কতবার বলবো, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, নেই।„
তনু চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "আমারতো বিশ্বাস হয় না।„
আমি রাগ সামলে রাখতে পারলাম না। উত্তেজিত হয়ে বললাম, "তুমি বিশ্বাস না করলে আমার কিছু করার নেই। তুমি যা ভেবে শান্তি পাও, তাই ভাবো।„
"আমি কিছুই ভাবতে চাই না। কিন্তু লোকে যখন বলে তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না।„
"লোকের কথা-ই বড় হলো, আমার কথার কোন মূল্য নেই?„
"মূল্য নেই তাতো বলছি না। কিন্তু.....।„ আপাতত শান্ত হয় তনু। চোখ মুছতে মুছতে বলল, "আসলে আমার জায়গায় অন্য কেউ তা আমি কখনও ভাবতেও পারি না। তোমার ভাগ আমি কাউকে দিতে পারবো না বিভাস।„

এগারোই মার্চ উনিশ,শ ছত্রিশ
বাড়িতে যতক্ষণ থাকি তার অধিকাংশ সময় কথা হয় নৈনিতা সম্পর্কে। বাইরেও একই অবস্থা। আমার বন্ধু ও একটু অন্তরঙ্গভাবে যাদের সাথে মিশি তাদের কাছে নৈনিতা একটা কেন্দ্রীয় চরিত্রে রূপ নিয়েছে মাত্র ক,মাসেই।

তেরই মার্চ উনিশ,শ ছত্রিশ।
আজ বিকেলে যখন রূপকের সাথে দেখা হয়, আগে পাছে কোন কথা না বলেই সে আমাকে প্রশ্ন করে, "নৈনিতা কি আমাদের তনু ভাবীর চেয়েও সুন্দরী?„
প্রশ্নটা শুনে আমি কিছু একটা বলতে যাবো; এমন সময় অপরিচিত একজন লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। মনে মন ভাবি; রূপক হয়তো আমার মুখের কথা শুনে কাউকে স্বাক্ষী করার চেষ্টা করছে। হয়তো অপরিচিত একজনকে স্বাক্ষী বানিয়ে তনুর কাছে যেয়ে আমার মুখে বলা সব কথা বলে তাকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করবে।
আমার মুখ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে রূপক আবারো বলল, "কই বললিনাতো কে বেশি সুন্দরী? নৈনিতা নাকি তনু ভাবী?„
মুচকি হেসে বললাম, "মাথা খারাপ! কোথায় তনু আর কোথায় নৈনিতা? নৈনিতা হোক বিদেশী; তাতে কী, তনুর চেয়ে সুন্দরী হবারতো প্রশ্নই আসেনা।„
হেসে ওঠে রূপক। বলল, "সত্যি কথাটা ভাবীর সাথে বললে কী হয়? অন্তত যা হোক; একবারই মিটে যাওয়া ভালো। তা না হলে এই কষ্ট তোর আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।„
আমি মনে মনে ভাবি, বিষয়টা আর বাড়ানো ঠিক হবে না। সত্যি কথা প্রকাশ করে দেব। রূপককে উদ্দেশ্যে করে বললাম, "তুই ভুল করছিস। আমি আসলে তোদের এতদিন মিথ্যা কথা বলে.....„
আমার কথা শেষ না হতেই রূপক বলল, "যদি তাই হয় তাহলে তোর নিয়মিত দিনাজপুরে যাওয়া কি মিথ্যা? নৈনিতাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, পার্কে যাওয়া মিথ্যা? ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ছবি তোলা মিথ্যা? আমাকে বলা এতদিনের কথাও মিথ্যা?„
আমি নরম সুরে বললাম, "হ্যা মিথ্যা; সব মিথ্যা। স্রেফ একটা গল্প।„
রূপক মুখে তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে বলল, "সবাইকে ভূগোল পড়াতে পারিস- আমাকে কোনদিন পারবি না। সব ঘটনা জেনে ফেলেছি বলে এখন বলছিস সাজানো গল্প।„

ছাব্বিশে মার্চ উনিশ,শ ছত্রিশ।
আমি কোনভাবেই কাউকে বিশ্বাস করাতে পারিনা নৈনিতা আসলে আমার একটা সাজানো গল্পের নায়িকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার পক্ষে কাউকে বিশ্বাস করানো সম্ভব হয়নি আজ অবধি। যখনই কোন কথা হয় তখন উঠে আসে নৈনিতার কথা। আমার ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত আমি মানসিক বিকারগ্রস্ত একজন মানুষে পরিণত না হই! আর সেটা যদি হয় তাহলে আমার সন্তান? কি হবে তার? সে কি আর কখনও ভাঙা ভাঙা আদর জড়ানো কণ্ঠে বলবে, "তুমি ভাল আছ? আমি ভাল আছি।„
নিজেকে ধিক্কার দিই। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে যে নৈনিতা চরিত্র, সেই নৈনিতা চরিত্র যে সত্যি চরিত্রের মত জীবনটাকে বিষিয়ে তুলবে তা কি ভাবা যায়!

নয়ই জুন উনিশ,শ ছত্রিশ।
রিয়াজের টেলিগ্রাম পেয়েছি আজ সকালে। সে লিখেছে ওখানে যাবার জন্যে। হাওড়ে নাকি খুব পাখি বসছে। পানকৌড়ি, গাঙশালিকসহ নাম না জানা আরো কত কি। অনেক কথা-ই লিখেছে সে। পানকৌড়ির কথা শুনে হৃদয় নেচে ওঠে আমার সেখানে যাবার জন্যে। যেতে পারি না। সংসারে যে অশান্তি শুরু হয়েছে তাতে সেখানে গেলে আবার নতুন করে হাঙ্গামার জন্ম নেবে। শত ইচ্ছা থাকলেও আমি সেখানে যেতে পারি না।

পনেরই জুন উনিশ,শ ছত্রিশ।
সারাদিন একটি কথা-ই মাথার চারপাশে গিজগিজ করতে থাকে। আজ বাড়িতে যেয়ে তনুকে বলবো দিনাজপুর যাবার কথা। বুঝিয়ে বললে সে হয়তো শুনবে।
আমি যা ভেবেছিলাম তার ঠিক উল্টোটা হয়। বাড়িতে যাবার কিছুক্ষণ পর আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তনু বলল, "আমি যদি বিষয়টা না জানতাম তাহলে এতদিনে নৈনিতার সাথে দুই-তিনবার দেখা করতে যেতে তাই না?„
আমি নিশ্চুপ থাকি। অফিসে যেভাবেই থাকিনা কেন, বাড়িতে গেলে ইদানিং কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে যাই। তনুর সাথে বেশি কথা বলিনা; কেন যেন কষ্ট হয়। আর ওকে যে আমি ভালবাসিনা তা নয়; বাসি প্রচণ্ড। হয়তো আমি অন্যদের মত সেটা দেখাতে পারিনা। আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসা দেখাবার-প্রদর্শণ করার জিনিস নয়; আপেক্ষিক ব্যাপার-মনের ব্যাপার।
সারাদিন যা ভেবেছিলাম তা ভুলে যাই এক নিমিষে। রিয়াজের ওখানে যাবার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে, তনুর দেওয়া কষ্টগুলো সেখানে ঢুকিয়ে ফেলি।

আঠারোই অক্টোবর উনিশ,শ ছত্রিশ।
আজ সকালে না খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। অন্যদিন খাবার জন্যে তনু সাধাসাধি করলেও আজ সে কোন কথা বলেনি। হয়তো আমার ওপর থেকে তার ভালবাসা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার সাথে ওর যখন বিয়ে হয় তখন ভেবেছিলাম, আমি যদি কোন অপরাধ করিওবা; সে কখনও বিশ্বাস করবে না। কখনও না। অন্য মেয়েকে নিয়ে যদি ঘুরে বেড়াই তাহলেও সে বুঝবে হয়তো তার চোখের ভুল। তার বিভাস এমন করতেই পারে না। আমি মনে মনে ভাবতাম এই কথাগুলো; যখনই একলা থাকতাম। ভাবতাম, আর যা-ই হোক, তনু আমাকে অবিশ্বাস করতেই পারে না- জীবন গেলেও না। আর আমার জীবন গেলেও তার বিশ্বাসের অমর্যাদা করবো না।
সবকিছু উলট পালট হয়ে যায়। সেই তনু আমাকে অবিশ্বাস করে; সন্দেহের তীর আমার বুকে বিদ্ধ করে প্রতিক্ষণ-প্রতি মূহূর্ত। তবে কেন এই সংসার, কেন এই মিছে ভালবাসা, কেন এই বেঁচে থাকা।,

ডায়েরীর পাতা উল্টিয়ে পড়তে পড়তে বুকে ব্যথা অনুভব করে তনুশ্রী। তার চোখের জল গড়িয়ে পড়ে ডায়েরীর পাতায়। সে শব্দ করে কেঁদে ওঠে। যে কান্নার শব্দ চার দেয়াল ভেদ করে বাইরে পৌঁছাতে পারে না। জল ভরা চোখে আবারো ডায়েরীর পাতা উল্টায় সে।

`পঁচিশে অক্টোবর উনিশ,শ ছত্রিশ।
ইদানিং মাথার ব্যথাটা খুব বেড়েছে। কাউকে বলিনা। কে আছে সংসারে এমন, যে আমার কষ্ট বুঝবে-আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে? আমার শরীরের কষ্ট শরীর-ই বুঝবে। একটু আগে কালির দোয়াতটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাথাটাও আমার সাথে বেঈমানী শুরু করেছে। আজকাল কিছুই মনে থাকছে না। ভয় হয়, এভাবে চললে হয়তো পাগলই হয়ে যাবো।

দশই নভেম্বর উনিশ,শ ছত্রিশ।
গত চারদিন তনুর সাথে আমার কোন কথা হয় না। আমি বাড়ি যেয়ে অভয়কে কোলে নিয়ে আদর করবো তারও উপায় নেই। আগে থেকে তাকে ঘুম পড়িয়ে রাখে তনু। ঘুমন্ত অভয়কে চুমু খাই- আদর করি। মন ভরে না। যদি আমার ছেলের সাথে একটু কথা বলতে পারতাম!
আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সকাল হলেই যেদিকে দু,চোখ যাই চলে যাবো। আর পারছি না। যে সংসারে বিশ্বাস নেই, সেই সংসারে আমার আর থাকা হবে না।
জানিনা এ লেখা তনু পড়বে কি না? সে পড়–ক আর না পড়–ক, পৃথিবীকে বলছি, আমি তনুর বিশ্বাসের অমর্যাদা করিনি।,

বৃদ্ধ চোখে জল শুকিয়ে এসেছে। নিজেকে কোনভাবে ক্ষমা করতে পারে না তনুশ্রী। ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে নিরাপরাধ মানুষটা পাগল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল দিনের পর দিন! কত কষ্ট নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছে সে! তনুশ্রীর বুকটা ভেঙে যায় পুরোনো ব্যথায়। অঝোর ধারায় কেঁদে চলে সে।
দরজা ধাক্কার শব্দে ডায়েরীটা রেখে তনুশ্রী এগিয়ে যায় দরজার দিকে। দরজা খুলে দেখে তার ছেলে অভয় দাঁড়িয়ে আছে। বলল, `তোমাকে কখন থেকে ডাকছি। কি হয়েছে তোমার মা? চোখে জল কেন?,
তনুশ্রী আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। ডায়েরীটার দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায়। অভয় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে ডায়েরীটা হাতে তুলে নেয়। বলল, `কী এটা মা?,
তনুশ্রী ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে বলল, `তোর বাবার ডায়েরী।,

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10
20

ভো-কাট্টা

সৌরভ ঘোষ

বাংলার অনেক কুটিরশিল্পের মত ঘুড়ি তৈরি করাও একটি কুটিরশিল্প। ঘুড়ি ওড়ানো দারুণ মজার ব্যাপার যারা ওড়ায় তাদেরও এই বিষয়ে বেশ জ্ঞান থাকতে হয়। শোনা যায়, কাগজ আবিষ্কারের আগেও নাকি ঘুড়ি ছিল।

ঘুড়ির জন্ম সংক্রান্ত স্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। কিছু কিছু দেশের দাবী তারাই প্রথম ঘুড়ি উড়িয়েছিল। এটাও শোনা যায় চারশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রথম ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন বিজ্ঞানী আরকিয়াটাস। আবার ঘুড়ির দ্বারাই বিদ্যুৎকে চিনেছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, চেনার উপায়টাও অভিনব; সবটাই খেলাচ্ছলে। ঘুড়ি ওড়ানোটা যদিও একপ্রকার খেলাই। ঘটনা এইরকম- ফ্রাঙ্কলিন একদিন সিল্কের কাপড়ের তৈরি ঘুড়ি ওড়ানোর সময় কি মনে করে সিল্কের সুতোয় বেঁধে দিলেন ঘরের চাবি। সেদিন বারবার মেঘ ডাকছিল- বিদ্যুতও চমকাচ্ছিল। এই অবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎ ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি থেকে চাবির মধ্যে দিয়ে ভিজে সুতোর সাহায্যে নেমে এলো মাটিতে আর তখনই তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই কারণেই বেঞ্জামিন অনুভব করলেন অদৃশ্য এক শক্তি, বিদ্যুৎ আবিষ্কার হলো। শোনা যায় লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ঘুড়ি দেখেই উড়োজাহাজের নক্সা এঁকেছিলেন। সত্যিই তো মানুষ যদি আকাশে ঘুড়িকে ওড়াতে পারে তাহলে নিজে কেন উড়তে পারবে না। বোঝা যাচ্ছে ঘুড়ি বিজ্ঞানকে যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ করেছে। আমরা আনন্দে ওড়াই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন প্রকারের ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ পায়। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রান্তে ঘুড়ি বা পতঙ্গ ওড়ে। বাংলার গ্রাম, গঞ্জ এবং শহরে বিশেষ কিছু পার্বণ ও পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানোর খুব চল আছে।

গ্রামে পৌষে ধান ওঠে। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন নতুন ধানের চাল গুঁড়ো করে তৈরি হয় পিঠে। পিঠে-পার্বণ উৎসব বাংলার প্রায় সব ঘরেই পালিত হয়। নানান রকম পিঠে খাওয়ার উৎসব। সময়ের অভাবে অনেকে এখন পিঠে করতে পারে না। আগে বাড়ির গিন্নিরা এইসব খুব ভালো পারতেন। এখন কিছু কিছু মিষ্টির দোকান পিঠে খাওয়ার সখ পূরণ করে থাকে। গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি থেকে শুরু হয় ঘুড়ি ওড়ানো। ফাঁকা মাঠে পা রাখে হরেক রকম ঘুড়ি- পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মুখপোড়া, মোমবাতি, প্রজাপতি, পক্ষীরাজ। একতেলগুলো প্রথম প্রথম কয়েকবার মাথা গুঁজে পড়ে যায় কাটা ধান গাছের অবশিষ্ঠাংশে। তা যাক আবার ওঠে, মাথায় পট্টি নিয়ে। এইসময় আসে সরস্বতী পুজো। ছেলে-যুবক-প্রৌঢ় অনেকেই বেরিয়ে পড়ে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে। কেউ ফাঁকা মাঠে, কেউ বাড়ির ছাদে নিজের বা অন্যের। অনেকজন একসাথে ঘুড়ি ওড়ানোর মজা একদম আলাদা।

লাঠাই সুতো আর ঘুড়ি হলেই হয়ে গেল তা নয়। এর প্রস্তুতিপর্বও বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। সুতো কতটা মজবুত করা যাবে যাতে সহজে ভো-কাট্টা না হয়ে যায়, তারই প্রস্তুতি ঘুড়ি ওড়ানোর আগে থেকেই শুরু হয়। সুতোয় মাঞ্জা দেবার একটা ব্যাপার থাকে। মাঞ্জার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাঁচচূর্ণ বা কাঁচের মিহি গুঁড়ো। অনেকে কাঁচ গুঁড়ো করে শিলনোড়ায় ভালো করে বেটে নেয়ে। কাঁচের সূক্ষ্ম গুঁড়ো যাতে সুতোর গায়ে সেঁটে থাকে তার জন্যে সংযোজনী হিসেবে ব্যবহৃত হয় এরারুট বা সাবুর তৈরি আঠা। এখন অন্য আঠাও ব্যবহার হয়। সুতোর সৌন্দর্য বাড়াতে নানান রকম রঙও ব্যবহার হয়। মাঞ্জা দেওয়ার আগে কয়েক মিটার দূরত্বে দুটো বাঁশের খুঁটি বা গাছের কাণ্ডে বা থামে সুতো প্যাচানো হয় তারপর উপকরণ পাতলা কাপড়ের টুকরোয় নিয়ে ধীরে ধীরে সুতোয় ভালো করে লাগানো হয়। অনেকে খালি হাতেই লাগায় এতে আবার হাত কেটে যাওয়ায় ভয় থাকে। এরপর সুতো শুকিয়ে গেলেই মাঞ্জা রেডি। লাল, সবুজ, গেরুয়া নানা রকমের মাঞ্জা সুতো। এখনতো রেডিমেড মাঞ্জাও কিনতে পাওয়া যায়। যাক সুতো রেডি হলে তাকে লাটাইয়ে পাকিয়ে অপেক্ষা পরের দিনের, কখন পক্ষীরাজকে আকাশে ছাড়বে। মাঞ্জা দেওয়াটা অনেকটা লুকিয়ে লুকিয়েই হয়, যাতে পাশের বন্ধুটা জেনে না ফেলে, "স্পেশাল কিছু আছে কি না!" উঁকিঝুঁকিও চলে।

লড়াই আকাশে। ঘুড়ির লড়াই দারুণ মজার খোরাক, দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টি। "সুতো ছাড়, গোটা আরে গোটা, ঢিল দে ঢিল দে, ভো-কাট্টা" ঘুড়ির লড়াইয়ে এইসব শব্দগুলো ধারাবাহিকভাবে শোনা যায়। যার কেটে যায় তার মুখ ভার যার রয়ে গেলো তার বুকের পাটা ফুলে যায়। তবে কেটে গেলেও পরবর্তী অস্ত্র, মানসম্মানের ব্যাপার। কল খাটিয়ে একটা একতেল ভাসিয়ে দেয় বাতাসের গায়ে। অনেক জায়গায় প্রতিযোগিতা চলে, বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় পাড়ার বিশিষ্ঠ ঘুড়ি ওড়ানোয় বিশারদ যিনি। নানান জায়গায় নানান রকমের ঘুড়ি ওড়ে। কোনোটায় বিশিষ্ট নেতার মুখ, কোনোটায় ড্রাগনের ছবি, কোনোটা পেটমোটা, কোনোটা রোগা, কোনোটার পেছনে ল্যাজ আর নানান রকম রঙ। চিন দেশে ঘুড়ির আকৃতিও আকর্ষণীয়। কোনোটা চিংড়ি, কোনোটা আরশোলা, কোনোটা মাছের মত, কোনোটা অক্টোপাস আবার কোনোটার ড্রাগন।

বিশ্বকর্মা পুজো ঘুড়ি ওড়ানোর আর এক বিশেষ দিন। বিশ্বকর্মা যেহেতু দেবশিল্পী তাই ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পুজোয় আকাশ ভরে যায় ঘুড়িতে। তবে ঘুড়ি ওড়ানোর চল কিন্তু কমছে। ঘুড়ি যারা বানাতেন প্রায় অনেকেই এখন বেকার। আসলে মানুষের হাতে সময় কম। সখগুলো অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। ঘুড়িতে এখন আর কেউ মনের মানুষটাকে চিঠি দেয় না। অভিযোগ জানিয়ে দেবতাদের দপ্তরেও কেউ চিঠি দেয় না। নিরুদ্দেশ মানুষগুলোকে খোঁজার জন্য ঘুড়িতে আর নাম ঠিকানাও কেউ লেখে না। ঘুড়ি বিজ্ঞাপন, ফেসবুক, হোয়াটস এ্যাপস, টুইটারে। এছাড়া আরও সোস্যাল মিডিয়া মানুষগুলোকে গিলে নিয়েছে। যুগের সাথে বদলাতে গিয়ে আসল আনন্দ বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে, নকল জ্যোৎস্নার মত আলেয়ার পেছনে ছুটছে। একদিন ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরবে তখন এসব ইতিহাস হয়ে যাবে। আর ইতহাসের পাতা থেকে একটা মুখপোড়া বেরিয়ে বলবে ভো- কাট্টা।

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts In Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000
Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

গ্যাস বেলুন

রাণা চ্যাটার্জী

বাড়ির অমতেই হোক আর অবশেষে ছেলের ভালবাসায় সিলমোহর দিয়ে পাত্রী নির্বাচনে বিবাহের প্রস্তুতি শুরু করার পরই হবু শশুর মশাই ঢাক পেটাতে শুরু করলেন, "বৌমা দারুন বুদ্ধিমতী, কোনো এক কোচিং সেন্টারে রিসিপশনিস্ট পদে জব করেই নাকি আঠারো হাজার টাকা বেতন পান!" কথাটা এখনকার হলেও না হয় বটে কিন্তু দশ বছর আগে কোন মফস্বল শহরের কোচিং সেন্টারের বেতন এত!

শুনে হেঁচকি উঠলেও বাড়িয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলাটা দারুন টেকনিক, সবাই পারে না!

যেখানে সেই সময়ে সরকারি স্কুল টিচার এর মাইনে শুরু হতো আঠারো হাজারের কিছু বেশি দিয়ে! কিন্তু তাতে কি? উনার ঢাক পেটানোকে গ্রামের অনভিজ্ঞ মহল আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশি বিস্ময় চোখে "তাই নাকি, আরে বাহ" বলেই খুশি সেখানে নীরব না থাকলে বদনাম জুটবে, হিংসা করছে বলে!

কিছু কিছু মানুষ এমনটা করে মানে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে বেশ মজা পান। ভাবখানা এমন, "কেমন চমকে দিলাম, বোকা হাঁদার দল কিচ্ছু টেরও পেলো না! কিন্তু সে বা তিনি এটা বোঝেন না, যে তার সাধের ফোলানো বেলুন, ফুটো হলেই চুপসে যাবে। যে টুকু হৃৎগৌরব এসেছে, সেটাও লোক হাসি হয়ে গিয়ে পড়ে থাকবে রসকষহীন এড়িয়ে যাওয়া, বা গুরুজনদের বলা যায় না, সামনে বলা উচিতও নয়, সেই অন্তঃসারশূন্য সমীহ টুকু।

বিয়ের পরে পরেই কোন এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের বিয়ে বাড়ি গিয়েছিলাম। নতুন জামাই পেয়ে বাড়ির কর্তা, সারাদিন যে কতবার ফিরিস্তি দিলেন, রাজকীয় খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন বলে। খাওয়া-দাওয়া, মাংস নাকি প্রচুর পরিমাণে, এলাহী ব্যাপার! রাজকীয় বিয়ে বাড়ির পরিবেশে এসে পড়েছি ভেবে বেশ গর্বিত হচ্ছিলাম; কিন্তু ভুল ভাঙলো বাস্তবের ছবি কড়া নাড়াতে! হলোটা কি তিন নম্বর ব্যাচ থেকে মাংসের টান! চার নম্বর ব্যাচ থেকে মিষ্টির কমতি শুরু হলো! আমরা যখন ছয় নম্বর ব্যাচে খেতে বসলাম, গোটা কয়েক শুকনো কচুরি ছাড়া কিছুই নেই!

এখানে আমি দোষের কথা বলছি না, বিয়ে বাড়ির মত পবিত্র অনুষ্ঠানে এত লোককে খাইয়ে ভবিষ্যতের ভাঁড়ারে টান পড়ানোর কোনো মানেই হয় না, কিন্তু তবু এই যে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা, বাস্তবের সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য এটা বোধহয় ঠিক নয়।

কোন কোন বাবা-মাকে দেখি, বাইরের লোকের সামনে ছেলে-মেয়ের দারুণ প্রশংসা করেন। সাবাস, বলে পিঠ চাপড়ে দেন আবার এটাও দেখি যত ভালোই পড়াশোনা করুক না কেন, অনেক বাবা মা বেশিরভাগই নিন্দা করে, বকা ঝকাও। ওনাদের উদ্দেশ্য একটাই যে, সন্তান যেন শেখে, আরো ভালো করে পড়াশোনা করে, মানুষের মতো মানুষ হয়।

কোন এক কাকা ভাইপোর ওকালতি পড়তে যাবার খবর যেভাবে গ্রামের লোকের সামনে দিয়েছিলেন, বেশ মজাই লাগছিল শুনে, "বাপরে বাপ, পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিনা ভাগ্না হাইকোর্টের উকিল হয়ে গেছে!„ এমন বাড়িয়ে প্রচার সিনেমার গতিকেও হার মানায়!

ছোটবেলা থেকে বাড়িতে অনেক পত্রপত্রিকা, সৌজন্য সংখ্যা আসার সুবাদে অনেক গল্প পড়তাম। সে সব স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেও একটা অবাক করা মজার গল্প পড়েছিলাম। লেখকের নামটা ঠিক মনে নেই তবে গল্পের নাম ছিল, "রুপার বর মাস্টার"। সংক্ষেপে বিষয়টা ছিল, "গ্রামের এক সাধারণ মেয়ের হঠাৎ বিয়ের সম্বন্ধ আসে মাস্টার পাত্রের সাথে! চাকরির এমন আকালে, ভালো পাত্র হাত ছাড়া কি করা যায়! তাই মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল রুপার।

অষ্টমঙ্গলায় বেড়াতে আসা জামাইকে ফুরসৎ পেয়ে, কেউ ইস্কুলটা কোথায় জানতে চাইতেই বিপত্তি। ঝোলা থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ার উপক্রম। জামাইও অবাক, সে জানালো, "স্কুল মানে? আমি তো ব্যান্ড পার্টির ব্যান্ড মাস্টার!!" এক্ষেত্রে অবশ্য বড় মিসান্ডারস্টান্ডিং ই দায়ী। ভালো পাত্র হাতের নাগালে চলে যায় পাছে, নানা প্রশ্নে! আবার পাত্রপক্ষ জানিয়েছেও ভাসা ভাসা যে পাত্র মাস্টার! তবু তথ্যের অভাবে এত বড় অঘটন !

কখনো দেখি পাড়ার কোন বাড়ির গার্জেন, পাড়ার অন্যান্যদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কথা ছোড়েন! ভাবখানা এমন যেন, আমার ছেলে বা মেয়ে সোনার টুকরো আর বাকিরা দোষে ভরা! কিন্তু চোখ, কান মাথা খেয়ে, অধিক প্রশ্রয়ে সেই বাড়ির ছেলে বা মেয়ে, প্রেম-ভালোবাসা, প্রণয়ে জড়িয়ে অঘটন ঘটায় যখন, মুখে কুলুপ এঁটে, খিল দিয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে দেন সেই বাড়ির অভিভাবকগণ। কোন সমালোচনা করে বলছি না, রোমিও দাপটে ধোঁকা খাওয়া সত্যি খারাপ কিন্তু তা বলে বাকিরা সব খারাপ, আমি ভালো আর আমার দুধে ভাতে থাকা সন্তানরা সেরা, কেবল, এটা ঠিক নয়।

একবার বন্ধুর পিসির বাড়ির ছোটখাটো বারোয়ারি পুজোতে গিয়ে বেশ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সামান্য আয়োজনের দু,চারটে দোকান আসা মেলায় কোনো এক মধ্য বয়সী আধিকারিক জামাই ঘুরে ফিরে দেখছিলেন। কেউ কুশল কামনা করলেই, তাদের ঘুরে ফিরে উত্তর দিচ্ছিলেন যে, ওনার ছেলে এবার, মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরুলে মেধা তালিকায় প্রথম না হলেও পাঁচের মধ্যে থাকবেন।

এতবার করে উনি ফাটা ক্যাসেট বাজাচ্ছিলেন ছেলের কি বলবো! গ্রামের সাদা সিধে সরল মুখের মানুষগুলো চমকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন ওনাকে। এরই মাঝে ওনার ছেলেটি, সমবয়সীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে বাবার কাছ থেকে কুড়ি টাকা নিয়ে জিলাবি কিনে, পিছন দিক দিয়ে একাই খেতে খেতে চলে গেল! একা যে খেতে নেই, ভাগ করে খেতে হয় কে শেখাবে ওকে? এটা ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। একা খেয়ে খেয়ে আর পিঠ চাপড়ানো প্রশংসা দেখেই বড় হয়ে ওঠা তার।

এই বিষয়ের উপর যত আলোকপাত করব, তার শেষ নেই। মানুষের চরিত্রের নানা দিক নগ্ন ভাবে ফুটে উঠতেই থাকবে। ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ জমানায় নিত্যনতুন অ্যাপের দৌলতে, সবাই এমন ঝাঁ-চকচকে নিজেদের ছবি আপলোড করে, বেশ দারুন লাগে। কিন্তু সে বা তিনির সঙ্গে বাস্তবের ছবির মিল থাকাটাও জরুরি। তবেই না আমার আমিতে আমার বাস! জানিনা বাপু এতে, মনের কনফিডেন্স ঠিক কতটা বাড়ে বরং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটা এক প্রকার হতাশা, ফুরিয়ে যাবার বহিঃপ্রকাশকেই ইঙ্গিত করে।

এইভাবে কখনো কেমন পর্দাফাঁসের বিষয় প্রকাশ্যে, গোপনে মনের গহনে বেআব্রু হয়ে যায়। আজ মানুষের কিছু চেনা প্রকৃতির, এক ঝলক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। এখানেই শেষ নয় আসলে এই আলোচনার সত্যিই কোন শেষ নেই।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

হত্যা রহস্য

কালীপদ চক্রবর্ত্তী

অঙ্কের প্রফেসর রমেন চৌধুরীর পাড়াতেই থাকেন ডঃ অমিতাভ রায়, পেশায় মনোবিজ্ঞানী। আজকাল বেশ নাম ডাক হয়েছে। ডঃ রায়ের স্কুলের বন্ধু পীযুষ সেনও ওই পাড়াতেই থাকেন। দু,জনের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতাও আছে। পেশায় অ্যাডভোকেট।

হঠাৎ একদিন সকালে ডঃ রায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজটা দেখছিলেন। রোজই খবরের কাগজে আজকাল একই খবর- খুন, রাহাজানি, হত্যা আর নয়তো রেপ। এছাড়া যেন কিছুই নেই আর এই দুনিয়ায়। ডঃ রায় খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে মজা করে স্ত্রী শর্মিলাকে বললেন– জানো, আজকাল যেভাবে এই রেপ বা শ্লীলতাহানী বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় এই নিয়েই হয়তো একদিন একটা টিভি চ্যানেল বা খবরের কাগজ শুরু হয়ে যাবে। শর্মিলা দেবী হেসে বললেন– জানিনা বাবা, দিনকাল যে ভাবে এগোচ্ছে তাতে আমরা কোনদিকে যাচ্ছি বলা মুস্কিল।

-মুস্কিল কেন? এত খুব সোজা বোঝা। আমরা আবার সেই পুরনো যুগে অর্থাৎ খুন, জখম, মারামারির যুগে ফিরে যাবো। এককথায় বলতে পারো আদিম যুগে, বর্বরতার যুগে। যে সব কেস আসছে আজকাল যে বিশ্বাসই করা যায় না।

এমন সময় মোবাইলটা বেজে উঠতেই ডঃ রায় ফোনটা তুলে বললেন– হ্যালো, কে পীযুষ, বল কি খবর। অনেকদিন তোর সাথে দেখা হয়নি। কেমন আছিস? একদিন অনামিকাকে নিয়ে আসিস আমাদের বাড়িতে।

পীযুষ– সে আসবো একদিন। তোকে যেজন্য ফোনটা করেছি, সেটা হল আগামীকাল তোকে একটু কোর্টে আমার চেম্বার-এ আসতে হবে। তোর সঙ্গে খুব দরকারি কথা আছে।

-তুই তাহলে আজ আমার বাড়িতে চলে আয় রাতে। নয়তো আমি তোর বাড়ি চলে যাবো। কি বল?

-না রে এটা বাড়ি গিয়ে হবে না। আচ্ছা, তোকে তাহলে ব্যাপার খুলেই বলি। তুই তো আমাদের পাড়ার অঙ্কের প্রফেসর রমেন চৌধুরীকে চিনিস।

-হ্যাঁ, যিনি কয়েকদিন আগে নিজের স্ত্রীকে খুন করে এখন হাজতে আছেন।

-ঠিক ধরেছিস। তবে কি জানিস। আমি রমেন্দু বাবুর কাছে অঙ্ক শিখেছি। দিনের পর দিন ওনাদের বাড়িতে গেছি। কিন্তু মাস্টার মশাই এ কাজ করতে পারে তা আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। যে করে হোক মাস্টারমশাইকে বাঁচাতে হবে। সবচেয়ে মুস্কিল কি হল জানিস? মাস্টারমশাই, পুলিশ এবং কোর্টে স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন যে উনিই নাকি খুন করেছেন বৌদিকে। কিন্তু আমি জানি এটা মোটেই সত্যি নয়। ওদের মধ্যে যে ভালবাসা আমি দেখেছি তা আমার কাছে এখনও উদাহরণ হয়ে রয়ে গেছে। তোকে শুধু একটা কাজ করতে হবে, যে করে হোক আসল সত্যটাকে আমাদের জানতে হবে। এটা আমার জীবনের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে জানিস। আর আমি জানি একমাত্র তুইই পারবি মাস্টারমশাই-র থেকে আসল কথাটা টেনে বার করতে। আমি বহু কষ্টে কোর্টের থেকে কয়েক ঘন্টা সময় চেয়ে নিয়েছি মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে কথা বলার জন্য। তুই কিন্তু না করিস না। বন্ধু হিসেবে এটা আমার একান্ত অনুরোধ তোর কাছে।

-ঠিক আছে তুই যখন এত করে বলছিস তখন আগামীকাল আমি পৌঁছে যাবো। তাছাড়া একজন নির্দোষ ব্যক্তির সাজা পাওয়াটা ঠিক হবে না।

পরেরদিন যথা সময়ে ডঃ অমিতাভ রায় গিয়ে অ্যাডভোকেট পীযুষ সেন-এর চেম্বার ঢুকতেই তিনি বললেন, এখানে আর সময় ব্যয় করার দরকার নেই। আমি আগেই কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম। আজ কোর্ট বসবে; চল হয়তো এতক্ষণে প্রফেসর চৌধুরীকে কোর্টে নিয়ে এসেছে। প্রফেসর রমেন চৌধুরী কোর্টের একটা নির্ধারিত কক্ষে কয়েদীদের পোষাকে বসে আছেন। বাইরে কয়েকজন সিপাহী পাহারা দিচ্ছে।

ডঃ রায়– মাস্টারমশাই, আপনিতো আমাদের পাড়ার প্রায় সবাইকেই অঙ্ক শিখিয়েছেন। আমার বন্ধু এই পীযুষ তো আপনার কথা সবসময় খুব বলত।

প্রফেসর একটু মুচকি হাসলেন।

ডঃ রায়– আচ্ছা, মাস্টারমশাই অঙ্কের সংখ্যা ১ বললে আপনার মনে কি হবে?

-এক বললে প্রথমেই আমার নিজের কথাই মনে হবে।

-আর ২ সংখ্যাটা বললে আপনার মনে কি হবে মাস্টার মশাই?

-দুই বললে আমি আর আমার স্ত্রীর কথা মনে হবে।

একটু মুচকি হেসে ডঃ রায় বললেন– মাস্টার মশাই তাহলে কি আপনি এখনও আপনি আপনার স্ত্রীকে অর্থাৎ বৌদিকে আগের মতই ভাল বাসেন?

-আগেও বাসতাম আর এখনও বাসি আর যতদিন বাঁচবো ততদিন ভালবাসবো।

-তাহলে আপনি বৌদিকে মারতে গেলেন কেন? যদি এতই ভালবাসতেন তবে এরকম কাজ কেন করলেন?

প্রফেসর রমেন চৌধুরী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো বা অবস্থাটাকে সামাল দিতেই অন্যদিকে চুপকরে তাকিয়ে রইলেন।

রমেন বাবু একটু চুপ করে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ কিছু কথা বললেন না। ডঃ রায় একবার পীযুষ বাবুর দিকে তাকিয়ে কিছু যেন বলতে চাইছিলেন। এমন সময় পীযুষবাবু অবস্থাটাকে একটু সামাল দিতে বলে উঠলেন– আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনি তো সংখ্যা নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেছেন। আপনার লাকি নম্বর কি?

-৩৭ সংখ্যা।

ডঃ রায়– আমার কিন্তু মাস্টার মশাই ৭ নম্বর। আপনার ৩৭ কেন?

-কারণ কলেজে আমার রোল নম্বর ছিল ৩৭ এবং আমি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করেছিলাম এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানেন ৩৭ দিয়ে ১১১, ২২২, ৩৩৩, ৪৪৪, ৫৫৫, ৬৬৬, ৭৭৭, ৮৮৮, ৯৯৯ কে ভাগ করলে কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। কি অদ্ভুত তাই না?

ডঃ রায়– আমার কিন্তু লাকি নম্বর ৭, কারণ আমি একবার অঙ্কে ফেল করেছিলাম এর পর ৭ বার অঙ্কে আমি ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়েছিলাম। তাছাড়া ৭ সংখ্যাটা শুনেছি সারা বিশ্বে নাকি নম্বর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আচ্ছা মাস্টারমশাই, তিন সংখ্যাটা বললে আপনার কি মনে হয়। কার কার কথা মনে পড়ে।

-আমি, আমার স্ত্রী এবং আমাদের সন্তানের কথা।

-সে কি? আপনাদের তো কোনও ছেলে-মেয়ে নেই। তবে সন্তান এলো কোত্থেকে?

-না, আমাদের কোনও সন্তান নেই। যদি থাকতো তাহলে তার কথাই মনে হত। আসলে ওই নিয়েই আমাদের মধ্যে একটু ভুল বোঝাবুঝি ছিল?

-আপনি কি তাহলে এই কারণেই বৌদিকে মেরে ফেললেন?

প্রফেসর হঠাৎ রেগে গিয়ে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন– আমি আসল সত্যটা তোমাদের দু,জনকে শুধু বলতে রাজি আছি, তবে তোমরা কথা দাও যে এ কথা আর কাউকে জানাবে না।

ডঃ রায় একবার পীযুষবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন– আমরা কথা দিলাম মাস্টার মশাই আপনি বলুন।

প্রফেসর শুরু করলেন- আমি আমার স্ত্রীকে এখনও খুব ভালবাসি। আমি ওকে খুন করিনি।

ডঃ রায়– আচ্ছা, আপনি কি সন্তান না হওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন। দোষটা কি আপনার ছিল?

-না, আমার অক্ষমতা ছিল না। ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী, শম্পাই মা হতে অক্ষম ছিল। তবে আমি সে কথা ওকে কখনও বলিনি। এই ভয়ে বলিনি যে, যদি ও মনে দুঃখ পায়। তাই দোষটা নিজের ঘাড়েই নিয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম এর জন্য আমিই দায়ী। শম্পার কোনও দোষ নেই। কিন্তু শম্পার মা হওয়ার খুব শখ ছিল। ছোট বাচ্চা দেখলেই খুব আদর করত। ক্রমশ: ওর এটাই ওকে একদিন মরিয়া করে তুলেছিল।

আমি জানতে পেরেছিলাম যে ও মা হওয়ার নেশায় আমার অনুপস্থিতিতে পর পুরুষের সঙ্গেও মিলিত হয়। আমি একদিন কলেজে গিয়ে দেখলাম, ছাত্রদের ধর্মঘটের জন্য সেদিন কোনও ক্লাস হবে না। তখন বাড়ি ফিরে এলাম। বাইরের দরজার একটা চাবি আমার কাছেও থাকতো। ভাবলাম শম্পা হয়তো এখন ঘুমোচ্ছে তাই ডিস্টার্ব না করে চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা কোনও স্বামীই সহ্য করতে পারবে না। ওরা এতই নিজেদের নিয়ে মশগুল ছিল যে আমার উপস্থিতিও বুঝতে পারেনি। আমি এ দৃশ্য দেখতে না পেরে পাশের ঘরে চলে যাই। তারপর কানে আসে শম্পার সঙ্গে সেই লোকটির বচসা হচ্ছে। শম্পা লোকটিকে চিৎকার করে বলছে, সে যেন আর না আসে কারণ শম্পাকে মা-এর সুখ দেওয়া ওর পক্ষে মনে হয় সম্ভব নয়। শুধু শুধু এভাবে সে আর সময় নষ্ট করতে চায় না। এসব কথা যখন কানে আসছিল, তখন আমি আর থাকতে না পেরে বাথরুমে গিয়ে বাথরুমের কলটা জোরে চালিয়ে দিই, যাতে ওইসব অসহ্যকর কথাগুলো শুনতে না হয়। খালি ভাবছিলাম এবার কি করবো। কিছুক্ষণ পর যখন বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম তখন অনুভব করলাম, চারিদিকটা নিস্তব্ধ। কোনও আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না। ধীরপায়ে এগিয়ে গেলাম ওদের ঘরের দিকে, তারপর যা দেখলাম তা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। দেখলাম আমার শম্পার দেহটা বিছানায় নিথর হয়ে পড়ে আছে। বালিশ মুখে চাপা দিয়ে লোকটি তাকে মেরে ফেলেছে। দরজাটা আলতো করে ভেজানো। তাই তোমরা বুঝতে পারছ, খুনটা আমি করিনি।

পীযুষ বাবু– তাহলে আপনি শুধু শুধু কেন এই হত্যার দায় নিজের ঘাড়ে নিচ্ছেন মাস্টার মশাই? আপনি যদি খুন না করে থাকেন তবে অন্য কোনও খুনিকে কেন বাঁচানোর জন্য নিজের ঘাড়ে এই দোষ নিচ্ছেন? এতে আসল দোষীতো শাস্তি পেল না।

প্রফেসর কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। ওই অবস্থাতেই বললেন– তোমরা কথা দাও এ কথা আর কাউকে বলবে না, তবে বলতে পারি।

ডঃ রায়– কথা দিচ্ছি। বলুন।

- আপনারা হয়তো জানেন ওই দিনই আমাদের পাড়ায় আর একটি খুন হয়েছিল।

-আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। ওনার নাম অধীর দাস। লোকটা ভাল লোক ছিল না। পাড়ায় দুর্নামও ছিল।

-যে শম্পাকে খুন করেছিল তাকে আমি ক্ষমা করিনি। শম্পার ওই অবস্থা দেখে আমার মাথায় আগুণ লেগে গিয়েছিল। ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের পাড়ার অধীর দাস। আমি ঘরে ঢোকার সময় ওর মুখটা দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আর দেরি না করে সোজা পৌঁছে যাই ওর বাড়ি। ওর বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। আমি ওর বাড়ির দরজার খিল দিয়ে ওর মাথায় আঘাত করে হত্যা করি। এরপর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসে সোসাইটির দারোয়ানকে ফোন করে বলি পুলিশকে খবর দিতে।

কথাগুলো বলতে বলতে প্রফেসর চৌধুরী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন– প্লীজ দয়া করে এই সত্যিটা কাউকে জানাবেন না। আমার শম্পাকে যেন কেউ বাজে বলতে না পারে। ওই বদনাম নিয়ে আমিও বাঁচতে চাইনা। প্লীজ আমার এই উপকারটুকু নিশ্চয়ই আপনারা করবেন। বলেই কাঁদতে কাঁদতে পীযুষবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ডঃ রায় বললেন– আচ্ছা, পীযুষ আমি আজ চলি রে। মনটা খুব ভেঙে গেল। কিছুই করতে পারলাম না। মনে হয় আমরা হেরে গেলাম জানিস। বলেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেলেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ডায়েরীর পাতায়ঃ ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা

পবিত্র চক্রবর্তী

১.
বিখ্যাত নন্দী বাড়ীতে যাতায়াত সেই ছোট্ট থেকেই। এখানে বলে রাখি, নন্দী পিসো দূর সম্পর্কের আত্মীয় হলেও নিজের পিসোর চেয়ে কম আদর করতেন না। উনি বছরখানেক হল গত হয়েছেন।

এখন পিসির আদর খাওয়া আর মাঝে মধ্যে গিয়ে খবরাখবর নেওয়া আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেছে। যাকগে, কাজের কথায় আসি। পিসির ফোন পেয়ে পরদিন সকালে আমার কাজ সেদিনের মত মুলতুবি রেখে বাইকে চেপেই রওনা হলাম।

জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডা জমিয়ে পড়েছে এবার। তাই পৌঁছাতে একটু দেরী হল। সকালের জলখাবার রাজকীয়ভাবে সারার পর পিসি আমাকে একটা চামড়ায় মোড়া ডায়েরী গোছের খাতা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, `টুনু এটা তোর পিসোর। আমি সেদিন ওর বইপত্তর ঝাড়াঝাড়ি করতে গিয়ে একটা চিঠি পাই‰।„ জিজ্ঞাসু মুখ করে তাকিয়ে থাকতেই আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "ওটাতে তোর নাম লেখা আছে, একবার পড়ে দেখিস।„

"স্নেহের টুনু। তারিখ– ০৬-১২-১৭

দু,টি গাছের ফুল থেকে ওষুধ একটা বানাই। যার পোশাকি নাম ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলা; এতে মানুষের আয়ু কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এই ওষুধের প্যাটেন্ট একমাত্র আমিই জানি আর জানে প্রফেসর ডোনাল্ড। উনি দ্য সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্কে দীর্ঘকাল ভারতীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণা করছেন।

আমার আবিষ্কারের বিষয়ে উনিই প্রথম আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অন্যদের মত প্রফেসর ডোনাল্ড এই বিষয় জানলেও তৈরী করার প্রণালী জানেন না, জানতে চানও নি। আমি ওর কাছে ৬ লাইনের একটা ধাঁধাঁ রেখে গেছি। আমার কিছু হলে নিজের পরিচয় দিবি আর তোর পিসির কাছে একটা চাবি আছে, যা তোকে সাহায্য করবে, ওটা নিবি।

ভালো থাকিস।

তোর পিসো

ডঃ বঙ্কু বিহারী নন্দী।

পুনশ্চঃ- ধাঁধাঁ সমাধান করতে পারলে তুইই হবি তার উত্তরাধিকারী।„

২.
আমি রোহিতাশ্ব রায়, প্রাণী বিদ্যায় ডক্টরেট শেষ করে কলেজে এক বছর হল জয়েন করেছি। বন্ধুরা সংক্ষেপে রোহিত বলে ডাকে। এত তাড়াতাড়ি নিউ ইয়র্কের ভিসা পাওয়া মুশকিল, তবে পেলাম কিছুদিনের টুরিস্ট ভিসা। আগেভাগে প্রফেসর ডোনাল্ডকে বিষয়টা সংক্ষেপে জানিয়েছি। তার উদার মনের পরিচয় পেলাম তখনই যখন জানালেন, "মাই ডিয়ার কাম সুন অ্যান্ড স্টে উইথ মি। আমারও বয়েস হয়েছে যথেষ্ট, জাস্ট ফুলফিল দ্য ড্রিম অফ ইউর আঙ্কেল‰।„

আগে কোনদিন বিদেশের মাটিতে পা দেইনি। কলকাতা থেকে জেট এয়ার ভায়া মুম্বাই হয়ে দীর্ঘ বারো হাজার কিলোমিটারের পথ পাড়ি দিয়ে যখন জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে নামলো তখন নিউ ইয়র্কে গোধূলির লালিমা। প্রফেসর ডোনাল্ড গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। চেকিং পর্ব শেষ করে বাইরে আসতেই দেখি একটা হাত আমার ছবি আর নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছে। পরিচয়ে জানলাম, দীর্ঘদেহী ছেলেটি আফ্রিকান-আমেরিকান। সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের এক অতি উন্নত শহরের বুকে দাঁড়িয়ে ছেলেটির নামটা শুনে বেশ তাজ্জব হলাম, অ্যাবিনুশ। মজা পেলাম মনে মনে, মনে হল খুব কাছের একজন মানুষকে পেয়ে গেছি। আমি মুচকি হেসে বললাম, "তোমাকে অবিনাশ বলে ডাকলে অসুবিধা নেই তো?„ "নো স্যার ইউ মে‰„ সংক্ষিপ্ত কথার মাঝেই গাড়ী স্পীড তুলল। গাড়ী চালাতে চালাতে অবিনাশ জানালো, "আপনি তো লেট প্রফেসর ব্যাঙ্কুর আত্মীয়, হি ওয়াস মাই ডিয়ার পারসন। ভীষণ নলেজ। স্পেশালি যখন আফ্রিকান-আমেরিকানদের ইতিহাস ও অত্যাচার নিয়ে বলতেন তখন মনেই হত না যে উনি বিজ্ঞানের মানুষ।„

কথাটা ভুল বলে নি অবিনাশ। এই দেশে কালো আর সাদার পার্থক্য অনেকটাই প্রকট হয়েছিল। পিসো একবার গল্প করতে করতে বলেছিল ১৯২০ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত আমেরিকার পাবলিক সুইমিং পুলে কালোদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। পরবর্তীকালে ষাট ও সত্তরের দশকে জন কেনেডি, রিচার্ড নিকসন এবং রোনাল্ড রিয়েগান রাষ্ট্র নায়কদের প্রচেষ্টায় এই ঘৃণ্য বিভাজন বন্ধ হয়।

ঘড়িতে দেখলাম প্রায় আটত্রিশ মিনিট অতিক্রান্ত। লোয়ার ম্যানহাটন ক্রশ করে খানিকটা এগোতেই লিওন্যার্ড স্ট্রিট। গন্তব্যে এসে গেছি। অভ্যর্থনা জানালো মিসেস নালা, প্রফেসর রোনাল্ডের কেয়ারটেকার। বছর পঞ্চান্নর মহিলা মিষ্টি হেসে আমাকে ভিতরে ডাকলেন এবং জানালেন প্রফেসর হাডসন নদীতে মাছ ধরতে গেছেন, খানিক পরেই চলে আসবেন। কথায় কথায় ভদ্রমহিলা জানালেন অ্যাবিনুশ তারই ছেলে, পড়াশনায় ভালো। এখানকার প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে।

৩.
বেশ শীত এখানে। প্রফেসর সখের মাছ ধরে চলে এসেছেন কিছুক্ষণ আগেই। আমি ঘুমিয়ে পরেছিলাম। ডিনার খেতে খেতে প্রফেসর বললেন, "ওয়েল মাই বয় উই উইল টক টুমারো‰এখন ফুল রেস্ট নাও।„ দেখলাম খানিক ন্যুজ হয়ে গেছেন বয়েসের ভারে।

ঘুম ভাঙল খানিক বেলা করেই। ঝকঝকে নীলাকাশ। বাংলো টাইপের ঘরের সামনেই সবুজ গালিচার মত ঘাস। সামনের চেয়ারে গিয়ে বসতেই প্রফেসর নিজের হাতে কোকো বানিয়ে দিলেন। স্বাদটা বেশ তিতকুটে কিন্তু ঠাণ্ডার জন্য ভালো। আমার মুখের অবস্থা দেখে বৃদ্ধ হো হো করে হেসে ফেললেন। হাসি থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের মুখে চা সেট করে গেছে, তোমার পিসোও পছন্দ করতেন না জানো। বাই দ্য ওয়ে যে কারণে তোমার আসা‰।„

আমি মাঝ পথেই বললাম, "স্যার, ওটা আসলে কী? কারণ ওই নামে তো সায়েন্সে এখনো কিছু নেই!„

- "আসলে ওই লিকুইডটা দুটো ভারতীয় ভেষজের অদ্ভুত মিশ্রণ। তোমাদের পরিচিত অথচ তিনি এমন এক জৈব আবিষ্কার করলেন যা তার মতে মানুষের আয়ু বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।„

- কোন পরীক্ষা করেছিলেন? না, অনুমান! কারণ আমি যতদূর জানি টেলোমারেস আয়ু বৃদ্ধির জন্য অনেকটাই দায়ী।„

- "রাইট মাই ডিয়ার। প্রোফেসর মল্লিক ইঁদুর, ড্রসোফিলা জাতীয় একধরণের মাছির দেহে ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার লিকুইড ইঞ্জেক্ট করে সুফলও পান।„

বৃদ্ধ ডোনাল্ড চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, "ভাবছো মানুষের দেহে প্রয়োগ হয়েছে কিনা তাই তো!„ আমি ওনার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম। প্রোফেসর বাঁধানো ঝকঝকে দাঁতে এক টুকরো হাসি হেসে বললেন, "মাই বয় তোমার পিসোর ইচ্ছা ছিল এই পরীক্ষাটা আমার ওপরে করার কিন্তু‰„ কথাটা না শেষ করেই আকাশের দিকে আঙুল দেখালেন।

- "আপনি কী চান স্যার?„

- "আমি। তুমি করতে পারবে আমার উপর? দেখো যদি আরও কিছু বছর বেঁচে যাই।„

কথাতে এতটাই মশগুল যে খেয়াল করি নি অবিনাশ এসে হাজির। চোখাচোখি হতেই অবিনাশ হাতে রাখা ব্রেকফাস্টের ডিশ দুটো টেবিলের ওপর রাখলো। বুঝলাম ও খানিক আগেই এসেছে কিন্তু কথার মাঝে কোন বাধা দিতে চায় নি। অথচ আমার মনের মধ্যে কেন জানি না ওর উজ্জ্বল চোখ দুটো বারবার ঘুরেফিরে আসছিলো। প্রফেসর ডোনাল্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "আজ বাইরে যাবেন তো, গাড়ী কী রেডি করবো?„

প্রফেসর কথার ঘোরে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, "উমম্ কিছু বললে ‰হ্যাঁ ‰না আজ বরং বাদই দাও। কেন জানি না কদিন ধরে শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না।„

"ওষুধটা খেয়ে নিন ভাল লাগবে„ বলেই অবিনাশ নিজের পকেট থেকে কালচে গোল ট্যাবলেট বার করে দিল। প্রফেসরের চোখেমুখে একটা বিরক্তির ছাপ, "ইটস্ নট ওয়ার্কিং, ডাক্তার ডাকো।„ বলেই বৃদ্ধ নিজের ছড়িতে ভর করে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন । খানিকটা গিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডিয়ার আজ রাতে কিন্তু করতেই হবে। "প্রফেসর চলে যেতে আমি অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কী ওষুধ?„

"স্যার এটা ভেষজ ট্যাবলেট বাট‰ওকে আই উইল কল ডক্টর। "কথাটা সেরে খানিকটা ক্ষোভের সাথে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বাইরে বেরিয়ে গেল লোহার পেল্লাই দরজা খুলে। আমিও একটু অবাক হলাম ওর ব্যবহারে, অদ্ভুত পরিবর্তন।

৪.
প্রফেসর সেই রাতে আরও দুর্বল হয়ে পড়লেন। ডাক্তার আসলেন কিন্তু ঠিক ধরতে পারলেন না। তিনি বারবার তাকে ভর্তি করার কথা বলেও রাজী করাতে পারলেন না, অবশেষে কয়েকটা ওষুধ লিখে দিলেন। প্রফেসরের চোখ দুটো বন্ধ, গায়ের রঙ ফ্যাকাসে কালচে। অবিনাশ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল ডাক্তারকে। মিসেস নালা আফসোসের সুরে আমাকে বললেন, "ওর এই একটা সমস্যা, কিছুতেই হসপিটালে ভর্তি হতে চান না। শরীর খারাপ করলেই অ্যাবিনুশকে নিজের ল্যাবরেটরি থেকে ওষুধ আনতে বলেন আর সেটাই খান।„

শুনে আমি বললাম, "মিসেস নালা মে আই সি দ্য ল্যাবরেটরি প্লিস। "মাথা নাড়িয়ে ভদ্রমহিলা সম্মতি প্রকাশ করলেন। আমি তার পিছু পিছু কয়েকটা ঘর ছেড়ে খানিকটা দক্ষিণ দিকের অপেক্ষাকৃত বড় একটা হল ঘরে ঢুকলাম। মিসেস নালা আমাকে ল্যাবরেটরি দেখিয়ে বেরিয়ে গেলেন। নানান যন্ত্রপাতিতে ঘর ঠাসা।

হঠাৎ একটা বয়ামের দিকে আমার নজর যায়। কাছে গিয়ে দেখি ভিতরে একটা সন্দপ লবণের মত একটা সাদা স্ফটিক। কাঁচের ওপর লেখা– পিউরিন মিথাইল জ্যান্থিন এলকালয়েড। এ যে ক্যাফিন! আকস্মিক প্রফেসরের ক্ষীণ আর অ্যাবিনুশের চীৎকারে ছুট লাগালাম। বেডরুমের দরজা হাট করে খোলা। মিসেস নালা অ্যাবিনুশের একটা হাত ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন। খাটের নীচে মোটা গালিচার ওপর পড়ে আছেন প্রফেসর।

দৃশ্যটা দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। সেদিনের সেই শান্ত ছেলেটির চোখ দুটো লাল, শরীরে মনে হচ্ছে কোন আদ্ভুত প্রাণী ঢুকে ওকে হিংস্র করে ফেলেছে। কিন্তু ওটা কী ডান হাতে? কাছে যেতেই লক্ষ্য করলাম একটা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, তাতে হাফ কালচে সবুজ তরল। অবিনাশ পড়ে থাকা প্রফেসরের শরীরে সিরিঞ্জটা ঢোকানোর জন্য হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়লো। আমি মুহূর্তের মধ্যে ওকে সজোরে একটা ধাক্কা মারতেই অত বড় শরীরটা ছিটকে পড়ল কাঁচের টেবিলের গা ঘেঁষে।

অশতিপর প্রফেসরের হাত দুটো ধরে বেশ কষ্ট করে বিছানার ওপর বসালাম। ওর মুখে চোখে এখনও একটা আতঙ্কের ছায়া। অদূরেই মাথা গোঁজ হয়ে বসে ছিল অবিনাশ। আমি ওর দিকে এগিয়ে ঝাঁঝিয়ে বললাম, "জানো এর জন্য তোমার জেল হতে পারে! আর আমি পুলিশ ডাকবোই।„

অদ্ভুত ব্যাপার পুলিশের কথা শুনেও অবিনাশ চোখে কোন ভয়ের লেশমাত্র দেখতে পেলাম না বরং শান্ত ভারী গলায় বলল, "ইউ মে স্যার। আমি আমার প্রটেষ্ট করবোই।„

"কিসের প্রটেষ্ট? একজন বৃদ্ধ মানুষকে আঘাত করে কোন আন্দোলন হয় না, আদালত তোমার এই অনুভূতির কোন মুল্য দেবে না।„
"লিভ হিম মাই বয়। ওর এই রাগ অনেককালের। আর এর জন্য দায়ী আমাদের সাদা চামড়ার আমেরিকানরাই। একটা সময়ে ওদের আমরাই বঞ্চিত করেছিলাম। ও যখন ছোট ছিল তখন ওর বাবা মারা যান। কারণ কী জানো?„

আমি মাথা নাড়িয়ে না জানালাম। প্রফেসর বললেন, কালো চামড়ার কয়েকজন সুইমিং পুলে নেমেছিল কিন্তু তারা আর উঠতে পারে নি। মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিষ। আর যারা উঠেছিল তাদের কয়েকজন পক্ষাঘাতে তিলে তিলে বেঁচে থাকে। মৃতদের মধ্যে ওর বাবাও ছিল।„ এত কথা বলার পর প্রফেসর ডোনাল্ড হাঁপাতে থাকেন। মিসেস নালা তার মাথার কাছে বসে সাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।

"অবিনাশ কী ছিল তোমার সিরিঞ্জে, তাড়াতাড়ি বল। কী ইঞ্জেক্ট করেছো?„

"আমি বলি, ওটা ছিল হাই ডোজের ক্যাফেন। ব্যথা কমার জন্য আমি ওকে মাঝে মধ্যে ঠিক মাপ করে দিতে বলতাম কিন্তু আজ...„ কথাটা বলে প্রফেসর অ্যাবিনুশের মুখের দিকে তাকায়।
"আই এম সরি ড্যাড।„ কাঁদতে থাকে অ্যাবিনুশ ওরফে অবিনাশ। আমার অবাক হওয়ার পালা। এতক্ষণ পর মিসেস নালা মুখ খোলেন। ভদ্রমহিলার ঠোঁট তিরতির করে কাঁপছে "ওর বাবা মারা যাওয়ার সময় ওর বয়েস খুবই অল্প। পেট চালানোর জন্য প্রোফেসর ডোনাল্ডের কাছে আসি। উনি আমাদের আশ্রয় দিলেন এবং এক বছরের মাথায় আমাকে বিয়ে করেন। অ্যাবিনুশকে নামী স্কুলে পড়ানও। ওকে নিজেদের জাতির উপর ক্ষুব্ধ হতে আমি দেখেছি। উনি বলতেন এটা অন্যায় কিন্তু অ্যাবিনুশ নিজের অতীত কখনই ভুলতে পারে নি।„

অ্যাবিনুশের দিকে তাকিয়ে আমি শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, "যিনি তোমাদের এত উপকার করলেন তাকেই মারতে চাইলে?„

অ্যাবিনুশ আমার দিকে হতাশা আর ক্ষোভ মেশানো গলায় বলল, "স্যার যখন শুনলাম ট্যানিফ্লোরাম রোডিওলার লিকুইড ইঞ্জেক্ট করে ওর আয়ু বাড়াবেন তখন নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। কারণ ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে, ওকে আর বাঁচতে দেব না।„

দিন সাতেক কাটানোর পর কলকাতার জন্য এয়ারপোর্টে এলাম। এখন আমার প্লেন মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে চলেছে। না আমি সেই ওষুধের তৈরী করার প্রণালী নেই নি। নির্দিষ্ট চাবি ঘুরিয়ে প্রফেসর বার করেছিলেন সেই ধাঁধাঁর কাগজটি। অ্যাবিনুশকেও আমি ডেকে নিয়েছিলাম। ও দেখার কিছুক্ষণ পরেই আমাকে অবাক করে উত্তর দেয়। প্রোফেসর আর মিসেসে নালার কাছে আমি কৃতজ্ঞ; কারণ তাদের ছেলে এনিংমাটোলজিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতকাল বুক দিয়ে আগলিয়ে রেখেছিলেন কাগজটা।

যাওয়ার সময় প্রফেসরকে ডেকে বলেছিলাম, যে সকল ব্ল্যাক আমেরিকার সেই শারীরিক ক্ষতির মুখে আজও মৃত প্রায় তাদের জন্য ওটা ব্যবহার করতে। আমি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে লাগলাম সেই ধাঁধাঁটার–

"দেঁহু তুলসী এক রতি নারায়ণ হৃদে,
রাধা নাম গাহি পাপ মুকত ধরণীতে।
হনুমান আনি লেপিলো সাতেক রতি সঞ্জীবনী,
মৃত লক্ষ্মণ দেহে হইল লক্ষণ তীব্র এক জীবনী।
মুই অধম বঙ্কু টেলোমিয়ার বক্ষে,
সমুদ্র পারে রাখি গুপ্ত এক কক্ষে।"

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

জ্বিনের বাদশা ও সাবার রাণী

রউফ আরিফ

(ফেব্রুয়ারি সংখ্যার পর)

জিবরান হিকের কথার জবাব দিলো না। মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আদাব ভাবী সাহেবা। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।
মেয়েটি বলল, আমিও। ভেতর থেকে আমি আপনাদের দুই বন্ধুর আলাপচারিতা শুনেছি। আসেন খাবার দিয়েছি। খেতে খেতে গল্প করবেন।
-সেটাই ভালো। ক্লারা তুমি খাবার সাজাও। জিবরানকে আবার অনেক দূরের পথ যেতে হবে।
ক্লারা ওদের খাবার দিলো। খেতে বসে জিবরান বলল, দোস্ত তুমি এত সুন্দর একটা মেয়েকে বিয়ে করেছ, অথচ তুমি আমাকে জানাওনি।
-কি করে জানাবো দোস্ত। ওর বাবার বাড়ি সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে।
-তাই নাকি! তাহলে তুমি সেখানে গেলেই বা কি করে আর ক্লারার সাথে পরিচয়ই বা হলো কি করে?
-সে অনেক ঘটনা। সময় সুযোগ হলে তোমাকে একদিন শোনাব।
-অন্যদিন কেন, আজই বলো না।
-শুনবে। ঠিক আছে, শোনো তাহলে।

৫. তুষার কন্যা

সন্ধ্যার একটু আগে ওরা দু'জন বেড়াতে বের হয়েছিল। হিক আর বিল। বিল হিকের অধীনে কাজ করে। সে একজন রাজমিস্ত্রি।
হিক স্থপতি আর বিল তারই অধিনস্ত সামান্য একজন মিস্ত্রি হলেও দু'জনের বন্ধুত্ব গভীর। যাকে বলে গলায় গলায় খাতির। ওরা দু'জন সমবয়সী। দু'জনেই খুব আমুদে স্বভাবের।
হিক এখানে কাজ করতে এসেছে। কিন্তু দেশটার কোনো কিছুই সে চেনে না, জানে না। এখানে তার কোনো আত্মীয় স্বজনও নেই। কাজের সূত্রেই বিলের সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব।
ইউরোপের পর্বতঘেরা এই অঞ্চলটাকে ঘুরে দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগে হিকের মনে। কিন্তু একা একা বেশিদূরে যেতে সাহস হয় না। ভালোও লাগে না। তাই কথায় কথায় একদিন নিজের মনোবাসনা বিলকে জানায়।
বিল বলে, এর জন্য এত চিন্তা করছো কেন বন্ধু। আমরা ইচ্ছা করলে রোজ সন্ধ্যায় বের হতে পারি। আমার দেশের সমস্ত শহর বন্দর আমার চেনা।
-সত্যি বলছ?
-এতে সত্য-মিথ্যার কি আছে। চলো আজ থেকেই তোমাকে নিয়ে বের হবো।
তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায় হিক আর বিল বেরিয়ে পড়ে। এক এক দিন এক এক দিকে চলে যায়। নতুন নতুন শহর বা গ্রামে। যদিও ওরা এক সওদাগরের বাড়ি তৈরী করছিল, যে কিনা মানুষ। কিন্তু ওরা দুজন যে জ্বিন তা কেউ বুঝতে পারত না। ওরা আর সবার মাঝে মানুষের রূপ ধরেই থাকত। কাজ কর্ম করত।
সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে ওরা উড়ে যাচ্ছিল পনেরো কুড়ি মাইল দূরের এক শহরে। শহরটার নাম টরিনো। বিলের ভাষ্যমতে শহরটা অপূর্ব। দেখার মতো অনেক কিছুই আছে এই শহরে। আর নানারকম খাবার পাওয়া যায় এই শহরে। যা অন্য অনেক শহরেই পাওয়া যায় না। তবে সবই ইটালিও ডিস। কয়েকটা ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে। এই রেস্টুরেন্টগুলোতে নানা ধরনের মণ্ডা মেঠাই, মাছ মাংস, কোর্মা পোলাও, দই সন্দেশ। আরও নানা রকমের নাম না জানা খাবার।
সময়টা ছিল শীতের মাঝামাঝি। ফলে এই অঞ্চলের সব কিছুই এখন বরফে ঢাকা। কোথাও এক কণা মাটি নজরে আসে না। খুঁজে পাওয়া যায় না সবুজ গাছপালা। যেদিকে তাকাও শুধু বরফ আর বরফ। এক দেড় ফুট পুরু বরফের স্তর সবকিছু ঢেকে রেখেছে। বিশাল বিশাল গাছগুলো বরফে ঢেকে এমন আকার ধারণ করেছে, দেখলে মনে হবে ওগুলো সব বরফের গাছ। ওর ভেতরে কোনো ডালপালা বা ছাল বাকল নেই।
বিল আর হিক তাইরে নাইরে গাইতে গাইতে উড়ে যাচ্ছিল এমনি একটা পাহাড়ি এলাকা দিয়ে। হঠাৎ নিচের দিকে নজর পড়তেই চোখ আটকে গেল। কি ব্যাপার! এই বিরাণ ভূমিতে এমন লিলি ফুলের মতো পরীকন্যা কোত্থেকে এলো।
হিক বিলকে জিজ্ঞাসা করল, এদিকে আমাদের স্বজাতিদের কোনো গ্রাম বা রাজ্য আছে নাকি?
-না বস। কোনো রাজ্য বা গ্রাম নেই। তবে ওই মেয়েটাকে এই এলাকায় এর আগেও কয়েকবার দেখেছি। কোথায় থাকে, কি করে জিজ্ঞাসা করিনি। আলাপ করবে নাকি?
-করলে মন্দ হয় না। এমন বিজন এলাকায় আমাদের জাতি ভাইরা আছে, একটু খোঁজ খবর নিয়ে জেনে রাখা ভালো না?
-তাহলে নেমে পড়।
মেয়েটার সামনে ওরা ঝপ করে নেমে পড়ল। অকস্মাৎ অচেনা দু'জন জ্বিন যুবককে দেখে পরীকন্যা থতমত খেয়ে গেল। কাধের বোঝাটা নামিয়ে রেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। যুবকদ্বয়ের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল। ওরা ভালো না খারাপ। কি ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ওঠার আগেই হিক এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আরব দেশের বাসিন্দা। আমার নাম হিক। এখানে প্রাসাদ তৈরী করতে এসেছি। এই বরফের রাজ্যে তোমাকে দেখে কৌতুহল দমন করতে না পেরে নেমে পড়েছি। ভয় পেয়ো না। আমরা তোমার সাথে একটু আলাপ করতে চাই।
পরীকন্যার মুখে হাসি ফুটল। বিলোল কটাক্ষ হেনে বলল, তাই বলো। আমি তো ভয় পেয়েই গিয়েছিলাম। এই পার্বত্য বরফ রাজ্যে আমরা ছাড়া আর কোনো জ্বিন পরিবার বাস করে না। হঠাৎ তোমাদের নামতে দেখে তাই-
-না সুন্দরী। আমরা চোর ডাকাত নই। এবার তোমার পরিচয় বললে আমরা খুশি হই।
-আমার নাম ক্লারা। ফ্রান্সে আমার জন্ম। আমি ওই পাহাড়ের গুহায় আমার বাবা মায়ের সাথে থাকি।
হিক বলল, তুমি কি আমাদের সাথে কিছুক্ষণ গল্প করতে রাজি আছ?
-দুঃখিত। আমি এখন খুব ক্লান্ত। দয়া করে আমার পথ ছেড়ে দাও। আমি এখন ঘরে ফিরবো। ঘরে আমার অসুস্থ বাবা আছে। মা বোন আছে। তারা ক্ষুধার্ত। আমার পথ চেয়ে আছে। আমি তাদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছি। আমি গেলে তারা খাবে।

হিক দুঃখ প্রকাশ করে বলল, সত্যিই আমরা পোড়া কপালে। তোমার মতো একজন বন্ধু পেয়েও হারাচ্ছি।

ক্লারা আবার আগের মতোই হেসে উঠল। বলল, মিঃ হিক, তুমি বড্ড ছেলে মানুষের মতো কথা বলছ। -আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?
-অন্যায় বলোনি। তবে বুদ্ধিমানের মতোও বলছ না। হঠাৎ পথের মাঝে একটা মেয়েকে দেখে তার বন্ধু হতে চাইছ। এভাবে কি বন্ধুত্ব হয়? বন্ধু হওয়ার ইচ্ছা থাকলে আমাদের বাড়িতে এসো।
-তোমার আপত্তি না থাকলে অবশ্যই যেতে পারি।
বিল বলল, তোমার মা বাবা রাগ করবে না তো?
-রাগ করার মতো কোনো খারাপ আচরণ যদি তোমরা না কর তাহলে তারা রাগ করবে কেন? আমার তো মনে হয় তোমাদের সাথে আলাপ করে তারা খুশি হবে।
-তাহলে আমরা কি এখনি তোমার সাথে আসব?
-সেটা তোমাদের ইচ্ছা।
ক্লারা আর দাঁড়ালো না। চলতে শুরু করল। ওরা দু'জন ক্লারাকে অনুসরণ করল। সূর্য ডুবে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নামবে। ক্লারাদের বাড়ির দোর গোড়ায় গিয়ে হিক থেমে গেল। ক্লারা বলল, কি হলো, থামলে কেন? ভেতরে এসো।
হিক বলল, না। এখনি আমরা তোমাদের বাসায় ঢুকবো না। তুমি ক্লান্ত। তোমার বাবা মায়ের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছ। তুমি তাদের খাইয়ে দাইয়ে নিজে ফ্রেস হয়ে বিশ্রাম নাও। আমরা ফেরার পথে তোমাদের বাসায় যাবো। তোমার মাকে বলে রেখ।
ক্লারা জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখন কোথায় যাবে?
-টরিনো শহরে। শহরটা নাকি খুব সুন্দর।
-হাঁ। খুব সুন্দর।
-তুমি কি কখনো সেখানে গিয়েছ?
-হাঁ। রোজই তো যাই। ওই শহরেই আমি কাজ করি।
হিক বলল, তাই নাকি! তাহলে তো ভালোই হলো। শহরটা সম্পর্কে আমাদের বলো।
-আমি আর কি বলব। তোমরা যাচ্ছই যখন, গেলে তো নিজের চোখে সব দেখতে পাবে।
-তারপরও তোমার মুখে কিছু শুনি।
-ওখানকার মানুষগুলো মন্দ না। তবে খুব বদরাগি। কাউকে গায়ে পড়ে না ঘাটালে কোনো সমস্যা নেই। কেউ যেচে তোমাদের সাথে অভদ্রতা করবে না।
শহরের মাঝখানে `হোটেল এলিজাবেথ, নামে একটা পাঁচ তারা হোটেল আছে। ওখানে রাশিয়ান, ইউরোপিয়ান, ক্যারিবিয়ান নানা দেশের সব ভালো ভালো ডিস রান্না হয়। যা ইচ্ছা চেয়ে খেতে পার। দাম একটু বেশি, এই যা। তবে অভিজাত হোটেলে দাম তো একটু বেশি হবেই।
-ওখানে আর কি কি আছে? হিক জিজ্ঞাসা করল।
-অনেক কিছু। সুন্দর সুন্দর পোশাকের দোকান। পারফিউমের দোকান। স্টেশনারি, জুয়েলারি, বাচ্চাদের খেলনার দোকান, কি নেই ওখানে। যা চাইবে তাই পাবে।
-ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার কাছ থেকে অনেক তথ্য জানলাম। আশাকরি অল্পসময়ের ব্যবধানে আবার আমাদের দেখা হবে। খোদাহাফেজ।
ক্লারা হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে সেই গুহা-বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। বিল আর হিকও নিজেদের গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে হিক বলল, বিল আমাদের কিন্তু একটা কাজ ভুল হয়ে যাচ্ছে।
-যেমন?
-অচেনা জায়গা। রাতে আমরা চিনে আসতে পারব তো?
-কথাটা মন্দ বলোনি। দাঁড়াও একটা কাজ করি।
কথাটা বলেই বিল একটা ইউক্যালিপটাস গাছের ডালগুলো মটমট করে ভেঙ্গে ফেলল। গাছটা ন্যাড়া হয়ে গেল। লম্বা খুটির মতো শুধু গুড়িটা দাঁড়িয়ে রইল। কাজটা শেষ করে বলল, কি করলাম বুঝলে তো?
-বুঝলাম। তোমার মাথায় অনেকখানি ঘিলু আছে। সেই পরিমাণ বুদ্ধিও। এখন ওই নিশানা দেখে সহজেই জায়গা চিনতে পারা যাবে।
এরপর ওরা টরিনো শহরের পথে উড়াল দিলো। যেহেতু জায়গাটা নতুন, নতুন জায়গা দেখার আগ্রহ নিয়ে ওরা বাতাসে ভেসে চলল জেট প্লেনের মতো। গ্রামগুলোর উপর দিয়ে যখন ওরা উড়ে চলেছিল তখন সন্ধ্যার আধাঁর গাঢ় হয়েছে। তাই গ্রামের লোকজন তেমন একটা চোখে পড়ছিল না। সূর্য ডোবার সাথে সাথে ঠাণ্ডাও বাড়ছিল হুহু করে। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য গ্রামবাসীরা সন্ধ্যার আগেই ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।
শহরে প্রবেশ করে প্রথমে ওরা একটা পোশাকের দোকানে ঢুকল। দোকানটা ছিল বেশ বড়সড়। লম্বা হল রুমের মতো বিশাল দোকানটায় স্তরে স্তরে সাজানো শোকেসের ভিতরে নানা ধরনের পোশাক ঝুলছে। ক্রেতারা ঘুরে ঘুরে নিজেদের পছন্দমতো পোশাক বেছে নিয়ে যাচ্ছে কাউন্টারে।
হিক আর বিল পোশাকের দোকানে ঢুকে একটা আলনার পেছনে থামলো। অথচ কেউ তাদের দেখতে পেল না। খুব দ্রুত তারা সেখানে নিজেদের রূপ পরিবর্তন করে ফেলল। তারপর ঘুরে ঘুরে কিছু পোশাক বেছে নিয়ে কাউন্টারে গেল। দোকানিকে বলল জিনিসগুলো প্যাকেট করে দিতে। দোকানি সেগুলো প্যাকেট করে বিল কসে দিলো। ওরা টাকা দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে বেরিয়ে এলো।
এরপরে তারা গেল `হোটেল এলিজাবেথ,এ। সেখানে ভীষণ ভিড়। ওরা দু'জনও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। কোণের দিকে একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়ল। বেয়ারা মেনু কার্ড নিয়ে এলো অর্ডার নেবার জন্য। হিক এখানকার ভাষা পড়তে পারে না। ফলে বিল মেনুকার্ড নিয়ে ঝটপট কয়েকটা খাবারের নাম বলে দিলো। বেয়ারা খাবারের অর্ডার নিয়ে চলে গেল।
হিক চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। এখানকার হাল হকিকত বুঝে নিতে চেষ্টা করল। বেয়ারা বেশি সময় নিলো না। খাবারের ট্রে হাতে চলে এলো। খাবারগুলো টেবিলে সাজিয়ে দিলো। হিক দেখল, একটা বড় প্লেটে ঘি-ভাজা রুটি, একবাটি বনমোরগের রোষ্ট, এক প্লেট পেয়াজকুচি, টমাটো, গাজরকুচির সালাদ। একপট টমাটো সস। গরুর কলিজা কুচি দেওয়া এক বাটি ঘন ডাল।
সবগুলো খাবারই খুব সুস্বাদু। ওরা পেট ভরে খেয়ে নিলো। কিছু খাবার প্যাকেট করে নিলো। তারপর ওরা ক্লারাদের বাড়ির পথে রওনা হলো।
না। পথ চিনতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না। সেই ন্যাড়া গাছটা দেখেই সহজে বাড়িটা খুঁজে পেয়ে গেল। ক্লারাদের দরোজায় নক করে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো না। ক্লারা নিজেই দরোজা খুলে দিলো। ওদের অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসালো। হিক পোশাক আর খাবারের প্যাকেটগুলো ক্লারার হাতে দিলে সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। মৃদু হেসে বলল, এই দুষ্টু ছেলেরা, এসব তোমরা কি করেছ। এতসব খাবার কেন এনেছ?

(২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২৪ পৃষ্ঠার পর)

বিল হেসে বলল, রাগ করো না বন্ধু। আজ প্রথম তোমাদের বাসায় এলাম। খালি হাতে কেমন করে আসি বলোতো। ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে না।

-জ্বিন সমাজে এসব ভদ্রতা আছে কি?

-তা অবশ্য নেই। তবে আমরা দু,জনই মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক কিছু মানুষের মতো অভ্যাস করে ফেলেছি।

-এই তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো। আমি মাকে ডেকে নিয়ে আসি।

ক্লারার মা খুব ভালো মানুষ। তিনি দেখতে যেমন সুন্দরী। মনটা তার চেয়েও বেশি সুন্দর। বিল আর হিককে ক্লারার মা খুব খাতির যত্ন করল। কথায় কথায় ক্লারার মা জানালো তার স্বামীর কৃতকর্মের জন্যই আজ তারা সমাজ ছাড়া। আত্মীয় পরিজনদের থেকে বহুদূরে এই জঙ্গলে বাস করছে।

ঘটনাটা এইরকম। ক্লারার বাবা রাজমহলে কাজ করত। রাজার কোষাগারের দার রক্ষী। রাজা তাকে খুব বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করে রাজা তার হাতে নিজের কোষাগার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিল। কিন্তু ক্লারার বাবা রাজার সেই বিশ্বাসের মর্যদা রাখতে পারেনি। সে ছিল মহা লোভি। লোভের বশবর্তি হয়ে সে রাজার কোষাগারে চুরি করে। চুরি করে সামলাতে পারেনি। রাজা তার চুরি ধরে ফেলে। রাজা তার ওপরে ভীষণ রেগে যায়। বিচারে তার শিরচ্ছেদ করার নির্দেশ দেয়।

তখন ক্লারার মা তার দুই মেয়েকে নিয়ে রাজার কাছে যায়। রাজার হাতে পায়ে ধরে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চায়। ওদের কান্নাকাটিতে রাজার প্রাণে দয়া হয়। রাজা তাকে মাফ করে দেয়। তবে নিজের রাজ্য সীমা থেকে বের করে দেয়। রাজা বলে তাকে যদি আর কখনো এই দেশের কোথাও দেখতে পায় তাহলে তখনি তার শিরচ্ছেদ করা হবে।

তখন ক্লারার বাবা ওদের নিয়ে ফ্রান্স ছেড়ে এই বিজন পাহাড়ি এলাকায় এসে বসবাস করতে শুরু করে। আর কোনোদিন ফ্রান্সের সীমানায় পা রাখেনি।

বিল জিজ্ঞাসা করে, উনি এখন কি করেন? মা জবাব দেয়, কিছুই করে না। সারা জীবন অন্যায় কাজ করেছে তো খোদাতালা তাকে শাস্তি দিয়েছে। সে পঙ্গু হয়ে গেছে। দিনরাত বিছানায় পড়ে থাকে।

দুঃখজনক ঘটনা। ওদের এই দুরবস্থার কথা শুনে বিল ও হিকের মায়া লাগে। তাই সমবেদনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এখন আপনাদের সংসার চলে কি করে? এই দুর্গম এলাকায় তো কোনো ফলজ গাছ নেই। যেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করা যায়। সবই তো বরফে ঢাকা।

ক্লারার মা ম্লান হেসে বলে, জীবন দিয়েছে যে, আহার যোগায় সে। প্রবাদটা শোনোনি?

-তা তো শুনেছি।

-আমাদের অবস্থাও তেমনি। এই এলাকায় প্রচুর ফল ফলাদি পাওয়া যায়। পাখি পাওয়া যায়। মাছ পাওয়া যায়। খুঁজে নিতে পারলে খাবারের অভাব হয় না। তবে সেগুলো শীতকাল আসার আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়।

হিক বলল, আপনারা তো অন্যকোনো দেশে চলে যেতে পারেন যেখানে আপনাদের কেউ চেনে না।

-আমি অনেকবার বলেছি। কিন্তু ওই বুড়ো দানবটা রাজি হয় না।

-এখানে থাকলে আপনার মেয়ে দুটোর বিয়ে শাদি হবে কি করে?

-সেকথা কি আমি ভাবি না! ভাবি। কিন্তু ওই বুড়োকে বোঝাবে কে। বুড়ো না মরা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই।

সেদিন কথা আর বেশি দূর এগায় না। রাত বেড়ে গিয়েছিল। আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম। তারপর মাঝে মাঝেই বেড়াতে যেতাম। ক্লারার সাথে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। সেও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতো। এইভাবে কিছুদিন কাটার পর ক্লারার বাবা মারা গেল। ওরা তিন জন নারী ওই বিজন ভূমিতে কিভাবে থাকবে। তখন আমি ওর মাকে ক্লারাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিই। ক্লারার মা রাজি হয়ে যায়। ক্লারাকে আমি বিয়ে করি। তারপর ওদের নিয়ে এখানে চলে আসি।

-তাহলে তোমার শ্বাশুড়ি আর শালী এখন তোমার কাছেই থাকে?

-হ্যাঁ।

-যাক। খুব ভালো কাজ করেছ। তাহলে আমি এখন চলি। তুমি কাল আমার ওখানে চলে এসো। তুমি এলেই আমি কাজটা শুরু করতে পারব।

-আচ্ছা। *(চলবে...)*

মুখে-ভাতে

সুজাতা মিশ্র

ভানু তার কালো জীবন লক্ষ্মীকে ভালবাসে খুব। তার প্রকাশে কখনো মাতলামি থাকে তো কখনো রাগ, কিন্তু মধ্যে অন্তঃসলিলা টলটলে ভালবাসার নদী।

পোয়াতি বউটা চাট্টি ভাত খেতে চেয়েছে ভানুর কাছে। শুনে অবধি ভানুর সে কি চিন্তা, `তাইতো, মেয়েছেলেটাকে কিকরে তুলে দিই এমন বড়োলোকি খাবার!,

সময়টা দ্বাবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্ন। মানুষ এখন তাদের পূর্বপুরুষদের ক্রিয়াকর্মের গভীর ফললাভ করেছে। তাদের পাকস্থলী এখন হজম করে নিত্যদিনের প্রধান আহার্য হিসাবে ধুলো-কাদা-পাঁক, কাঁচের গুঁড়া পর্যন্ত। থিকথিক করা জনপ্রাণীতে ভর্তি পৃথিবীর প্রতিস্থান। এমন সময় কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ মাঝেমধ্যে ভাত খেয়ে থাকেন বিলাসিতায়, যারা এই সামান্য যজ্ঞে অংশ নেন, অর্থাৎ যারা এই বিলাসিতার ধান চাষ করেন, তাদের উপর থাকে অতন্দ্র পাহারা, বিনিময়ে পান ভূষি-খড়, খুদ পেলে তা সোনা পাওয়ার সামিল ছিল।

ভানু কোলের ওপর তার কালো লক্ষ্মীর মাথা তুলে নিয়ে চুলের মধ্যে বিলি কাটতে কাটতে বলে, `শোন না বউ, তোকে কাল ডুমুর সেদ্ধ করে দেব, আমি এক জাগায় সন্ধান পেয়েছি তার। বলিসনি যেন একথা কাকেও।,

ভাত চেয়ে ডুমুর পাওয়ার খুশিতে ভর পোয়াতি বউ স্বামীর কোলে পড়ে ঘুমিয়ে।

এ এমন একটা সময় চলছে, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধানের বীজ বসালেও রাসায়নিক প্রয়োগের মাটি বিদ্রোহ করে চরম। কিছুতেই সেই বীজের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণটাকে আনতে দেয় না বাইরের নিষ্ঠুর পৃথিবীর জল হাওয়ায়। যাদের হাতে হতো, সেখানের মাটি হয় নরম মনের নয় দুঃখ সহ্য করার মত বুকের পাটা আর সেখানের নেই।

ভানু চোর। চৌর্যবৃত্তিতেই চলে তার কুঁড়ে সংসার। চুরি করে আনে খড়, পুঁই মাচার শুকনো ডগা, আঁচলশুদ্ধ শুকোতে দেওয়া বাবুদের বাড়ির বউদের কাপড়। কখনো ভাত চুরির কথা ভাবেনি সে। গায়ে চুকচুকে তেল মাখতে মাখতে ভানু ভাবতে শুরু করে পোয়াতি বউটার ইচ্ছাটা কি সে কোনোভাবেই রাখতে পারবে না!

নির্মলবাবু বেশ ভালো অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। মাসে দুদিন ভাতে পাত পরে বাড়ির ছেলেদের। ভানু সুযোগ বুঝে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। সিঁদ কাটতে গিয়ে মাথার উপর ছিঁড়ে পরে শিকে। হাঁড়ি ভর্তি ধানের বীজ।

ভানুর বউ অনেক ভেবে বললে, `এ বীজে আমি একা না, আমার পেটেরটাকেও খাওয়াতে চাই। এই বীজে হবে ধান।,

এবার আরো মুশকিল ভানুর। তা কিকরে সম্ভব। একে চুরির জিনিস, তায় ধান চাষ হচ্ছে শুনলে গ্রামের মোড়ল এসে সব নিয়ে চলে যাবে। অনেক ভাবনা চিন্তা করে কুঁড়ের চাল দিল খুলে। মেঝের মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে পুকুর থেকে বালতি করে জল তুলে তুলে ভানু বসালে সেই বীজ খুব সাবধানে, খুব গোপনে।

রাত্রে সেই কুঁড়ের ভিতরে চষা মাটির এককোণে পড়ে থাকে দুজনে। অপেক্ষা করে বীজ অঙ্কুরের। হঠাৎ একদিন ভানুর বউয়ের পেটে ওঠে ব্যথা। কুঁড়ের বাইরে কাপড় খাটিয়ে দাই বের করলো ছেলে। অবাক হয়ে বললো, `এ আবার কি ভানু, ঘরের ভিতরে হবে ছেলে, তা নয়, বাইরে। কেন রে এমন করে বৌটারে কষ্ট দিচ্ছিস? চালটাও তো ছাইবি নাকি। বলি কবে বুঝবি?, ভানুর বউ মুচকি হাসে প্রসব বেদনার মধ্যেও।

ভানুর ছেলে হাত ছোড়ে পা ছোঁড়ে, আর ধান গাছের কচি শিসে লাগে গন্ধ। নাকে টেনে নেয় সেই গন্ধ দুজনে। হাতের মুঠোয় ধরে এনে ভানু শুঁকিয়ে দেয় ছেলেকেও।

অঘ্রানের নরম রোদের আমেজ ভানুর গায়ে পিঠে আর মনে। পাকা ধানগুলো তার কুঁড়ের ভিতরে সোনার মত খেলে যাচ্ছে। হাত দিয়ে আদর করে ভানু বলছে আমার বউটা কত আনন্দে ভাত খাবে, আমার ছেলে খাবে। আমার ছেলের মুখে ভাত হবে।

ভানুর বউ শুনে আনন্দে কেঁদে ফেলে- আমাদের ছেলের মুখে ভাত হবে।

অনেক খুঁজে নির্মলবাবু তবে পেয়েছেন চোরের খোঁজ। পুলিশ সঙ্গে নিয়ে তবে এসেছেন ভানুর বাড়ি। ধান সিদ্ধ শুকনোর পরে সেইদিনই ভানুর ছেলের মুখে ভাত। ভানু কোলে বসিয়ে মুখে দিচ্ছে তুলে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের দলা আর বউটা ফুঁয়ে ফুঁয়ে ভরিয়ে তুলছে শাঁখ। পুলিশ এসে ঘিরে ধরেছে ভানুর ভাঙা কুঁড়ে, খুঁজে পেয়েছে চুরির প্রমাণ। রোদে পুড়ে জলে ভিজে বস্তার উপর ছেলেকে শুইয়ে কাটিয়েছে তিনমাস ভানুরা। নির্মালবাবু ভাত দেখেই চিনে ফেললেন তার পূর্বপুরুষের গন্ধ।

পুলিশ অফিসার বড় মায়াবী। থালার ভাতের শেষ খাবলটা ভানুর ছেলের মুখেই তুলে দিলেন নিজে আর না খেয়ে। বললেন, `ভানু, তুই অনেক কষ্টে এত সুন্দর ভাত তৈরি করেছিস তোর কুঁড়েয়, বল কি চাই তোর। আমি কথা দিচ্ছি যা চাইবি তোকে দেব তাই, আজ আমি খুব খুশি।,

ভানুর বউয়ের হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেছে শাঁখ। কুঁড়ের বাইরে এসে জড়ো হয়েছে দাইমা সমেত আরো অনেকে। `তাইতো পেটে পেটে এত। কিচ্ছু বুঝলাম না, এসব আওয়াজকে চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ভানু। যে কোদাল কুপিয়ে মাটির বুকে বানিয়েছে ধানের ঘর, সেই কোদাল কাঁধে নিয়ে, ক্রোধ রক্তচোখে চিৎকার করে উঠে বলে, `সাহেব, আমার সন্তান যেন থাকে মুখে-ভাতে।,

ভানুর চোখ-মুখ-বুক একসঙ্গে বলে ওঠে, `আমার সন্তান যেন থাকে মুখে ভাতে।,

পুলিশ নির্মলবাবুকে বললেন আপনি তো ভারী আশ্চর্য মশাই, `ধান দেখেই মান চিনে গেলেন? চলুন চলুন এখান থেকে।,

বাইরে এসে বললেন, `কষ্টের ফল মিষ্টি আর কঠিন হয় নির্মলবাবু, ফিরে যান।,

হাঁড়িতে পড়ে থাকা অবশিষ্ট ভাতের দানা,কটা এবার ভানু যত্নে কুড়িয়ে তুলে দেয় বউয়ের মুখে।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

NAS MEDICAL CENTRE

NAS Medical Centre

Dr Nazma Rahman
Dr Md Akthar Hossain
Dr Noorjahan Shelley

Suprovat Sydney Copy Right Protected

* পর্যাপ্ত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে
* বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার
* সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা
* নামাজের জন্য আলাদা রুম

৭দিন খোলা থাকবে
সোমবার থেকে রবিবার - সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

ফোন : 02 9758 9947, ফেক্স : 02 9740 7664
ইমেইল: info@nasmedical.com.au
www.nasmedicalcentre.com.au
Address: 1021 Canterbury Road &
Cnr Willeroo Street Lakemba NSW 2195

Anowara Health Care Centre
web: www.anowarahealth.com.au

Dr. Md. Modasser Hossain
MBBS, USMLE, Dip. Dermatology, FRACGP

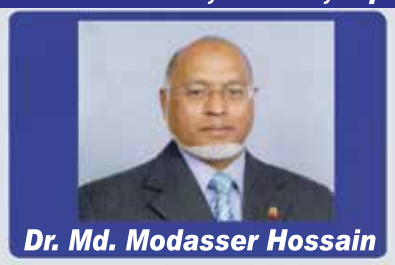
Dr. Md. Modasser Hossain

স্বাস্থ্যসেবায় আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
- Specialistis Services
- Cosmetic Medicine
- Cosmetic Product
- Psychologist
- Psychiatrist
- Physiotherapy
- Skin Cancer
- Skin Diseases
- Immunisation

We are open 7 Days &
7 Nights 9 am to 10 pm.

Lady doctor available
Doctors Working :
Dr. Md. Modasser Hossain:
MBBS,USMLE,Dip.Dermatology,FRACGP
Dr. Musarrat Jahan Monsur
Dietitian : Ms Julie Sachdev
Psychologist : Ms Tanuza Rahman
Chiropractor : Dr Nafisha Binte Anwar

সুস্থ দেহ সুস্থ মন ধরে রাখুন সারাক্ষন

BULK BILLING AVAILABLE

Our Services
Spirometry
Blood Test
ECG
Holter Monitor
Sleep Study
Weight Loss
Travel Vaccine
Flu Vaccine
Implanon implant
Hajj Omrah Vaccine

Suprovat Sydney Copy Right Protected

VR GP wanted for Anowara Health Care Centre. Please Contact Dr Hossain on: 0421 017 694
10 & 12 Bellevue Ave, Lakemba NSW 2195 Tel: (02) 9758 5503, Fax: (02) 9703 0963

Perfect Furniture Removal Mob : 0404 611 279

All Areas of Sydney Available!
Affordable
Excellent Service!

* Specialised in House, Office & Unit Removals
* Single Item Removals
* Rubbish Removal Service
* Reasonable Rate for Professional Service

Friendly Moving Out - IN
* Cleaning Services
* Carpet Shampoo Cleaning

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Removals for students & travellers, studio & 1 Bed, 2 Bed, 3 Bed, Ikea Delivery, Ebay Delivery Withe Goods, All sort of furniture
(wardrobe, table, chairs, sofa, sofabed, desk, single / double / queen size bed, etc)

We accept Storage Stuffs
Temporary, Long term Avail_
boxes, luggage, storage, furniture etc
START FROM $2 /day

B & M Mechanical - Tyre Services

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী দ্বারা পরিচালিত

Monsur: 0449 151 517

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0449 151 517, 0404 365 172
81-83 Lakemba Street, Belmore, NSW 2192

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনিতে প্রায় ডজন মেলা!

শেখ জমশেদ আলী, নিউক্যাসেল

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের ইস্টলেক্স, হিলসডেল, লাকেম্বা, ব্ল্যাকটাউন, রকডেল, কোগারাহ, মিন্টু, ক্যাম্বেল টাউন, রুটিহিল, ব্ল্যাকটাউন, কোইকার্সহিল, ব্যাংকস টাউন এ বেশির ভাগ বাংলাদেশি বসবাস করেন। এক শ্রেণির প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে হটাৎ মেলা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো। হায়রে বৈশাখ ! শুধু বৈশাখ নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মাত্র আটটি মেলা। সিডনিতে দুই মাসে প্রায়১২টি মেলা হবে বলে জানা গেছে , কি আছে এ মেলার ভিতর ? কেন এ প্রতিযোগিতা ? মেলার পিছনে আসল মেলা কি ? অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ স্থানীয় কাউন্সিলররা পর্যন্ত এ ধরনের মেলা জ্বরে জর্জরিত।

এবারে রবৈশাখ নিয়ে সেই রকম একটা প্রতিযোগিতা শুরু করেছেন একটি বিশেষ মহলও। শোনাযাচ্ছে , অন্য যে কোনো চাকুরী বাবসা থেকেও এ মেলা বাণিজ্যে অধিক মুনাফা।

মেলার পিছনে কি বাণিজ্য কাজ করছে, এটা অনেকের প্রশ্ন। দেশ থেকে `আদম বাণিজ্য, অভিযোগ করেছেন অনেকে। মেলাকে সামনে রেখে দেশ থেকে শিল্পী এনে থাকে, শিল্পীর সাথে বাড়তি কিছু হেন্ডস আসে যারা নাকি আর ফেরত যায় না- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনো এক সংগঠনের প্রবীণ নেতা আমাদেরকে জানান। অনেকে বলে –বাঙালিরা যেটা ধরে সেটা পঁচাইয়া ছাড়বে

দিনের শেষে মানুষ একটি দেশি ইমেজ পেতে মেলায় যায়। তবে মেলায় আগের মতো সজীবতা নেই – প্রাণ নেই। বেশির ভাগ মেলায় অপসংস্কৃতির চর্চা ও ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা । অনেকে এধরনের কমার্শিয়াল মেলায় যেয়ে অপসংস্কৃতি উপভোগ করতে নারাজ বলে আমাদেরকে জানান।

দেশীয় সংস্কৃতি ও আমাদের ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিলে হয়তোবা দর্শক আরো বেশি পাবেন, উপভোগ করতে পারবেন আমাদের দেশীয় ইমেজ। তাই সবাইকে মেলার ব্যাপারে আরো সচেতন হতে হবে এবং যত্নবান হতে হবে। যেমন নাকি সচেতন ,কে কোন মেলায় যাবে। বিশেষ কারণে সবাই সব মেলায় যায়না। তাইতো মেলার আয়োজকরা বেঙের ছাতার মতো রাস্তার মোড়ে মোড়ে এমনকি পায়ের নিচে (খোলা রাস্তায়) বিজ্ঞাপন দিতে মরিয়া হয়ে উঠে।

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS
9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196
All Mechanical Repairs
*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book
We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community
Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

ABU LEGAL
ABU Legal
MEMBER OF THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
ABN: 71 645 569 415
Committed to Service with Difference
Abu Siddque
LL.B(Hon's), LL.M (Legal Practice)
Solicitor and Barrister
We specialise in:
Immigration Law / Migration
• Sub Class 482 Visa/TSS Visa
• Sub Class 186 Visa
• Sub Class 187 Visa
• Sub Class 190 Visa
• Sub Class 189 Visa
• Sub Class 489 Visa
• General Skilled Migration
• Asylum/Refugee
• Student Visa Application.
Business Migration
• Sub Class 188 Visa
• Sub Class 132 Visa
Family Law
• Divorce Application
• Custody of the Children
Administrative Law
• Appeal to AAT
• Federal Circuit Court
• Federal Court
• High Court of Australia
Phone: 02 8540 3701, Fax: 02 9475 0037
Mobile: 0403343814
Email: abus@lawyer.com
web: www.abulegal.com.au
Our Office : Suite 204, Level .02, 309 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10

বাড়ীর আঙিনায় মৌমাছি পালন

(পর্ব-৩)

সাইফুল কাজী

মৌমাছি পালনে আমাদের সবারই কিছুটা ভয় ভীতি আছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে এটা সত্য মৌমাছিকে বিরক্ত না করলে ওরা সহজে আমাদেরকে বিরক্ত করে না। তারা তাদের কাজ মধু সংগ্রহের সব সময় ব্যস্ত থাকে।

মৌমাছি নভেম্বর থেকে এপ্রিল এই ছয় মাস বেশী মধু সংগ্রহ করে থাকে। এর প্রধান কারণ হল তখন চারিদিকে অনেক ফুল ফুটে, তাতে করে মৌমাছি প্রচুর পরিমানে নেকটার আর পলেন (পরাগ) সংগ্রহ করতে পারে। লম্বা দিন আর উষ্ণ তাপমাত্রাও তখন মৌমাছির মধু সংগ্রহের জন্য আনুকূলে থাকে। শীতের সময় মৌমাছি তাদের সংগ্রহ করা মধু খেয়েই বেঁচে থাকে। তাই যারা মৌমাছি পালন করেন তারা কখনও ব্রুডবক্স থেকে মধু সংগ্রহ করেন না। এই মধু মৌমাছির নিজের খাওয়ার জন্য থাকে। শুধু সুপার বক্স থেকেই মধু সংগ্রহ করা হয়।

একটা মৌ-বাক্সে সাধারনত একটা মাত্র ব্রুড থাকে তবে একাধিক সুপার রাখা যায়। সাধারনত একটি মৌ-বাক্সে দুইটির বেশী সুপার রাখতে দেখা যায় না। বাড়ির আঙিনায় নতুন মৌ-বাক্স স্থাপন করা বা বসানোর জন্য নভেম্বর মাস সবচেয়ে উপযোগী সময়।

একটা সম্পূর্ণ মৌ-বাক্সে বেশ কয়েকটি অংশ থাকে। সবার নিচের অংশকে বেইজ বলে যার উপর সম্পূর্ণ মৌ-বাক্সটা বসানো হয়। বেশীর ভাগ মৌ-বাক্সেই বেইজে রাখা প্রবেশ পথ দিয়েই মৌমাছি মৌ-বাক্সে আসা যাওয়া করে থাকে। তার পর থাকে ব্রুড। এই বক্স আর সুপার দেখতে এবং মাপে সাধারনত একই রকম। ব্রুড বক্স এর উপর রাখা হয় সুপার। আর এই দুই বক্সের মধ্যে থাকে এক্সক্লুদা যার কাজ হল রাণী মৌমাছিকে ব্রুড থেকে সুপারে আসতে না দেয়া। এতে করে রাণী মৌমাছি সুপারে কোন ডিম পাড়তে পারে না। কিন্তু কর্মী মৌমাছিযা রাণী মৌমাছির চেয়ে ছোট হওয়ায় অনায়াসে উপরে গিয়ে সুপারে মধু সংগ্রহ করে রাখতে পারে।

উভয় বক্সেই সাধারনত সমান সংখ্যক ফ্রেইম থাকে আর এই ফ্রেইমই মৌমাছি ওয়েক্স দিয়ে মৌচাক বানিয়ে তাতে মধু সংগ্রহ করে রাখে। সবার উপরে থাকে লিড। মৌ-বাক্সে বাতাস সরবরাহ আর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকার জন্য লিডে কিছু ছোট ছোট ছিদ্র করা থাকে।

বাড়ির আঙিনায় মৌমাছি পালন এবং মৌ-বাক্স স্থাপন সম্পর্কে যাবতীয় সহায়তার জন্য আমাদের facebook: "Sydney-Bangla Gardening„ এবং online shopping page: "Hotcake Plants & Gardening„ এভিজিট করতে পারেন।

সবাইকে আমার তিন পর্বের `বাড়ির আঙিনায় মৌমাছি পালন, পড়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার লেখা আপনাদেরকে মৌমাছি পালনে একটু অনুপ্রেরণা যোগাতে পারলেও আমার লেখা স্বার্থকতা পাবে।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

MRH Business Accountants

MRH BUSINESS ACCOUNTANTS

CHARTERED ACCOUNTANTS AND BUSINESS CONSULTANTS

TAX - GST - AUDIT - SUPER

Rockdale Branch:
Head office
Suite 5, 534 Princes Highway
Rockdale NSW 2216
PH: 02 89603647, Mob: 0448802152
Email: rashed@mrhbusinessaccountants.com.au

Suprovat Sydney Copy Right Protected

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

Lakemba Branch:
89 Haldon Street
Lakemba, NSW 2195
PH: 02 8041 7359
Mob: 0401 191 231
Email: faisal.halim@mrhbusinessaccountants.com.au

*Yearly income $20,000 or under is considered as low income.

DARWICH BUTCHERY HALAL

We are specalized
In Akika, Sadaqa
Qurbani

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

■ ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯ ■ ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯ ■ ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
■ 2 Kg Beef curry $14.99 ■ 2 kg Goat curry $18.99 ■ 2 kg Lamb curry $18.99 ■ 2 kg Breast fillet $14.99

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, March-2019
Year-10
30

বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে বললে প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভুল বলা হবে,আসলে বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলা এখন একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। পুরো দেশের আনাচে কানাচে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো আইনের শাসন বিদ্যমান আছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারে। প্রতিটি জেলায় প্রতিটি এলাকায় দুর্নী তি,রাহাজানি,ধর্ষণ,গণধর্ষণ,খুন,চুরি,ডাকাতি ইয়াবা ও মাদক ব্যবসা ইত্যাদি চরম আকার ধারণ করেছে।

প্রশাসনের নাকের ডগায় এই সমস্ত অপকর্ম করেও অপরাধী আসামিরা গ্রেপ্তার হচ্ছে না কারন বেশিরবাগ সময় দেখা যায় অপরাধীরা হলো সরকারি দলের নেতাকর্মী কিংবা অন্য কোনভাবে সরকারী দলের সাথে জড়িত। প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের হাত পা বাধা। তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। দেশে অলিখিত আইন হচ্ছে,সরকারি দলের নেতা কর্মীরা যতো বড় অন্যায় করুক না কেন,তাকে গ্রেপ্তার করা যাবেনা। ভুল করে বা না চিনে কাউকে গ্রেপ্তার করে ফেললে সে অফিসারের কপালে নেমে আসে বিরাট আজাব। বদলি-সাসপেন্ড ,ডিমোশন বা শাস্তিমূলক অন্য কিছু। অনেক সময় চড়-থাপ্পড় খেতে বা নাজেহাল হতেও শুনা যায়। সরকারি দলের প্রকৃত আসামিকে গোপন করতে নিরীহ –বয়স্ক, কিংবা অক্ষম গোবেচারা লোকজনকে ধরে এনে আসামি বানানো হয়। যা নাকি সত্যি দুঃখ জনক এবং লজ্জাজনক।

বাংলাদেশের প্রশাসন উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর বিশেষ কায়দা রপ্ত করেছে খুব ভালো ভাবেই। দোষীকে আড়াল করার জন্য নিরীহ জনসাধারণকে একের পর এক অন্যায়ভাবে হয়রানি করছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহজ শিকার হলো বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ। ঘরে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে না পেলে আরো বিপদ। ঘরের ছোট-বড় ছেলেমেয়েদেরকে হেনস্তা করতেও তারা পিছপা হয়না। বিরোধীদলীয় নেতাদের মা বাবা এমনকি স্ত্রীদেরকেও ছাড়ছেনা। উপরন্ত থানায় নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগও আছে তাদের বিরুদ্ধে।

গোটা দেশে এভাবে প্রতিটি জায়গায় আইন শৃঙ্খলা আস্তে আস্তে গত ১০ বছরে ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান স্বৈরাচারী ভোট চোর সরকার ক্ষমতা দখল করার পর সব ধরনের অপকর্মই চরম আকার ধারণ করেছে। এতো বেশি শিশু ধর্ষণ ও গনধর্ষণ এবং ধর্ষণের পরে হত্যা গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে হয়নি। এক্ষেত্রে প্রশাসন শতভাগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ধর্ষণ বা হত্যা রোধে সরকারি কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা বা ঘোষণা দেখা যায়নি। ধর্ষণ যখন স্বাভাবিক এক ঘটনায় পরিণত হয়েছে, সর্বস্তরে নেশা, হত্যা, গুম, রাহাজানি, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি যখন প্রকাশ্যে চলছে ঠিক সে মুহূর্তে সন্ত্রাসের রানী প্রশাসনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা দেয় -যা নাকি জাতির জন্য আসলেই লজ্জাজনক এক বিষয়।

বিগত মাসগুলোতে একের পর এক অস্বাভাবিকভাবে পথে-ঘাটে, গাড়িতে, ট্রেনে, বাসে ধর্ষণ হয়েছে। প্রশাসন তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি অজানা কোনো বিশেষ কারণে। কি সেই বিশেষ ও গোপন কারণ? লাগামহীন ধর্ষণের চুক্তি কি কেউ করেছিল সরকারের সাথে? এ ব্যাপারে চরম ব্যর্থতা ও উদাসীনতা এটাই প্রমান করে- একদিকে নিস্পৃহ থেকে আইন শৃঙ্খলা ধ্বংসকরা হচ্ছে এবং অন্যদিকে অপরাধীদেকে সরকারীভাবে যেন উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রশাসনের শতভাগ ব্যর্থতা এক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কর্তৃক যেন সকল সন্ত্রাসীদেরকে উৎসাহিত করার শামিল।

আওয়ামী আমলে সন্ত্রাস দমনে চরম ব্যর্থতা সারা বিশ্বে যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য তেমনি প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকেও এ নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক সময় মারাত্মক বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। মুখ দেখানো অসম্ভব হয়ে যায়। নিজের দেশের নাম, সোনার বাংলার নাম আগের মতো বুক ফুলিয়ে বলার মতো উপায় আর নেই।

এখন আবার শুরু হয়েছে আগুন লাগানো। পুরনো ঢাকার চকবাজার দিয়ে শুরু। একের পর বিভিন্ন জায়গায় আগুন। এ আগুন কোনো একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী বাহিনী অত্যন্ত কৌশলে একের পর এক লাগিয়ে যাচ্ছে, এটা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে। কেন করছে তারা এসব? কারা দায়ী? কি কারণে আমাদের দেশের অভ্যন্তরে এ ধরনের নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগুন লাগিয়ে দেশকে অচল করে দিচ্ছে? দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হলে কাদের লাভ? কারা আমাদের দেশকে গত ১০ বছর শোষণ করেছে? কারা আমাদের দেশকে আজীবন শোষণ করতে চায়? কারা আমাদের দেশকে তাদের অংগরাজ্য বানাতে চায়? কারা চায় আমাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে তাদের উপর শতভাগ নিভরশীল অবস্থায় উপনীত করতে? কারা বাংলাদেশে সকল ধরনের কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটতে চায়? কারা বাংলাদেশকে লুটে পুটে খাচ্ছে? আগুন আগুন আগুন - চারদিকে আগুন! দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে আগুন। এ কি সরকারি অবহেলা না আগুনের চুক্তি?

এর পরে কি? আগুনের পরে কি? সরকারের সাথে আর কি গোপন চুক্তি হয়েছে?

দেশকে ধ্বংস করে তারা ভারত সরকারকে এমন কি দিয়ে এলো যা জনসমক্ষে বলতে দ্বিধা বোধ করে? কি কি চুক্তি করে এলো যা নাকি প্রকাশ্যে বলতে পারেনা?

প্রবাসী ব্যান্ড সঙ্গীত দল এইটস নোটসের মহতী উদ্যোগ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

প্রবাসী ব্যান্ড সঙ্গীত দল এইটস নোটস ৮ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে সিডনির গ্লেনফিল্ড কমিউনিটি সেন্টারে গত ২ ফেব্রুয়ারি কনসার্টের আয়োজন করে। আগামী তিন বছরে কনসার্ট থেকে সংগ্রহিত তহবিল দিয়ে সিডনিতে একটি বাংলাদেশী কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয় কনসার্ট থেকে।

এদিকে এইটস নোটসের মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রথম লেখক ও সাংবাদিকদের একমাত্র সক্রিয় সংগঠন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল।

কাউন্সিলের সভাপতি ড.এনামুল হক ও সাধারণ সম্পাদক মো.আব্দুল মতিন স্বাক্ষরিত একটি লিখিত বার্তায় তারা এইট নোটস সময় উপযোগী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি সিডনি প্রেস ও মিডিয়া কাউন্সিল মিডিয়া সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

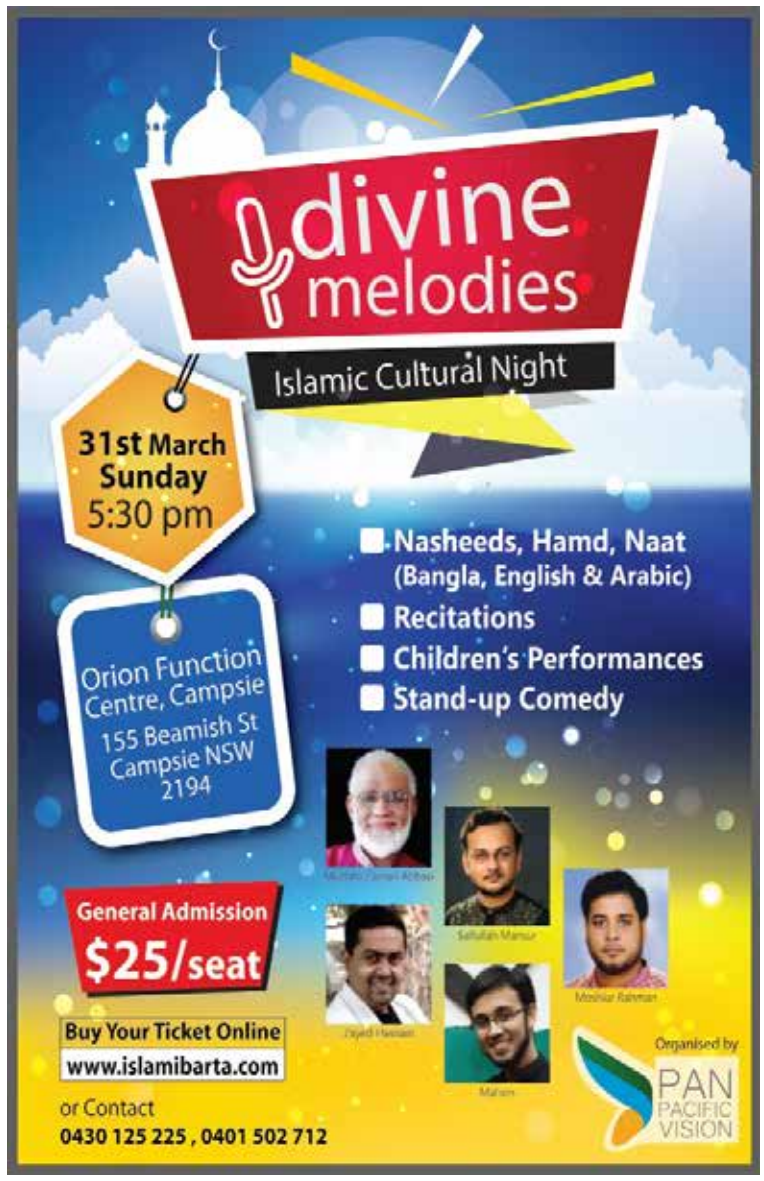

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, March 2019, Volume-3, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

যুদ্ধ : ভারত VS পাকিস্তান

এই যুদ্ধে লাভবান হবে কারা?

আই এম সৈনিক, ঢাকা

আমরা হয়তো অনেকেই ভাবছি- ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ লাগলে লাগুক, আমাদের তাতে কি? ওরাতো কেউ আমাদের আত্মীয় লাগে না।

আর তাছাড়া আমরাতো নিরাপদ দূরত্বেই আছি। আমাদের তো কোন ক্ষতি হবে না। আবার অনেকেই মুসলমান দেশ বলে পাকিস্থানের পক্ষ নিয়ে উস্কানিমূলক স্ট্যাটাস দিচ্ছি কিংবা হিন্দু বলে ভারতের পক্ষে প্রচারণা করছি। আমাদের জাত ভাই অন্য জাতিদের মারছে, কেউ কেউ এটা ধর্মীয় কাজ কিংবা দায়িত্ব মনে করছি। সাবাস কিংবা বাহবা জানাচ্ছি। ধর্ম কখনোই জঙ্গিবাদের সমর্থন করে না। ধর্মীয় আরও অনেক ইবাদত রয়েছে যেগুলো আপনার আমার জন্য অবশ্যই করণীয়। যুদ্ধ রেখে আগে সেগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া সমীচিন নয় কি?

আমার কথা হলো-পৃথিবীর যে দেশেই যুদ্ধ লাগুক, প্রত্যক্ষ ক্ষতি না হলেও পরোক্ষ ক্ষতি কিন্তু সবারই হয়। কেউ সেটা বুঝতে পারে আবার কেউ পারে না। কখনো কখনো পরোক্ষ ক্ষতিও প্রত্যক্ষ ক্ষতির চেয়ে ভয়ংকর হয়। যেমন চেনা শত্রু থেকে অচেনা শত্রু ভয়ংকর । চেনা শত্রু থেকে যতটা সেইভ থাকা সহজ, অচেনা শত্রু থেকে সেইভ থাকা ততটাই কঠিন। ধরুন যুদ্ধের কারণে ভারতে উৎপাদিত কাঁচামাল রপ্তানিতে সাময়িক সমস্যা হল। ফলে চীন তা আমদানী করতে পারলো না কিংবা উক্ত কাঁচামাল অন্য দেশ থেকে চড়া দামে সংগ্রহ করলো। সংগৃহিত কাঁচামালের দুস্প্রাপ্যতার কারণে চীনা পণ্যটির উৎপাদনের সময় ও খরচ বেড়ে গেল।আবার ভারত ও আমাদের ট্রানজিট ব্যবহার করতে না পেরে তাদেরও চওড়া মাসুল দিতে হবে। এবার আমরা যখন ঐ পণ্য চীন থেকে আমদানী করবো,তখন আমাদেরও বাড়তি মুল্য ও সময় বর্তকী দিতে হবে। আমি এই বিষয়টি উদাহরণ হিসেবে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি, যুদ্ধ যেখানেই লাগুক,পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হয়তো রক্তে নয়, তবে ক্ষতি হয় জীবনে।

প্রত্যেকটা দেশ কোন না কোন ভাবে অন্য দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছে। প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীর অন্য মানুষকে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে। চার্লস ব্যাবেজ একজন বিধর্মী ছিলেন। আমরা তাকে চিনিও না কিংবা সেও আমাদের চিনে না। অথচ তার উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলো থেকে আসা কম্পিউটার আমরা সবাই ব্যবহার করছি। কোন যুদ্ধে কিংবা কোন দুর্ঘটনায় যদি মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুক সৃষ্টির আগেই মারা যেত, তাহলে আজকে আমার লেখা অসম্ভব ছিল। হয়তোবা ফেস বুক না হয়ে অন্য কোনো মাধ্যম আবিষ্কার হতো ,এটাও সত্যি। সুতরাং কোন দেশের মানুষকে শুধু ঐ দেশের কিংবা কোন ধর্মের মানুষকে শুধু ঐ ধর্মের মানুষ ভেবে সীমিত করে দেয়া মনে হয় ঠিক নয়।এখন মানুষ বিশ্ব নাগরিক। ঐ দেশের ক্ষতি হলে আমার লাভ হবে এমন ভেবে সংহিসতাকে উস্কানি দিবেন না। হয়তো আপনি যা দেখছেন প্রত্যক্ষ লাভ,কিন্তু পরোক্ষ ক্ষতিটা তার চেয়েও বেশি। যার রেজাল্ট সারা পৃথিবীতে পড়বে। হয়তো ভাবছেন ভারত পাকিস্থান যুদ্ধের কারনে সৌদির সাথে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হবে। ফলে সৌদি ভারত থেকে ম্যানপাওয়ার নেবে না। এজন্য বাংলাদেশীদের সৌদি যাওয়া সহজ হবে। মানে বাঙালীদের লাভ হবে। এ ধারনাটাও অযৌক্তিক নয়, তাই বলে নিজের লাভে অন্যের রক্ত দিয়ে স্নান করবেন। আপনি যা ভাবছেন তার উল্টোও হতে পারে, যেমন প্রবাসীদের দেশে ফেরত পাঠানো হল, তখন আমাদের সৌদি প্রবাসী ভাইদের কি হবে? যুদ্ধ লাগলে যুদ্ধ শুধু ভারত পাকিস্থানেই হবে না, তার রেশ সব দেশেই ছড়াবে। যুদ্ধ মানে অস্ত্র দিয়েই শুধু আঘাত করা না। অর্থনৈতিক আঘাতও হতে পারে।

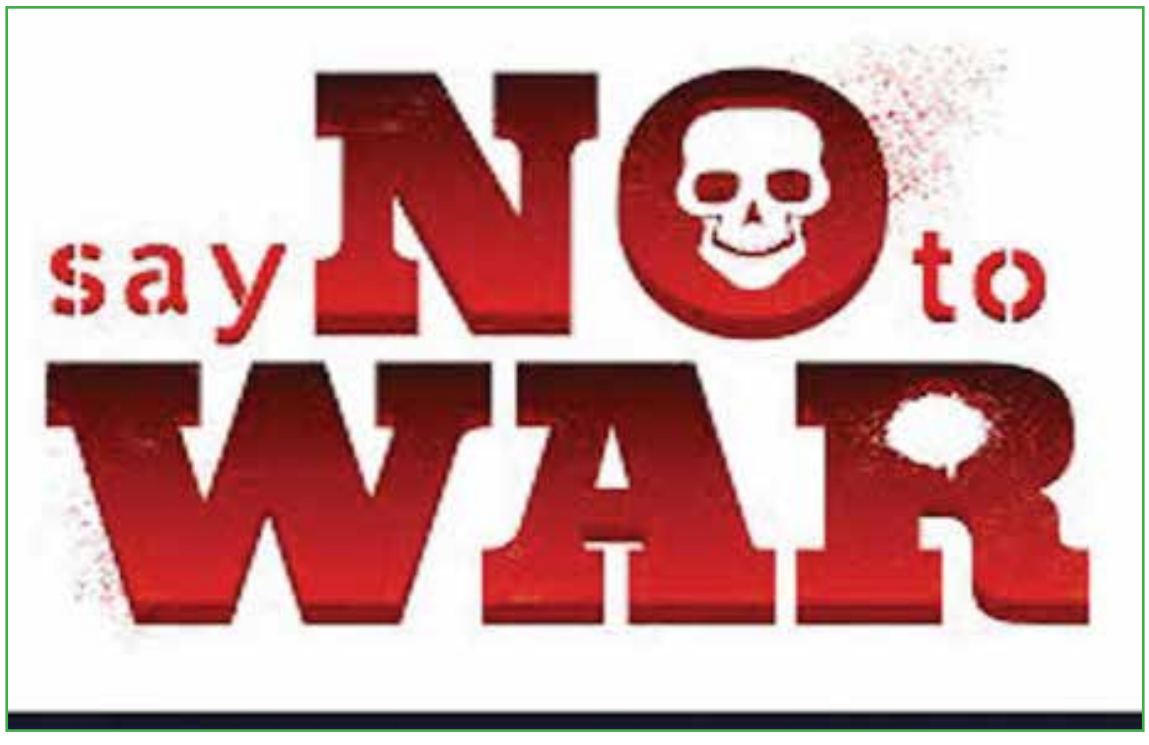

আগুন লাগলে শুধু মানুষকে পোড়াবে তা নয়, একটা ছোট আগুনের স্ফুলিঙ্গ সমগ্র পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। কিছু দেশ আছে যারা যুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামায় না,তাদের ধারণা নিজে বাচলে বাপের নাম। ক্ষমতাবান রাস্ট্রগুলোর এমন নিরব ভূমিকাও একধরনের উস্কানী। যা অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী রাস্ট্রকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। আপনার সামনে দুই জন মারামারি করছে, আপনি তাদের না থামিয়ে নিরব রইলেন এমন কাজে নিশ্চয় পূর্ণ অর্জন হবে না।

হয়তো আমেরিকা,রাশিয়া,চীন ভাবছে এই সুযোগে আমরা প্রচুর অস্ত্র বিক্রি করব। অনেক অর্থ লাভ হবে। কিন্তু তারা বুঝতেই পারছে না, তাদের অস্ত্র কিনেই একদল যুবক জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকার টুইন টাওয়ারে সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলা করছে। অস্ত্রের সহজ লভ্যতা সাধারণ যুবকদের বিপদগামী করে তুলছে। সারা পৃথিবীতে অন্য পক্ষকে হত্যার মধ্যে বিজয় খুজছে। অস্ত্র যুবকদের মানবীয় চক্ষুকে অন্ধ করে দেয়। হে যুবক, তুমি যদি সত্যি তোমার দেশকে বিজয়ী দেখতে চাও,তবে অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরো। কলম অস্ত্রের চেয়েও হাজার গুণ শক্তিশালী। তুমি নিজেকে বড় করে গড়ে তুলো,দেখবে আশে পাশের সবাই ছোট হয়ে গেছে। তোমার দেশকে উন্নত করো, দেখবে বিপক্ষ দেশ হিংসায় জ্বলে পুরে মরছে। মনে রাখবে- তোমার ও তোমার দেশের এক একটি সফলতা,শত্রু দেশের জন্য এক একটি এটম বোমা। সম্মুখ যুদ্ধতো তারাই করে, যারা বোকা। রক্তের বদলা রক্ততো তারাই খোঁজে, যারা কম দূরদর্শী। বিপক্ষকে মেরে ফেলার মধ্যে এক দিনের সুখ পাওয়া যায়। আর বিপক্ষকে বাঁচিয়ে রেখে কৌশলী হলে প্রতিদিন বিজয়ীর সুখ পাওয়া যাবে।

তাছাড়া এখনো মায়ানমারের সংহিসতার কোনো সমাধান হয়নি। ধর্মের কিংবা ভৌগলিক সীমার দোহাই দিয়ে অন্য দেশকে পরাস্ত করার নেশা মানুষকে হিংস্র করে তুলছে। আর হিংস্রতা কখনোই মানুষের মানবীয় লক্ষণ নয়, ইহা পশুর লক্ষণ। জোর যার মুলুক তার, জোর যার বিজয় তার মানে ট্রফি তার। শক্তি দিয়ে আপনার প্রিয় দল কিংবা দেশ দূর্বল দেশকে পরাজিত করলো,এটা আপনার জন্য সাময়িক আনন্দদায়ক হতে পারে। তবে বিজয়ীদেরও যে ক্ষতি হবে না,এমনটা ভাবাও নিরর্থক। অন্যকে দৌঁড়ালে আপনাকেও হয়রান হতে হয়। বিজয় যারই হোক।

আসুন না, আমরা সবাই শান্তির লক্ষে "যুদ্ধ কে না" করি। বিশ্ব ব্যাপী যুদ্ধ বন্ধ করা হোক। অকাতরে মানুষ হত্যা বন্ধ করা হোক। কারো পক্ষ বিপক্ষ না নেই। হাজারও মানুষ হত্যা বন্ধ করি। আগামীর শিশুর জন্য - আগামীর ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ পৃথিবী তৈরি করি।

লেখক: আই এম সৈনিক -সহকারী শিক্ষক, বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, বনানী,ঢাকা।